এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ঃ ২০১৫-২০১৬

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
সেপ্টেম্বর, ২০১৬

এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ঃ ২০১৫-২০১৬

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সেপ্টেম্বর, ২০১৬

সাফল্যের স্বর্ণালী সময়

৩০ মার্চ ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের তেজগাঁও হলিফ্যামিলি হাসপাতাল অংশের শুভ উদ্বোধন করেন।

৩০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন শুভ উদ্বোধন করেন।

সূচিপত্র

বর্ণনা	পৃষ্ঠা নং

Abbreviations:

ADB	-	Asian Development Bank
ADP	-	Annual Development Progamme
BARI	-	Bangladesh Agricultural Research Institute
BIM	-	Bangladesh Institute of Management
BRRI	-	Bangladesh Rice Research Institute
CBO	-	Community Based Organization
CDC	-	Community Development Committee
CDD	-	Community Driven Development
CDTA	-	Capacity Development Technical Assistance
CFW	-	Cash For Work
CIDA	-	Canadian International Development Agency
CMSU	-	Central Municipal Support Unit
CPT	-	Cone Penetration Test
CPTU	-	Central Procurement Technical Unit
CPWF	-	Challenge Program on Water and Food
DAE	-	Department of Agricultural Extension
DANIDA	-	Danish International Development Agency
DFC	-	Danida Fellowship Centre
DFID	-	Department for International Development
DLS	-	Department of Livestock Services
DPEC	-	Departmental Project Evaluation Committee
ECNEC	-	Executive Committee of the National Economic Council
E-GP	-	Electronic Government Procurement
ERD	-	Economic Relations Division
ESCB	-	Engineering Staff College, Bangladesh
FAPAD	-	Foreign Aided Project Audit Directorate
FSDD	-	Feasibility Study and Detailed Design
GAD	-	Gender and Development
GAP	-	Gender Action Plan
GAAP	-	Governance and Accountability Action Plan
GICD	-	Governance Improvement & Capacity Development
GIS	-	Geographic Information System
GIZ	-	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
ICT	-	Information and Communication Technology
IDA	-	International Development Association
IDB	-	I•Lamic Development Bank
IEB	-	Indian Economy Blog
IEI	-	Institution of Engineers (India)
IFAD	-	International Fund for Agricultural Development
IMED	-	Implementation, Monitoring and Evaluation Division
JDCF	-	Japan Debt Cancellation Fund
JFPR	-	Japan Fund for Poverty Reduction
JICA	-	Japan International Cooperation Agency
KfW	-	Kreditanstalt für Wiederaufbau
LGED	-	Local Government Engineering Department
LAN	-	Local Area Network
LCS	-	Labour Contracting Societies
MIS	-	Management Information System

MSU	-	Municipal Support Unit
NORAD	-	Norwegian Agency for Development Cooperation
OFID	-	OPEC Fund for International Development
ORAF	-	Operational Risk Assessment Framework
UMPS	-	Urban Management Policy Statement
PBMC	-	Performance Based Maintenance Contract
PCR	-	Project Completion Report
PEC	-	Project Evaluation Committee
PPRP-II	-	Second Public Procurement Reform Project
PPR-2008	-	The Public Procurement Rules, 2008
PRA	-	Participatory Rural Appraisal
PROMIS	-	Procurement Management Information System
RERMP	-	Rural Employment and Road Maintenance Programme
RDS	-	Rural Development Strategy
RFLDC	-	Regional Fisheries and Livestock Development Component
HILIP	-	Haor Infrastructure and Livelihood Improvement Project
HFMLIP	-	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project ()
RTIP-II	-	Second Rural Transport Improvement Project
RUMSU	-	Regional Urban Management Support Unit
SCG	-	Savings and Credit Group
SFD	-	Saudi Fund for Development
SIC	-	•Lum Improvement Committee
SWBRDP	-	South-West Bangladesh Rural Infrastructure Development Project
TLCC	-	Town Level Coordination Committee
UGIAP	-	Urban Governance Improvement Program
UGIIP-II	-	Second Urban Governance and Infrastructure Improvement Project
PSSWRSP	-	Participatory Small Scale Water Resources Sector Project
UK	-	United Kingdom
UNDP	-	United Nations Development Program
UMSU	-	Urban Management Support Unit
USAID	-	United States Agency for International Development
TA MSP-2	-	Technical Assistance for Municipal Services Project-2
WAN	-	Wide Area Network
WFP	-	World Food Program
WLCC	-	Ward Level Coordination Committee

২০১৫-১৬ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন

পটভূমি

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থাপন করেছেন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের ফলে ইতিমধ্যেই উল্লেখখযোগ্য হারে দারিদ্র্যতা হ্রাস করতে সফল হয়েছেন। দারিদ্রতা হ্রাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার মূখ্য উপকরণগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অন্যতম। বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভরশীল দেশ হওয়ায় এর অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের ক্ষেত্রে কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং তার যথাযথ বিপণন একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর যা 'এলজিইডি' নামে সমধিক পরিচিত, দেশের এরূপ স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে, বিশেষ করে প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে। তবে শুধুমাত্র পল্লী অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মধ্যেই এলজিইডি'র দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয় - নগর অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ কৃষি উৎপাদন সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নেও এলজিইডি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, সম্প্রসারণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রেও এলজিইডি একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। উপরন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার অংশ হিসাবে দুর্যোগপ্রবণ এলাকা বাসিদের দুর্যোগকালীন নিরাপত্তা বিধানে ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণও এলজিইডি'র একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ভোক্তাগণকে সম্পৃক্ত করে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কাছে সুফল পৌঁছে দেয়াই এলজিইডি'র মূল নীতি। এভাবেই সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল-এ পৌছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকা ও স্তরের জনমানুষের, বিশেষ করে হত-দরিদ্রের জীবন মান উন্নয়নে সুস্পষ্ট অবদান রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সরকারের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এলজিইডি তার দায়িত্বাবলী পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং সরকার কর্তৃক প্রণীত ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাকে অনুসরণ করে সমগ্র দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের অংশ হিসাবে এলজিইডি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। এই প্রতিবেদন মূলতঃ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সরকার কর্তৃক বরাদ্দের প্রেক্ষিতে এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সেক্টর ভিত্তিক প্রকল্পসমূহের অধীনে বাস্তবায়িত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহে ব্যয়িত অর্থের বিবরণসহ একটি বাৎসরিক ক্ষতিয়ান। রাজস্ব অর্থে পরিচালিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির তথ্যাদি, এলজিইডি'র প্রশাসনিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং বাস্তবায়িত নির্মাণ কার্যক্রমের গুণগত মান রক্ষা সম্পর্কিত তথ্যাদিও এই প্রতিবেদনে প্রদর্শিত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পরিচালিত এলজিইডি'র সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য এই প্রতিবেদন প্রণয়নে প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

এলজিইডি'র মুখ্য অধিক্ষেত্র

এলজিইডি কর্তৃক প্রতিপালিত দায়িত্বসমূহের মধ্যে প্রধান প্রধান কর্মকান্ড নিচে প্রদত্ত অনুচিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

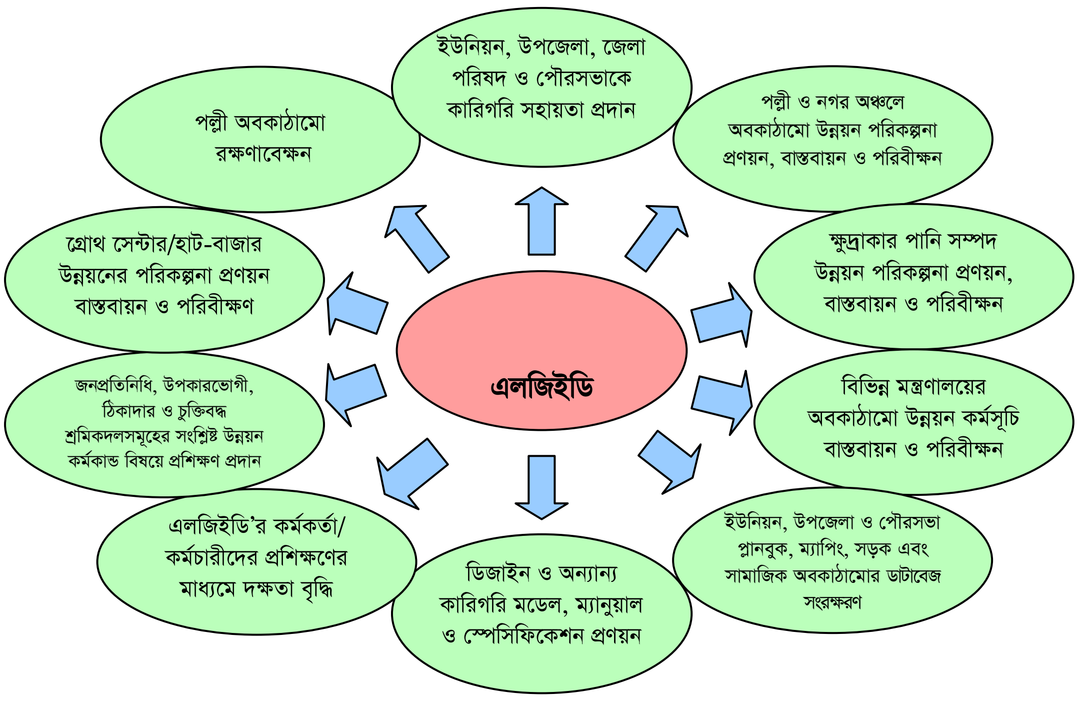

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত এলজিইডি'র কর্মকান্ড

এলজিইডি'র উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসাবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় পরিচালিত। প্রধানতঃ গ্রামীণ, নগর এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের উপর পরিকল্পিত ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি এলজিইডি কর্তৃক পরিচালিত এবং বাস্তবায়িত হয়ে থাকে, যে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা নিচের সারনিতে প্রদত্ত হয়েছে।

	এলজিইডি'র প্রধান প্রধান কর্মকান্ড

গ্রামীণ অবকাঠামো	নগর অবকাঠামো	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন
সড়ক, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন/রক্ষণাবেক্ষণ গ্রোথসেন্টার/হাটবাজার উন্নয়ন/ সংস্কার ঘাট/জেটি নির্মাণ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ বৃক্ষরোপণ	সড়ক/ফুটপাত নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ নর্দমা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ বাজার উন্নয়ন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিউনিটি ল্যাট্রিন/স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচি	স্লুইস গেট নির্মাণ রাবার ড্যাম নির্মাণ খাল খনন ও পুনঃখনন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা

অন্যান্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এলজিইডি'র ভৌত কর্মকান্ড

স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি কৃষি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উল্লখযেগ্য সংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্প এলজিইডি সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরূপ প্রকল্পের ভৌত অঙ্গসমূহের বিবরণ নিম্নরূপঃ

	অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি'র কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান ভৌত অংগ

অংগের নাম
সড়ক, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ বাজার উন্নয়ন ল্যান্ডিং ষ্টেজ/ঘাট/জেটি নির্মাণ রাবার ড্যাম নির্মাণ রেগুলেটর নির্মাণ ড্রেন নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/মেরামত ভূমিহীন অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের বাসস্থান নির্মাণ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, কমিউনিটি ল্যাট্রিন/সেপটিক ট্যাংক/টয়লেট/পাবলিক টয়লেট নির্মাণ চর এলাকায় সাইক্লোন সেল্টার ও কিল্লা নির্মাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ ও ২/৩ কক্ষ সম্প্রসারণ পিটিআই ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ

বর্ণিত কর্মসূচিসহ অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) ও অন্যান্য মন্ত্রণালয় হতে উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় এলজিইডি'র অনুকূলে প্রদত্ত মোট অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১১,৭৭৬.৩৩ কোটি টাকা। প্রাপ্ত বরাদ্দের মধ্যে ১১,৫৪৯.৩৯ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ এলজিইডি বাস্তবায়ন করেছে যা বাংলাদেশ সরকারের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মোট বাজেটের (৯৩,৮৯৪.৬৮ কোটি টাকা) শতকরা ১২.৩০ ভাগ। নিচে প্রদর্শিত পাইচিত্রে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ, অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও রাজস্ব কর্মসূচির প্রেক্ষিতে এলজিইডি'র অনুকূলে সেক্টরওয়ারী অর্থ বরাদ্দের আনুপাতিক হার প্রদর্শিত হয়েছে।

	২০১৫-১৬ অর্থবছরে এলজিইডি'র অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের আনুপাতিক চিত্র

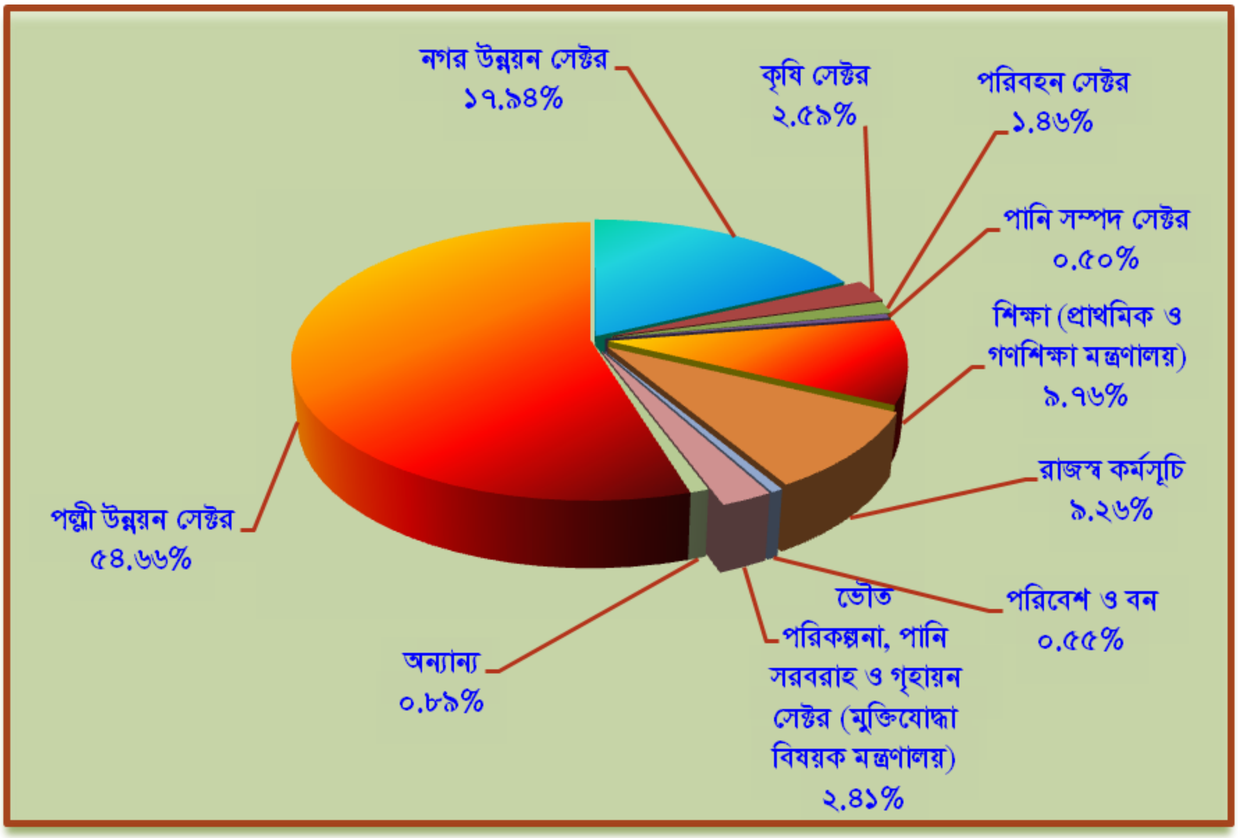

এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত বিভিন্ন ইউনিটসমূহ

এলজিইডি'র সদর দপ্তরে স্থাপিত নিচের বক্সে প্রদর্শিত ১১ টি ইউনিটের মাধ্যমে এলজিইডি তার উপর অর্পিত সকল দায়িত্বাবলী পালন করে। প্রত্যেকটি ইউনিটই তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় কর্মকান্ড পূর্ণ সক্রিয়তার সঙ্গে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও যথোপযোগী পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে পরিচালনা করে থাকে এবং ইউনিটের পূর্ণ কার্যকারিতা নিশ্চিত করে।

এলজিইডি'র সদর দপ্তরে স্থাপিত ইউনিটসমূহ

১)	প্রশাসনিক	৭)	নগর ব্যবস্থাপনা
২)	ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি)	৮)	পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (পরিকল্পনা ও ডিজাইন)
৩)	পরিকল্পনা	৯)	পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
৪)	ডিজাইন	১০)	প্রশিক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ
৫)	প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন	১১)	প্রকিউরমেন্ট
৬)	রক্ষণাবেক্ষণ		

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক পরিচালিত প্রধান প্রধান কার্যক্রম ঃ

প্রশাসনিক ইউনিট

প্রশাসনিক

সদর দপ্তর পর্যায়ে ২১৯ জন (মোট জনবলের ১.৯৬%), ৭ টি বিভাগের ৬০ জন (মোট জনবলের ০.৫৪%), ১৪ টি আঞ্চলিক পর্যায়ে ১৪০জন (মোট জনবলের ১.২৫%), জেলা পর্যায়ে ১,২৮২জন (মোট জনবলের ১১.৪৬%), জেলা পরিষদে (প্রেষণে) ২০৪ জন (মোট জনবলের ১.৮৩%) এবং উপজেলা পর্যায়ে ৯,২৭৯ জন (মোট জনবলের ৮৩%), অর্থাৎ সর্বমোট ১১,১৮৪জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে এলজিইডি'র সাংগঠনিক কাঠামো গঠিত। এই সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দই তাদের আনুগত্য, প্রতিশ্রুতি, নিষ্ঠা, সততা এবং উচ্চ কর্মদক্ষতা দিয়েই এলজিইডি'র উপর অর্পিত সকল দায়িত্বাবলী যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে সুচারুরূপে সম্পন্ন করে থাকেন। এলজিইডি'র সর্বোচ্চ পদ অর্থাৎ প্রধান প্রকৌশলী পদে বর্তমানে জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও দক্ষতার সঙ্গে তাঁর দায়িত্বাবলী পালনে সম্পূর্ণ সচেষ্ট।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রশাসনিক ইউনিটের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্য সম্পর্কিত প্রধান প্রধান কার্যাদি সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে বিবৃত হয়েছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান

নতুন নিয়োগ

২০১৫-১৬ অর্থবছরে নন-ক্যাডার মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ৮জন সহকারী প্রকৌশলী পদে পিএসসি'র মাধ্যমে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তবে, ১০৫ জন ইলেকট্রিশিয়ান পদে নিয়োগের ছাড়পত্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রদান করা হলেও মহামান্য আদালতে এতদ্‌সম্পর্কিত দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই পদগুলিতে নিয়োগ প্রদান স্থগিত আছে। একই কারণে ৯৫ জন সার্ভেয়ার পদেও নিয়োগ প্রদান প্রতিবেদনকালীন সময়ে সম্ভব হয়নি।

পদোন্নতি

- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হতে ১০ জনকে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী হতে ১৮ জনকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসাবে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
- ১৩ জনকে সহকারী প্রকৌশলী হতে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে ৬ষ্ঠ গ্রেডে পদোন্নতি ও ৫ম গ্রেডে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে এবং ৬০ জন সহকারী প্রকৌশলীকে ৭ম গ্রেডে সিলেকশান গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।
- উপ-সহকারী প্রকৌশলী হতে ২৯ জনকে সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

প্রশাসনিক শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম

কর্তব্যকর্মে অবহেলা কিংবা উন্নয়ন কাজে পরিলক্ষিত ত্রুটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে পরিদর্শন টীম বা তদন্ত কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসাবে অপরাধ ভেদে বিভিন্ন মাত্রার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৬ সময়ে এলজিইডি'র ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মোট ১৫ টি বিভাগীয় মামলা দায়েরের প্রস্তাব করার প্রেক্ষিতে ১ জন শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছেন, অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ২ জন অব্যাহতি পেয়েছেন এবং ১২টি মামলা তদন্তাধীন রয়েছে। এলজিইডি'র ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১৯টি বিভাগীয় মামলার বিপরীতে মোট ৩ জনকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, ২ জনের উপর বিভিন্ন ধরনের শাস্তি আরোপ করা হয়েছে এবং ১৪ টি বিভাগীয় মামলারতদন্ত পরিচালনা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দাপ্তরিক শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত মামলাসমূহের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিম্নরূপঃ

	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	পদের নাম	মোট মামলার সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত মামলা		অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা
			অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সংখ্যা	শাস্তি আরোপের সংখ্যা	
১)	প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা	১৫	২	১	১২

	২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী

ক্রমিক নং	পদের নাম	মোট মামলার সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত মামলা		অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা
			অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সংখ্যা	শাস্তি আরোপের সংখ্যা	
১)	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১৮	৩	২	১৩
২)	নক্সাকার (উপ-সহকারী প্রকৌশলী)	১	-	-	১
মোট		১৯	৩	২	১৪

এলজিইডি'র উন্নয়নমূলক কাজ সুষ্ঠু বাস্তবায়নে বা প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনায় পরিলক্ষিত ব্যর্থতার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে কৈফিয়ত তলব করা হয়। এ সম্পর্কিত তথ্যাদি নিচের সারণিতে প্রদর্শিত হয়েছে।

	২০১৫-১৬ অর্থবছরে কৈফিয়ত তলব সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	পদের নাম	কৈফিয়ত তলবের সংখ্যা
১)	প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী	৯৭
২)	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	২৮
৩)	নক্সাকার (উপ-সহকারী প্রকৌশলী)	৭
	মোট	১৩২

আইন সংক্রান্ত

প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কাজের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে সাংগঠনিক কলেবরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। জনবল ও কাজের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে নানা প্রকার আইনি জটিলতাও একই সাথে বাড়তে থাকে। সেই প্রেক্ষাপটে, সর্বত্র আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জনগণের সম্পদ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে সদর দপ্তরে আইন ইউনিটের কার্যক্রম শুরু হয়।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) এর তত্ত্বাবধানে একজন নির্বাহীপ্রকৌশলী, দুই জন সহকারী প্রকৌশলী এবং একজন আইনজীবীসহ মোট ১১ জনকর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে আইন ইউনিটটি পরিচালিত হচ্ছে।

সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগীয় মামলায় প্রদত্ত শাস্তির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভিন্নমামলা, উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রাজস্ব বাজেটে আত্মীকরণ মামলা, উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণ, দরপত্র গ্রহণ, দরপত্র চুক্তি বাস্তবায়ন, দরপত্র চুক্তি বাতিল ও তা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন মামলা এই ইউনিট পরিচালনা ও সমন্বয় করে থাকে।

এই প্রতিষ্ঠানটি যে সমস্ত মামলা মোকাবেলা করে, তা সাধারণত তিন প্রকার আদালত এর আওতাভূক্ত। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপীলবিভাগ, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও জেলা জজ কোর্ট এর বিভিন্ন শ্রেণীর কোর্ট।

শুরু থেকে এ পর্যন্ত মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগে মোট ৭৩৩টি মামলা দাখিল হয় যার মধ্যে প্রায় ৩৭১টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ৩৬২টি মামলা অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে। উল্লেখ্য এ পর্যন্ত মোট ১০টি মামলার রায় সরকারের পক্ষে হয়েছে। যার মধ্যে ৬টি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে হয়েছে।

আবার প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে ২২টি মামলা দায়ের হয়েছে, যার মধ্যে ২টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। ১টি সরকারের পক্ষে অন্যটি সরকারের বিপক্ষে।

এছাড়াও অত্র আইন ইউনিটের পরামর্শ ও সহযোগীতায় বিভিন্ন জেলায়, ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিল ও কালো তালিকাভুক্তি আদেশের উপর আদালতের প্রদত্ত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারসহ প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গস্থহণ করা হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে মোট ৭৪টি মামলা দায়ের হয়েছে, যার মধ্যে ৫১টি রীট ও ২৩টি আদালত অবমাননা মামলা। দায়েরকৃত মামলাগুলির মধ্যে, প্রকল্পের চাকুরী রাজস্ব খাতে আত্মীকরণ সংক্রান্ত ৩৪টি, রাজস্ব খাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরী সংক্রান্ত ১২টি এবং ২৮টি উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কিত। উক্ত অর্থবছরে মোট ১০টি মামলার রায় হয়েছে যার মধ্যে ৬টি সরকারের পক্ষে ও ৪টি সরকারের বিপক্ষে। বিপক্ষে প্রাপ্ত রায়ের বিরুদ্ধে নিয়মানুযায়ী উচ্চ আদালতে আপীল করা হয়েছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ, তার এক যুগান্তকারী রায়ে সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদের আওতাধীন, চাকুরী ও তার বিভিন্ন শর্ত সংক্রান্ত সকল মামলা, হাইকোর্ট এর পরিবর্তে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। যার ফলে চাকুরী সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ খারিজ করে দিচ্ছেন। ফলে এ সংক্রান্ত রীট মামলার সংখ্যা দ্রুত কমে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

অপরদিকে আত্মীকরণ সংক্রান্ত মামলার রায় বাস্তবায়নে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে মোট ৪৭টি আদালত অবমাননা মামলা চলমান রয়েছে। কিন্তু প্রকল্পের চাকুরী রাজস্ব খাতে আত্মীকরণে, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীলবিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত এবং ১৭ বিএলসি (এডি) পৃষ্ঠা ৯১ তে প্রকাশিত রায়ে যে ১১টি শর্ত প্রদান করা হয়েছে এবং তা প্রতিপালিত না হওয়ায় প্রকল্পের চাকুরী রাজস্ব খাতে আত্মীকরণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। এই ১১টি শর্তের প্রতিবন্ধকতা আদালতে সফলভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে সকল আদালত অবমাননা মামলা সফলভাবে মোকাবেলা করা হচ্ছে। মহামান্য আদালতও, আপীল বিভাগ প্রদত্ত ১১টি শর্ত প্রতিপালিত হলেই কেবল চাকুরী রাজস্ব খাতে আত্মীকরণের বিষয়ে একমত। শর্ত পর্যালোচনায় দেখা যায়, মহামান্য আপীল বিভাগ প্রদত্ত ১১টি শর্তের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে, ৩০শে জুন, ১৯৯৭ এর পূর্বে শুরু হওয়া প্রকল্পে, বৈধ নিয়োগ প্রক্রিয়া অনুসরণে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণই শুধুমাত্র রাজস্ব খাতে আত্মীকরণ যোগ্য।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সর্বক্ষেত্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কারিগরী জ্ঞানের পাশাপাশি আইনে প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী মহোদয়ের নেতৃত্বে এই ইউনিট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

রাজস্ব আয়

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এলজিইডি'র রাজস্ব আয়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্র ২১৪.৯৪ কোটি টাকা নির্ধারিত ছিল। অর্থবছর শেষে বিভিন্ন আয়ের উৎস যেমন- দরপত্র বিক্রি, ল্যাব টেষ্ট ফি, যানবাহন/রোড রোলার ভাড়া ইত্যাদি থেকে মোট রাজস্ব প্রাপ্তি (প্রাথমিক হিসাব) ১৯৬.৩২ কোটি টাকা, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষো ৮.৬৬% কম। এ সম্পর্কিত তথ্যাদি নিচে প্রদত্ত সারণিতে দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের প্রেক্ষিতে দরপত্র দলিল বিক্রয়লব্ধ অর্থ সিপিটিইউ-তে জমা দেয়ার প্রয়োজনে ৯নং ক্রমিকের টেন্ডার ও অন্যান্য দলিল পত্র বিক্রয় খাতে আয় লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা কম হয়েছে।

	২০১৫-১৬ অর্থবছরের রাজস্ব আয় সংক্রান্ত তথ্যাদি

(হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	**আয়ের উৎস**	**২০১৫-১৬ অর্থ বৎসর**		**শতকরা হার**
		আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	**প্রকৃত আয়**	
১	২	৩	৪	৫
১	কোম্পানী সমূহের রেজিষ্টেশন ফি (ঠিকাদারী লাইসেন্স তালিকাভূক্তি)	৫,২০,০০	১,২৬,৮২	**২৪.৩৯**
২	লাইসেন্স ফি (লাইসেন্স নবায়ন ফি)	৭,২৮,০০	৪,৯৩,৩৭	**৬৭.৭৭**
৩	জরিমানা ও দন্ড	১২,৪৮,০০	১৫,৬৮,০৪	**১২৫.৬৪**
৪	বাজেয়াপ্ত করণ	৬,২৪,০০	৬,৪৩,৩৪	**১০৩.১০**
৫	পরীক্ষণ ফি (ল্যাবঃ টেষ্ট ফি)	৬৭,৬০,০০	৬৮,৪২,২৬	**১০১.২২**
৬	পরীক্ষা ফি	৪৬,৮০	১,০১,৮৭	**২১৭.৬৭**
৭	সরকারী যানবাহনের ব্যবহার	৯,৩৬	২৬,৩৫	**২৮১.৫২**
৮	যন্ত্র ও সরঞ্জামাদির ভাড়া	৩১,২০,০০	২৪,৩১,০৫	**৭৭.৯২**
৯	টেন্ডার ও অন্যান্য দলিল পত্র	৫৭,২০,০০	১৫,৫৬,৫৪	**২৭.২১**
১০	অব্যবহৃত দ্রব্যাদি/দলিলপত্র বিক্রয়	১০,৪০,০০	২৭,৯৯,১৫	**২৬৯.১৫**
১১	অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থ আদায়	৫,২০,০০	৫,৪৬,১৬	**১০৫.০৩**
১২	অনাবাসিক ভবনসমূহের ভাড়া	১৪,৫৬	৭৬.০০	**৫.২২**
১৩	আবাসিক ভবন সমূহের ভাড়া	১,০৪,০০	৭৮.৫৩	**০.৭৬**
১৪	বিবিধ রাজস্ব	১০,৪০,০০	২৩,৪৩,১৬	**২২৫.৩০**
	মোট=	**১৯৬,৬৩,০০**	**১৯২,১২,৩০**	**৯১.৩৪**

আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা (অডিট)

বরাদ্দকৃত সরকারী অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষায় নিরীক্ষা কার্যক্রমের উপর এলজিইডি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এজন্য বিভিন্ন পর্যায়ে উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিস্পত্তির লক্ষ্যে এলজিইডি'র বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ FAPAD (বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর) এর সাথে এবং জিওবি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ও জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীগণ পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের (Works Audit) সাথে সমন্বয় করে স্ব স্ব নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে অডিট আপত্তির জবাব সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে প্রেরণ পূর্বক নিস্পত্তির ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। অডিট আপত্তির গুরুত্ব ভেদে প্রয়োজনে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপত্তি সমূহ নিস্পত্তি করা হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থবৎসরে অডিট আপত্তি নিস্পত্তির সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

- বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ২০১৪-২০১৫ অর্থবৎসর পর্যন্ত অনিস্পন্ন ২৩৪টি ও ২০১৫-১৬ অর্থবৎসরের নতুন ৪৪টিসহ মোট ২৭৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৭৭টি নিস্পত্তি হয়েছে এবং ২০১টি অনিস্পন্ন আছে।

- জিওবি প্রকল্পের মোট ৩৪৮টি আপত্তির মধ্যে ১৪০টি নিস্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিস্পন্ন আপত্তির সংখ্যা ২০৮টি।

- পূর্ত অডিটের (জেলা পর্যায়) মোট ২১১১টি আপত্তির মধ্যে ১৩০টি নিস্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিস্পন্ন আপত্তির সংখ্যা ১৯৮১টি।

	এলজিইডি'র সূচনাকাল থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত অডিট সংক্রান্ত তথ্য

অডিট আপত্তির ধরন	বিগত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে অডিট আপত্তির সংখ্যা	ইতোপূর্বে অনিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	বিগত বছরে নিস্পত্তি হওয়া অডিট আপত্তির সংখ্যা	বিগত বছরে নিস্পত্তি না হওয়া অডিট আপত্তির সংখ্যা	নিস্পত্তি না হওয়া আপত্তিতে সম্পৃক্ত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সম্পর্কিত	৫,২৬৪	২৩৪	৫,৫০২	৫,৩০১	২০১	২৪৬.২৫
পূর্ত কাজ (জেলা পর্যায়) সম্পর্কিত	৬,৩৬৫	১,৫৬১	৭,৯২৬	৫,৯৪৫	১,৯৮১	২,৪১০.৮০
জিওবি প্রকল্পের পূর্ত কাজ সম্পর্কিত	৭৭০	২৭৭	১,০৪৭	৮৩৯	২০৮	১,৪১২.৯৯
মোট	১২,৩৯৯	২,০৭২	১৪,৪৭৫	১২,০৮৫	২,৩৯০	৪,০৭০.০৪

ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) ইউনিট

এলজিইডি'র কাজকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারে এলজিইডি যথেষ্ট উৎসাহী। আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন দায়িত্ব পালনকে সুন্দর, সাবলীল ও সুসংহত করার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানটির জন্য অত্যন্ত সহায়ক। এই সফলতাই এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে দেশে বিদেশে এবং উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে সমাদৃত হওয়ার ব্যাপারে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে অবদান রেখেছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরী সহায়তা প্রদান, পল্লী ও শহর অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণে এলজিইডি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এলজিইডি কর্তৃক অনুসৃত বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে Information and Communication Technology (ICT)`র ব্যবহার এলজিইডি'র কর্মব্যবস্থাপনাকে বরাবরই প্রভাবিত করে আসছে। সারাদেশের অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরীবিক্ষণ গতিশীল ও কার্যকর করতে এলজিইডি'র MIS ও GIS ইউনিট ICT ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

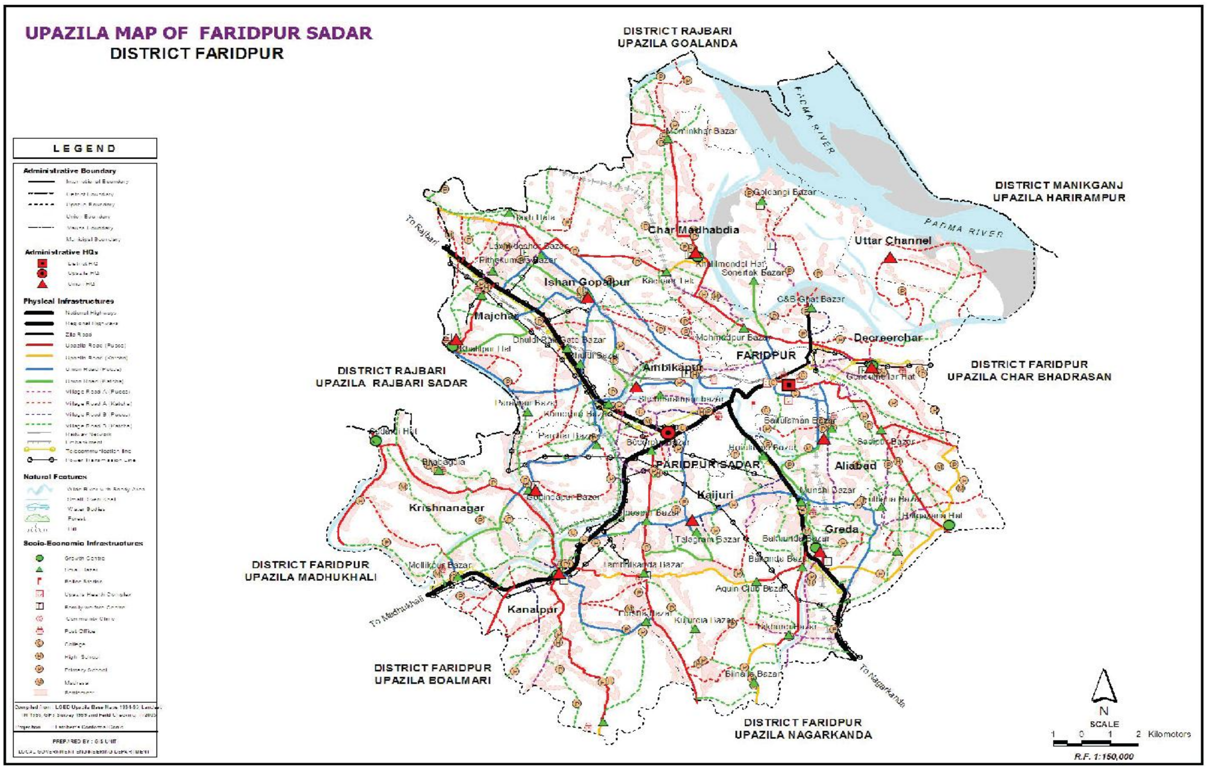

দেশের সকল জেলা/উপজেলায় পরিকল্পনা কাজে ব্যবহৃত উপজেলা ম্যাপ

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)

তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে এলজিইডি'র উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং, প্রশাসনিক কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য MIS Section গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে MIS Section নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো সম্পাদন করেছেঃ

১) এলজিইডি'র ডাইনামিক ওয়েবসাইটটি (www.lged.gov.bd) বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষাতে বিকেন্দ্রিকভাবে নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার, ইনোভেশন, বার্ষিক-কর্মপরিকল্পনা, অনাপত্তি সার্টিফিকেট ও সরকারী আদেশ সংক্রান্ত পেইজ তৈরী করে তথ্য সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

২) এলজিইডি'র প্রশাসনিক কাজের সহায়ক হিসেবে সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ব্যক্তিগত ও চাকরী সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষণ, বদলী, পদোন্নতি ইত্যাদি সকল বিষয় কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য Personnel Management Information System (PMIS) সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ১১০০ জন কর্মকর্তা সিস্টেমে তথ্য প্রদান করেছেন।

৩) বিগত অর্থবছরে এলজিইডি'র সকল কার্যালয়ের মোট ২০২৮টি দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি ও কার্যাদেশ এলজিইডি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

৪) এলজিইডি'র সকল স্তরের কর্মকর্তাদের দ্রুত এবং সহজভাবে তথ্যের আদান-প্রদান নিশ্চিত করতে নিজস্ব ডোমেইনে ই-মেইল সুবিধা দেয়া হচ্ছে। সম্প্রতি মেইল সার্ভারটি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-এ স্থানান্তর করা হয়েছে, ফলে এর ধারণ ক্ষমতা এবং কারিগরি সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।এছাড়া সদর দপ্তর থেকে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদেরকে দ্রুত জরুরী বার্তা পাঠানোর জন্য এসএমএস সার্ভিস কার্যকরভাবে চলছে।

৫) Local Area Network (LAN)- এর অওতায় বর্তমানে এলজিইডি সদর দপ্তরের ১৪২০টি কম্পিউটার বিভিন্ন সার্ভারের মাধ্যমে সংযুক্ত রয়েছে। e-Ticketing এর মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সদর দপ্তরের কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্ক বিষয়ক প্রায় ১৯৩০ টি সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

৬) এলজিইডি সদর দপ্তরে ইন্টারনেট সংযোগের গতি প্রায় ৩গুণ বাড়িয়ে 90mbps করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ১৪২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

৭) Proxy Means Testing Administration (PMT)-এর নতুন ডাটা ও এ্যাপ্লিকেশান সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে।

৮) IWRM ইউনিটের Backup Server স্থাপন করা হয়েছে।

৯) এলজিইডি সদর দপ্তরে নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Web Proxy Server ও Central Anti-Virus ব্যবহার করা হচ্ছে।

১০) Digital LGED গড়ার লক্ষ্যে এলজিইডি'র IT-ICT Strategy & Action Plan তৈরী, ডাটা সেন্টার, Integrated Decision Suport System (IDSS) সহ বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি বাস্তবায়ন কাজের তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

১১) এলজিইডি'র সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ICT বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া e-GP বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কারিগরি সহায়তা ICT ইউনিটের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে।

জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS)

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কাজে ভৌগলিক তথ্য প্রযুক্তির আধুনিক সুবিধা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এলজিইডি'র GIS সেকশন গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এলজিইডি'র GIS সেকশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

১) প্রকল্প পরিকল্পনায় জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করার লক্ষ্যে একটি ওয়েব বেজড এ্যাপ্লিকেশন তৈরী করা হয়েছে, যা বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই এ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের সময় সড়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বৈততা বিষয়ক জটিলতা খুব সহজেই পরিহার করা যাবে। এছাড়া এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণ নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজড ম্যাপ প্রস্তুত করতে পারবে। শীঘ্রই এটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।

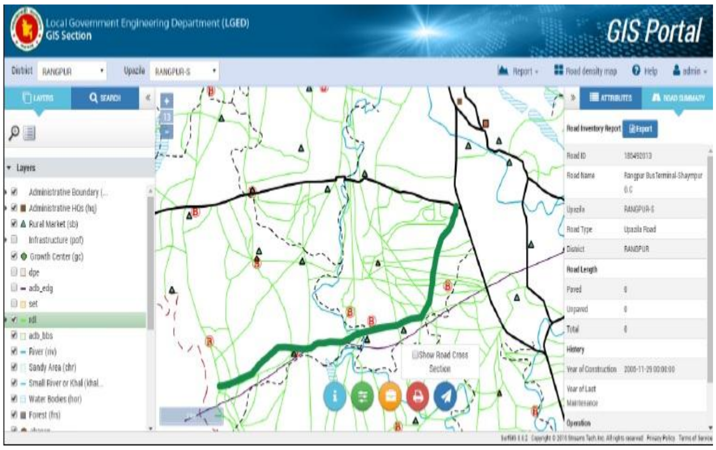

২) নবসৃষ্ট কর্ণফুলী উপজেলার প্রশাসনিক সীমানা অনুযায়ী ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এলজিইডি'র সকল ম্যাপসমূহ জনসাধারণের বিনামূল্যে পাওয়ার জন্য এলজিইডি'র ওয়েবসাইটে দেয়া রয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এলজিইডি-তে বিদ্যমান GIS ডাটাবেজ নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করার পাশাপাশি উপজেলা ও জেলা ম্যাপসমূহ হালনাগাদ করা হচ্ছে। এসব ম্যাপ এলজিইডি ছাড়াও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা হচ্ছে।

৩) International International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD)-এর SERVIR Initiative-এর Country Consultation Workshop বিগত ২৬ জানুয়ারী ২০১৬ তারিখ এলজিইডি সদর দপ্তরে জিআইএস সেকশনের সহায়তায় অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে দেশী-বিদেশী ২০টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে।

৪) নগর অঞ্চলের পরিকল্পনার সুবিধার্থে পৌরসভার মাষ্টারপ্ল্যান তৈরী করা হয়েছে। বর্তমানে ২১৭টি পৌরসভার মাষ্টারপ্ল্যান প্রস্তুত হয়েছে। এছাড়া এ পর্যন্ত ১৫০টি পৌরসভার ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে, যার ৬৫টি ইতিমধ্যে উপজেলা ম্যাপের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে।

৫) এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী ২৯ ধরনের Customized ম্যাপ তৈরী করা হয়েছে।

৬) এলজিইডি'র সকল উপজেলা সড়কসমূহ Google Map এর সাথে সমন্বয় করে সংশোধনের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে Google Map এ সকল রাস্তাসমূহ দেখা যাবে।

৭) এলজিইডি ও বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (GSB) এর মধ্যে জিআইএস তথ্য আদান-প্রদান ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করণে একটি MOU স্বাক্ষরের বিষয় প্রক্রিয়াধীন আছে।

পরিকল্পনা ইউনিট

পরিকল্পনা ইউনিট এলজিইডি'র পক্ষে দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি সনাক্ত ও প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনপূর্বক দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রাখছে। বিনিয়োগ প্রকল্প, জরিপ/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প ও কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসমূহ এই ইউনিট মূলত প্রণয়ন করে থাকে। মূলতঃ Rural Development Strategy 1984, Rural Infrastructure Strategy Study 1996, National Rural Development Policy 2001, National Land Transport Policy 2004, Urban Management Policy Statement 1999, National Water Policy 1997, Seventh Five Year Plan (2016-20), Perspective Plan (2010-21), Rural Road Master Plan ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণের ভিত্তি; দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা, সমপর্যায়ের সমাপ্ত বা চলমান প্রকল্পের ফলাফল ও অভিজ্ঞতা, অন্য প্রকল্প/কর্মসূচির সংগে দ্বৈততা পরিহার, দেশের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী জাতীয় নীতি/পরিকল্পনায় বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্পের অবদান, আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষন, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে প্রকল্পের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলি এরূপ প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়।

পরিকল্পনা ইউনিট প্রাক-প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সকল কার্যাবলী যেমন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি), সমীক্ষা/জরীপ প্রস্তাব, প্রস্তাবনা এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (টিএপিপি) প্রস্তুত এবং ক্ষেত্র বিশেষে ঐ সকল প্রস্তাব/ ছকের সংশোধনের কাজ করে থাকে। তাছাড়া, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনা অনুযায়ী পরবর্তী অর্থ বছরসমূহে গৃহীতব্য সম্ভাব্য প্রকল্পসমূহের তালিকা প্রণয়নের ব্যবস্থা এই ইউনিট গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে এলজিইডি'র সমন্বয় সাধনের কাজও পরিকল্পনা ইউনিট এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। কোন প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প ছক/প্রস্তাব (পিডিপিপি) প্রণয়ন করাও এ ইউনিটের উপর অর্পিত দায়িত্বের অংশবিশেষ।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে মোট ৯৬৩৩.৪৭ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে ৪০টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়, যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৯টি এবং ১টি। উক্ত ৪০টি প্রকল্পের মধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরে ৩৩টি এবং ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরে ৭টি প্রকল্প রয়েছে। ৩১ টি প্রকল্প সংশোধন করা হয়েছে যাতে অতিরিক্ত ২০৮৪.৪২ কোটি টাকা অর্থের সংস্থান হয়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে ADB'র ২৩টি, World Bank'র ০৯টি এবং JICA'র ১১টি বৈদেশিক মিশন/ প্রতিনিধির দলের সাথে প্রাক-সম্ভাব্যতা/সম্ভাব্যতা ইত্যাদি বিষয়ে এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিটের আলোচনা হয়েছে।

উপরে বর্ণিত বিষয়াদি ছাড়াও নিচে বর্ণিত কার্যাদি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পরিকল্পনা ইউনিট সম্পাদন করেছে।

- সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) প্রণয়ন কাজ চুড়ান্ত হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রণয়নাধীন এ পরিকল্পনা দলিলে এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট পল্লী উন্নয়ন, নগর উন্নয়ন, ক্ষুদ্রকার পানি সম্পদ উন্নয়ন ও পরিবহন সেক্টরের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান করেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মুল থিম হলো "Accelerating Growth, Empowering Citizens"। এ সময়কালে দেশকে নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ থেকে মধ্যআয়ের দেশে উত্তরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পল্লী, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরে মধ্য আয়ের উত্তরণের উপযোগী অবকাঠামো বিনির্মানের জন্য সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় এলজিইডিকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করা হয়েছে। এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট এ লক্ষ্যমাত্রা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করেছে।
- দূর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (GED) উদ্যোগে Bangladesh Delta Plan-2100 প্রণয়নের কাজ বর্তমানে চলছে। এই পরিকল্পনা প্রণয়নে Working Group এর সদস্য হিসাবে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সাথে যুক্ত হয়ে এলজিইডি যথাযথ অবদান রাখছে। Bangladesh Delta Plan-2100 এর আওতায় ২০১৬-২০৩০ সাল মেয়াদে বাস্তবায়ন উপযোগী প্রকল্প তালিকায় পরিকল্পনা ইউনিট সম্ভাব্য প্রকল্প সমূহের ধারণাপত্র প্রদান করেছে।
- বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে "Bangladesh Trade and Facilitation Services RETF" প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে ভারতের পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যের একটি সংযোগ সড়ক তৈরীর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এই প্রকল্পের আর্ন্তজাতিক পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিজাইনের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মধ্যে এই বিষয়টি বিনিয়োগ প্রকল্প হিসেবে শুরু করার পরিকল্পনা আছে।
- পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের মাধ্যমে JICA সাহায্যপুষ্ট Strengthening Public Investment Management System শীর্ষক প্রকল্পের কাজে এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট যুক্ত হয়েছে।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে "Disaster Risk Management Enhancement" নাম সম্বলিত JICA সাহায্যপুষ্ট একটি নতুন

প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং এতদসংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পথে। দেশের দূর্যোগপ্রবণ জেলাগুলির দূর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা বাড়ানোর এই প্রকল্পে এলজিইডি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর যৌথভাবে কাজ করবে। ২০১৭ সালে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। পরিকল্পনা ইউনিট এই প্রকল্পের প্রক্রিয়াকরণ কাজ করেছে।

- বাংলাদেশের পল্লী অর্থনীতির দ্রুত প্রবৃদ্ধির ফলে এলজিইডি'র আওতাধীন অনেক সড়কে পূর্ব-বিবেচ্য যানবাহন অপেক্ষা ভারী যানবাহন চলাচল করায় সড়ক দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায়, এলজিইডি'র রোড ডিজাইন ষ্ট্যান্ডার্ড পুনর্গঠনের জন্য বংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট, ডিজাইন ইউনিট ও রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ যৌথভাবে সম্মিলিতভাবে এই কাজের সমন্বয় করছে।
- ষাট-সত্তরের দশক থেকে বিভিন্ন সংস্থার অর্থায়নে বাংলাদেশের পল্লী সড়কে নির্মিত সেতুসমূহের অনেকগুলিই বর্তমানে ভারী যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় সেগুলির ডাবল-লেন-এ রূপান্তরকরণ এবং পুনঃনির্মাণ করা প্রয়োজন। এলজিইডি'র আওতায় নির্মিত/নির্মাণাধীন ১০০ মিঃ এর অধিক দৈর্ঘ্যের সেতুর সংখ্যাও সহস্রাধিক। এছাড়া, ১৫০০ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের দীর্ঘ-সেতু নির্মাণে এলজিইডি বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত। দীর্ঘ-সেতুসমূহের পরিকল্পনা, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ এবং একই সাথে এই কাজে এলজিইডি'র দক্ষতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় এলজিইডি একটি নতুন প্রকল্প প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট এবং রুরাল ট্রান্সপোর্টি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ এই প্রকল্প প্রণয়ণে কাজ করছে।
- DFID এর সহযোগিতায় 'Research for Community Access Partnership' নামের একটি নুতন Applied Research প্রকল্প শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পে আফ্রিকার ৮টি দেশ এবং এশিয়ার ৬টি দেশ (বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, মায়ানমার, পাকিস্তান, আফগানিস্তান) অংশগ্রহণ করেছে । প্রকল্পটি পল্লী সড়ক বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমে সহযোগিতা করছে। এই প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডি নিম্নবর্ণিত তিনটি রিসার্চ প্রকল্প গ্রহণ করেছে।
  - Rural Road Planning & Prioritization.
  - Climate Resilient Reinforced Concrete in Coastal districts of Bangladesh.
  - Improvement of geotechnical Properties in Khulna Region Soil.

  পরিকল্পনা ইউনিট এ প্রকল্পটি সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছে।
- ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তার প্রয়োজন হবে। এপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে এলজিইডি'র বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের পাইপ লাইন সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা ইউনিটের তত্ত্বাবধানে উন্নয়ন সহযোগী ভিত্তিক ৪টি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের সহায়তায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক ভবিষ্যতে Agriculture, Natural Research and Rural সেক্টরে অর্থায়নের জন্য এলজিইডি হতে ৫টি প্রাথমিক ধারনাপত্র প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২০০০-১৫ ছিল Millennium Development Goal (MDG) অর্জনের সময়কাল। বাংলাদেশ এমডিজি'র লক্ষ্য সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরেছে। এলজিইডি এমডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের সফল সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। জাতিসংঘ ঘোষিত এমডিজি'র পরবর্তী কর্মসূচী হলো Sustainable Development Goal (SDG)। ২০১৫-২০৩০ সাল মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত SDG তে ১৭টি Goal এবং ১৬৯টি target রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০১৫ সালের শুরু থেকেই SDG-র লক্ষ্য অর্জনে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টি সমন্বয় করছে। এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সাথে যুক্ত থেকে এসডিজি অর্জনে এলজিইডি'র কার্যক্রম সমূহ সমন্বয় করছে।
- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ দেশসমূহকে অর্থ সহায়তা প্রদানের জন্য জাতিসংঘের UNFCC-র তত্ত্বাবধানে, Green Climate Fund (GCF)-র কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০১৫-২০২০ সাল মেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এই তহবিল হবে প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার। GCF তহবিল প্রাপ্তির দুটি উপায় আছে। একটি হচ্ছে "সরাসরি প্রবেশগম্যতা" (Direct Access) এবং অন্যটি হচ্ছে "পরোক্ষ প্রবেশগম্যতা" (Indirect Access) যা অনুমোদিত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন। পরোক্ষ প্রবেশগম্যতায় এলজিইডি ও কেএফডব্লিউ যৌথভাবে Climate Resilient Infrastructure Mainstreaming (CRIM) নামে একটি প্রকল্প তৈরী করে GCF এ দাখিল করে। চার স্তরের পরীক্ষ-নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রকল্পটি গত ২-৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত GCF Board সভায় উপস্থাপিত হয়। ২০১০ সালে স্থাপিত হলেও প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন সংক্রান্ত এটিই ছিল GCF এর প্রথম বোর্ড সভা। বিশ্বের ৯৫টি দেশ থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবের মধ্যে GCF ১ম ব্যাচে ৮টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয় যার মধ্যে LGED-KfW-র প্রস্তাবটি অন্তর্ভূক্ত। আর্ন্তজাতিক জলবায়ু তহবিলে বাংলাদেশের এই প্রকল্পের অন্তর্ভূক্তি নিঃসন্দেহে একটি মাইলফলক।

ডিজাইন ইউনিট

এলজিইডি'র "ডিজাইন ইউনিট" কর্তৃক সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ব্রিজ, কালভার্ট, ভবন, মার্কেট, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, স্কুলভবন, বাসটার্মিনাল, হাসপাতাল, অডিটোরিয়াম, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, মডেল থানা, পৌরভবন ইত্যাদি সহ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং পৌরসভা সমূহের অন্যান্য অবকাঠামোর স্থাপত্য ও কাঠামোগত ডিজাইন প্রণয়ন;

একাডেমিক বিল্ডিং, বারটান

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/ সংস্থারপূর্ত অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন;

বিভিন্ন প্রকল্পের উপদেষ্টা ফার্ম কর্তৃক প্রণীত অবকাঠামোর স্থাপত্যগত ও কাঠামোগত ডিজাইনসমূহের পর্যালোচনা, পরীক্ষা ও অনুমোদন দান;

বিভিন্ন অবকাঠামোর স্থাপত্যগত ও কাঠামোগত ডিজাইন সংক্রান্ত উপাত্ত সংরক্ষণ;

মাঠ পর্যায়ে ডিজাইন সংক্রান্ত উদ্ভুত সমস্যাবলী নিরসনে সরেজমিন পরিদর্শন ও কারিগরী পরার্মশ প্রদান;

এলজিইডি'র মাঠপর্যায়ের প্রকৌশলীদের ডিজাইন-ড্রইং-নির্মাণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান;

ডিজাইন ইউনিটে কর্মরত প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন করা;

আরসিসি/পিসি গার্ডার ব্রিজের ম্যানুয়াল, GuideLines/Standards for Bridge Design in LGED, Schedule of Rates এবং কারিগরী স্পেসিফিকেশন হালনাগাদকরণ ।

ব্রিজ ডিজাইন সংক্রান্ত কাজ

ডিজাইন ইউনিটের আওতায় বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সেতুর ডিজাইন প্রণয়ন করা এবং দাতা সংস্থার অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত consultant কর্তৃক ডিজাইনকৃত ব্রিজ সমূহ পরীক্ষা করা হয় । ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত ব্রিজ ও আনুষঙ্গিক ডিজাইন সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচের সারনিতে প্রদর্শিত হয়েছে ।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক ডিজাইকৃত ব্রিজ ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামোর তালিকা

ক্রমিক নং	অবকাঠামো	সংখ্যা
১	৫০০ মিটারের উর্ধ্বে ব্রিজ	০২টি
২	৪০০ মিটারের উর্ধ্বে ও ৫০০ মিটারের নীচে ব্রিজ	০১টি
৩	৩০০ মিটারের উর্ধ্বে ও ৪০০ মিটারের নীচে ব্রিজ	০২টি
৪	২০০ মিটারের উর্ধ্বে ও ৩০০ মিটারের নীচে ব্রিজ	০৬টি
৫	১০০ মিটারের উর্ধ্বে ও ২০০ মিটারের নীচে ব্রিজ	৯টি
৬	১০০ মিটারের নীচে ব্রিজ	২৩০টি
৭	বক্স কালভার্ট	৩টি
৮	ঘাট ডিজাইন	০৭টি
৯	ব্রিজ এপ্রোচ/স্লোপ সুরক্ষা কাজ	০৭টি
১০	পূর্বে প্রণীত ব্রিজ ডিজাইনের সংশোধন	২৫টি
১১	সেন্টমার্টিন জেটির রেট্রোফিটিং	১টি
১২	কজওয়ে ডিজাইন	১টি
	মোট	**২৯৪ টি**

	২০১৫-১৬ অর্থবছরে ডিজাইন ইফনিট কর্তৃক আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে ডিজাইনকৃত ও ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক যাচাইকৃত ব্রিজ/আনুসঙ্গিক অবকাঠামোর তালিকা

ক্রমিক নং	অবকাঠামো	সংখ্যা
১	৫০০ মিটারের উর্ধ্বে ব্রিজ	০১টি
২	১০০ মিটারের উর্ধ্বে ও ২০০ মিটারের নীচে ব্রিজ	১৭টি
৩	১০০ মিটারের নীচে ব্রিজ	৪৬টি
	মোট	**৬৪টি**

ভবন ডিজাইন সংক্রান্ত কাজ

ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের ভবনের Architectural ও Structural design প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ভবন ডিজাইন সংক্রান্ত সম্পাদিত কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

	২০১৫-১৬ অর্থবছরে ডিজাইনকৃত ভবনসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	অবকাঠামো	সংখ্যা
১	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট (BARTAN)	১৯টি
২	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ভবন ও হলরুম	৪১টি
৩	উপজেলা কমপ্লেক্সে প্রশাসনিক ভবন, ডরমিটরী ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার, হলরুম, চেয়ারম্যান ও ইউএনও কোয়ার্টার	১২টি
৪	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স	২৯টি
৫	নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০১টি
৬	শিল্পকলা একাডেমী	০৪টি
৭	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ভবন ও হলরুম ডিজাইন সংশোধন	০৭টি
৮	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ডিজাইন সংশোধন	০৮টি
৯	নির্বাহী প্রকৌশলী , এলজিইডি, অফিস ভবন	০২টি
১০	সার্ভে ইন্সটিটিউট, রাজশাহী (প্রশাসনিক ভবন) ডিজাইন সংশোধন	০১টি
১১	পৌরসভা অফিস ভবন	০৮টি
১২	সুপারমার্কেট/কিচেনমার্কেট/ মহিলামার্কেট, সিটিকর্পো/ পৌরসভা	১৭টি
১৩	রেষ্টহাউজ	২৪টি
১৪	মসজিদ ও মাদ্রাসা	০২টি
১৫	এসেম্বল, কমিউনিটি সেন্টার ও মার্কেট	০৮টি
১৬	হাই স্কুল ও কলেজ	১৫টি
১৭	অডিটরিয়াম	০৪টি
১৮	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার বাসভবন	০১টি
	মোট	**২০৩টি**

২০১৫-১৬ অর্থবছরে ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক ডিজাইনকৃত কতিপয় ভবনের ত্রি-মাত্রিক মডেল

১৫০০ সীট বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, জেলা পরিষদ অফিস, ফরিদপুর

ইউএনও কোয়ার্টার

এগ্রিকালচার অফিস, বাপার্ড

বাকখালী ব্রিজ

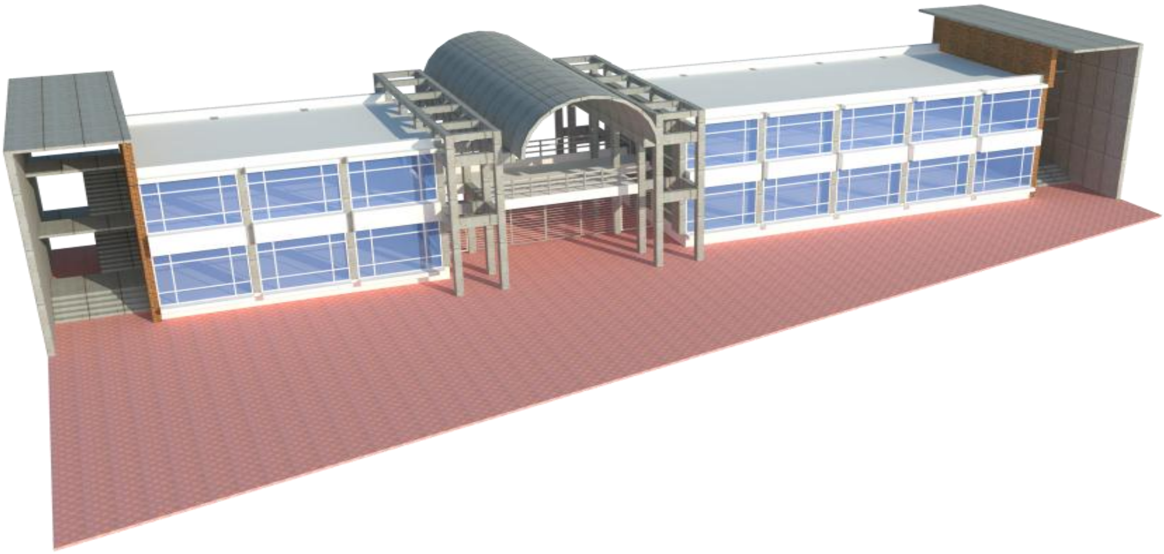

জেলা পরিষদ মার্কেট, ফরিদপুর

বর্তমানে বিভিন্ন পরামর্শক কর্তৃক প্রণীত বিল্ডিং, ব্রিজ ও অন্যান্য অবকাঠামো ডিজাইনে Structural Analysis & Design Software ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এছাড়া জেলা পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে যে কোন ব্রিজ নির্মাণ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রণয়ন ও দাখিলের ক্ষেত্রে যথাযথ কারিগরী দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

এলজিইডি ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক সেতু/কালভার্ট ও ভবন সমূহের ডিজাইনের পাশাপাশি চাহিদার ভিত্তিতে (Need based) সড়ক সমূহের ডিজাইনও সম্পন্ন করা হয়।

প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ণ ইউনিট

এ ইউনিট এলজিইডি গৃহীত প্রকল্পসমূহ প্রকল্প গাইড লাইন অনুসারে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল কাঙ্খিত জনগণের কাছে পৌছাচ্ছে কিনা; বাস্তবায়ন অগ্রগতি ব্যয়িত সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা মনিটর করে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের গৃহীত কর্মসূচির সুষ্ঠু ও সময়মত বাস্তবায়ন তথা সরকার কর্তৃক প্রতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এলজিইডি'র প্রকল্প মনিটরিং এবং মূল্যায়ণ ইউনিট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সঙ্গে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালকগণকে এবং মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করা একটি আবশ্যকীয় বিষয়, যে ব্যাপারে প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সময়মত এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এই ইউনিট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহে এবং সংশ্লিষ্ট দাতাগোষ্ঠীকে নির্ধারিত ছকে প্রয়োজন মোতাবেক তথ্যাদি ও প্রতিবেদন নিয়মিত বা চাহিদা মোতাবেক জরুরী ভিত্তিতে সরবরাহ করে থাকে।

প্রতিবেদন প্রণয়ন

প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এলজিইডি'র প্রকল্প মনিটরিং ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত দায়িত্ব ও কার্যাদি নিম্নরূপঃ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত (ADP) চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রকল্প পরিচালকগণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণের পর বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং চাহিদা মোতাবেক সেগুলি যথাযথ মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহকে প্রেরণ। তাছাড়া মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক ভিত্তিতে এসব তথ্য ও প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, IMED, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD), পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টর, কার্যক্রম বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাতেও সরবরাহ করা;

বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং দাতা সংস্থার প্রতিনিধি/মিশন কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের জন্য তাৎক্ষণিক চাহিদা অনুযায়ী তথ্যাদি সংগ্রহ ও সঙ্কলনপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে/সংস্থায় প্রেরণ;

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি/Mission এর সংগে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে আলোচনার প্রয়োজনে কার্যপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ এবং DPEC, PEC, ECNEC সভার কার্যপত্র প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য বা বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাজেট প্রণয়ন এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তৈরীকৃত IBAS Software-এ ঐ সকল তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ তৈরীর লক্ষ্যে তা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ; এবং

সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) নির্ধারিত ছকে প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে IMED এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নিকট প্রেরণ।

মাসিক প্রাক-পর্যালোচনা সভা

স্থানীয় সরকার বিভাগ অনুষ্ঠিত মাসিক পর্যালোচনা সভার প্রাক-পর্যালোচনা হিসাবে এলজিইডি সদর দপ্তরে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী'র সভাপতিত্বে প্রতি মাসে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণপূর্বক সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত সভায় প্রকল্পভিত্তিক মাস-ওয়ারী অগ্রগতি, কম অগ্রগতি সম্পন্ন প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে শ্লথ অগ্রগতির কারণ, পরিদর্শন টীমসমূহ, অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ অন্যান্য পর্যালোচনা প্রতিবেদন, গুণগতমান রক্ষাসহ ভৌত কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উপরন্তু, গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সৃষ্ট যেকোন জটিলতা বা প্রতিবন্ধকতা নিরসনকল্পে প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি'র সভাপতিত্বে সময়ে সময়ে বিশেষ পর্যালোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই ইউনিট নিবীড় তদারকি করে থাকে।

মাসিক পর্যালোচনা সভা

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় ADP ছক এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ছকে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের প্রতিবেদন দাখিলের প্রেক্ষিতে অগ্রগতি পর্যালোচনা ও চিহ্নিত সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে নিয়মিত মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় চিহ্নিত সমস্যাসমূহের সমাধানসহ প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রদত্ত পরামর্শ/উপদেশ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের তদারকি করা হয়। এছাড়া, IMED এবং পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ/মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

এলজিইডি'র উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

এলজিইডি সদর দপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, উপ-পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালকসহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে বিভিন্ন সময়ে বিভাগীয় পর্যায়ে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর সভাপতিত্বে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসহ অন্যান্য কর্মকান্ডের উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

২৯ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে ঢাকা বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনা শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ।

১২ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এলজিইডি চট্টগ্রাম বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মীর ইলিয়াস মোর্শেদ এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারীকে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন । এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এবং চট্টগ্রাম জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে এলজিইডি'র আওতায় রাজশাহী বিভাগে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে এলজিইডি'র আওতায় রাজশাহী বিভাগে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ।

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে রংপুর বিভাগে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখছেন এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ।

৮ জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে এলজিইডি খুলনা ও যশোর অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ।

২২ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে সিলেট বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনা শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ।

১৫ জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে এলজিইডি'র আওকায় বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে রাজশাহী বিভাগে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখছেন এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে রাজশাহী বিভাগে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখছেন এলজিইডি সদর দপ্তরের প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনাব নূর মোহাম্মদ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবর্গ এবং জাতীয় সংসদের জন্য তথ্য সরবরাহ

প্রকল্প পরিচালক এবং মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত স্কীমের অগ্রগতি, রোড-ম্যাপ বাস্তবায়নে অগ্রগতি এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অগ্রগতিসহ চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়। এছাড়া, এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনও স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠানো হয়।

জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগে সরবরাহ করা হয়।

জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মাননীয় সংসদ সদস্যগণের উত্থাপিত সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাব প্রদানের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে পাঠানো হয়।

জাতীয় সংসদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি যেমন-স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি, সরকারী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কমিটির সভার কার্যপত্র প্রণয়নের নিমিত্তে চাহিদা মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হয়।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ৭৭২ টি প্রশ্ন/নোটিশের জবাব এলজিইডি'র প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট কর্তৃক প্রদান হয়েছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

এলজিইডি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সংক্রান্ত পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা করা হয় এবং পরিলক্ষিত ত্রুটির দ্রুত সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ত্রুটি সংশোধনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে এবং অনিয়মে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ও ঠিকাদারগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এলজিইডি সংশ্লিষ্ট মোট ২৬৬ টি সংবাদ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে দরপত্র সংক্রান্ত অনিয়ম ১ টি, দাপ্তরিক দুর্নীতি/অনিয়ম সংক্রান্ত ২৯ টি, ব্যক্তিগত দুর্নীতি/অনিয়ম/ আত্মসাৎ সংক্রান্ত ৪ টি, বাস্তবায়িত কাজে ত্রুটি/অসম্পূর্ণতা সংক্রান্ত ২৫ টি, উন্নয়নমূলক কাজ পরিত্যক্ত/ মন্থর গতি সংক্রান্ত ১৪ টি এবং বিভিন্ন বিষয়ে/সমস্যা সমাধানে এলজিইডি'র প্রশংসা/দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এরূপ বিষয় সংক্রান্ত ১৯৩ টি।

	পত্রিকায় প্রকাশিত এলজিইডি সম্পর্কিত সংবাদের তুলনামূলক চিত্র

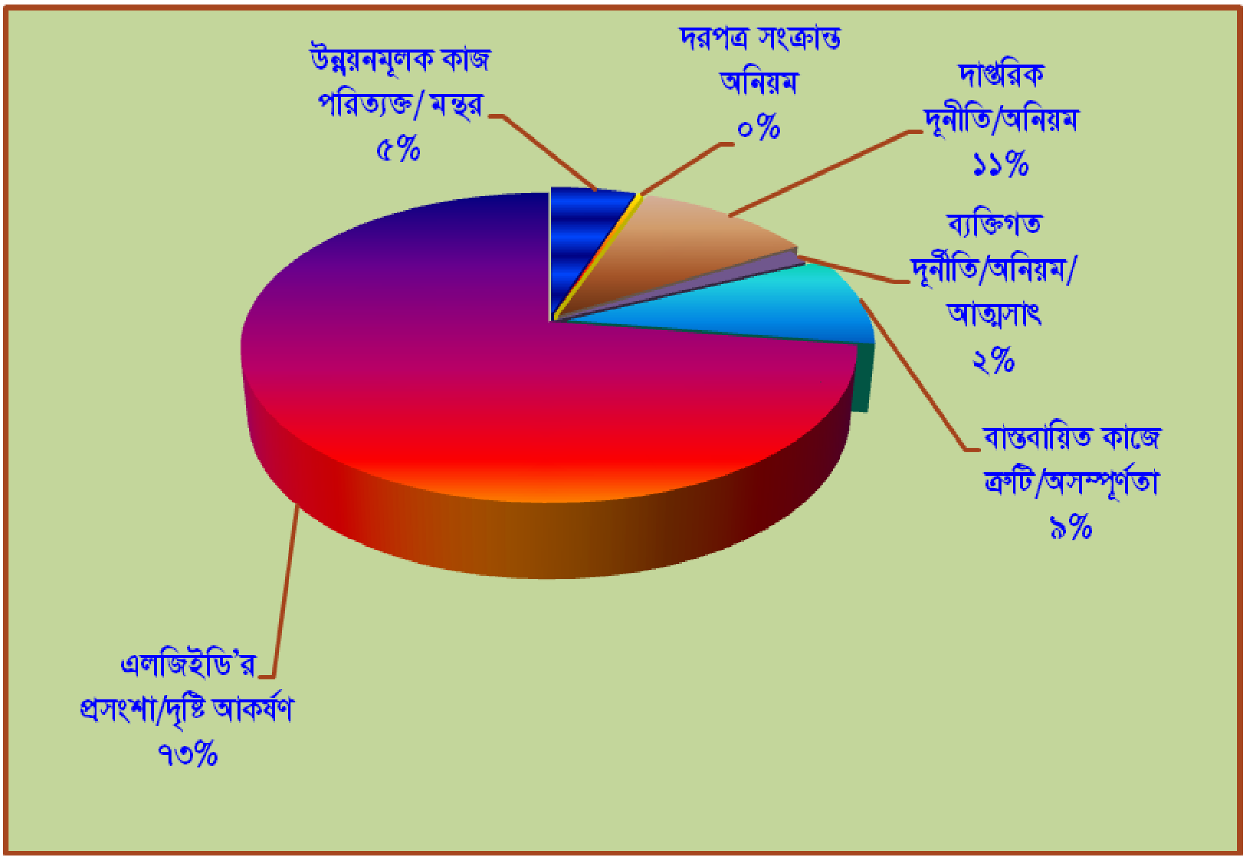

প্রকাশিত ২৬৬ টি সংবাদের মধ্যে নেতিবাচক সংবাদ ৭৩টি যার সত্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে এলজিইডি ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনান্তে ৮ টির ক্ষেত্রে এলজিইডি'র কোন সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি, ২২ টির ক্ষেত্রে সংবাদ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে ত্রুটি সংশোধন সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা হিসাবে ১৬ টির ক্ষেত্রে জুন ২০১৬ এর মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে এবং ৩৬ টির ক্ষেত্রে সংশোধন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, নেতিবাচক নয় অথচ সমস্যা সমাধানে এলজিইডি'র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এমন ১৮৪ টির ক্ষেত্রে এলজিইডি কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

	পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের উপর এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদির তুলনামূলক চিত্র

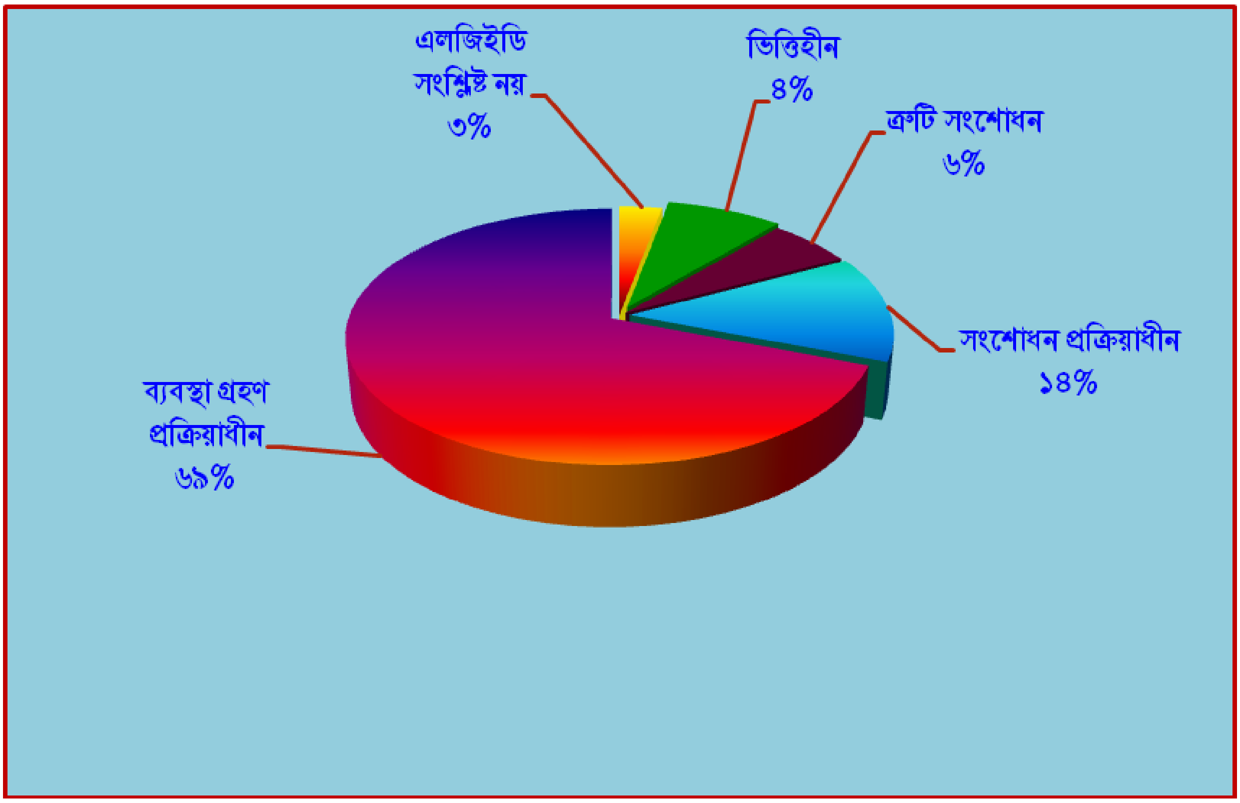

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পরিদর্শন টীমসমূহের প্রদত্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগের ২৭ টি পরিদর্শন টীম, এলজিইডি সদর দপ্তর পর্যায়ে গঠিত ১৯ টি পরিদর্শন টীম এবং ১৪ জন অঞ্চলের আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন। এইরূপ পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক ত্রুটি সংশোধনের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশ দেয়াসহ অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলজিইডি'র প্রশাসনিক ইউনিটকে অবহিত করা হয়।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিদর্শন টীম উন্নয়নমূলক কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে। পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী নিয়মিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। একই অর্থবছরে এলজিইডি সদর দপ্তরের পরিদর্শন টীম কর্তৃক পরিদর্শিত উন্নয়নমূলক কাজের সংখ্যা ১৪৫৭ টি যার মধ্যে ৬৮৪ টি স্কীম ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয় যার মধ্যে ২২৬ টি জুন ২০১৬ এর মধ্যে সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৫৮ টি স্কীমের ত্রুটি সংশোধন বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ ৮৯৩ টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ৩৯২ টিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণের নিবীড় তত্ত্বাবধানে অধিকাংশ ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ত্রুটি সংশোধন বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

উক্ত অর্থবছরে এলজিইডি'র বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ৫৮০ টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ১৯৪ টিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন, যার সবগুলির ক্ষেত্রে ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে ভৌত কর্মসূচি বাস্তবায়ন

২০১৫-১৬ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরে ৮৬ টি, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরে ২৮ টি, কৃষি সেক্টরে ৩টি এবং পরিবহন সেক্টরে ৩টিসহ সর্বমোট ১২০ টি প্রকল্প বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ড এলজিইডি বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের ভিত্তিতে এলজিইডি ৩৬ টি প্রকল্প ও রাজস্ব বরাদ্দের বিপরীত ২ টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। সরকার কর্তৃক জারীকৃত *The Public Procurement Act,2006* এবং *The Public Procurement Rules,2008* (PPR-2008) অনুসরণে এ সকল কার্যক্রম

বাস্তবায়নের ক্রয়-প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত এরূপ প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ, অগ্রগতি, ব্যয় ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি পাইচিত্র এবং সারণির মাধ্যমে নিচে প্রদর্শন করা হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অর্থায়নের তুলনামূলক চিত্র

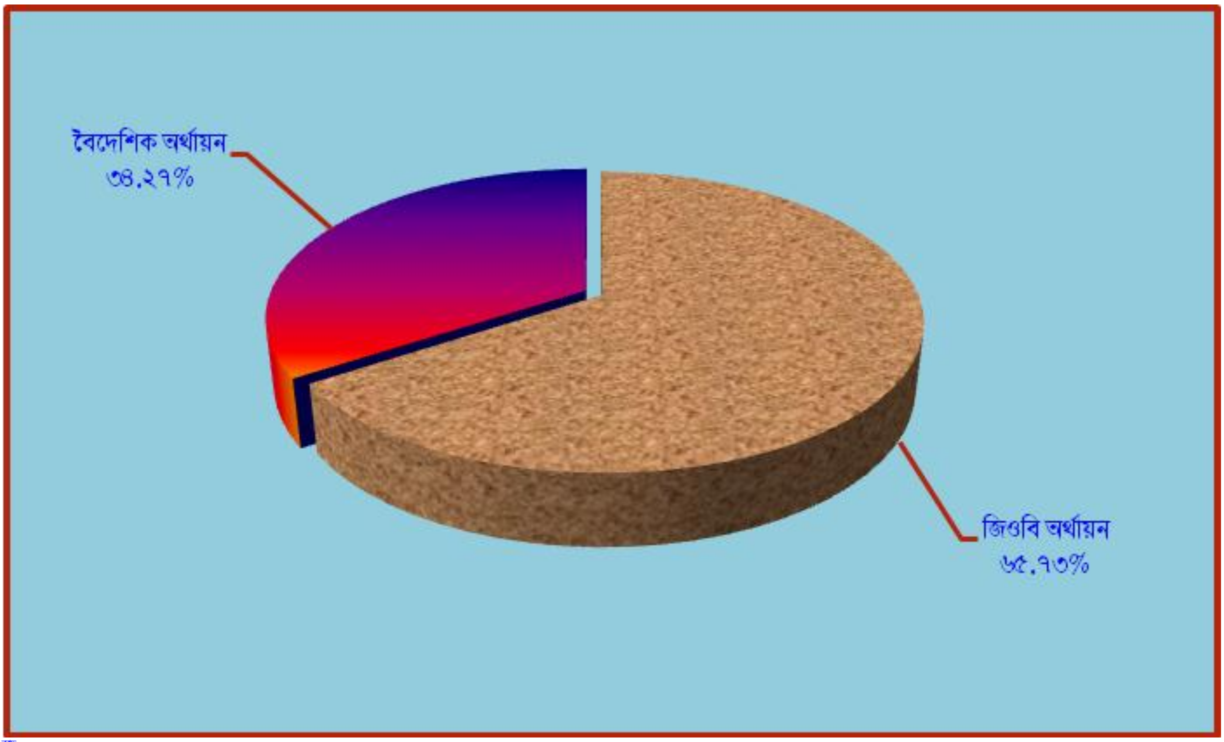

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি'র সেক্টরভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৪-১৫ অর্থবছরে			
			বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	অর্জিত ভৌত অগ্রগতি
(১)	পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	৮৬	৬৪১১.৩৪	**৬৪১১.১২** (৯৯.৯৯৭%)	**৬৩৬৬.৯৫** (৯৯.৩১%)	৯৯.৩১%
(২)	ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন	২৮	২১১২.১৬	**২১১২.১৪** (৯৯.৯৯৯%)	**২১০৯.২৩** (৯৯.৮৬%)	৯৯.৮৬%
(৩)	কৃষি	৩	২৬৫.২৩	**২৬৫.২৩** (১০০%)	**২৫৯.৫২** (৯৭.৮৫%)	৯৭.৮৫%
(৪)	পরিবহন	৩	১৬৪.৫৯	**১৬৪.৫৯** (১০০%)	**১৬৪.৫৯** (৯৯.৯৯৮%)	৯৯.৯৯৮%
মোট ঃ (১+২+৩+৪)		**১২০**	**৮৯৫৩.৩২**	**৮৯৫৩.০৮ (৯৯.৯৯৭%)**	**৮৯০০.২৮ (৯৯.৪১%)**	**৯৯.৪১%**

	২০১৫-১৬ অর্থবছরে বর্ণিত ১২০ টি প্রকল্পের সেক্টরভিত্তিক অর্থায়নের তুলনামূলক চিত্র

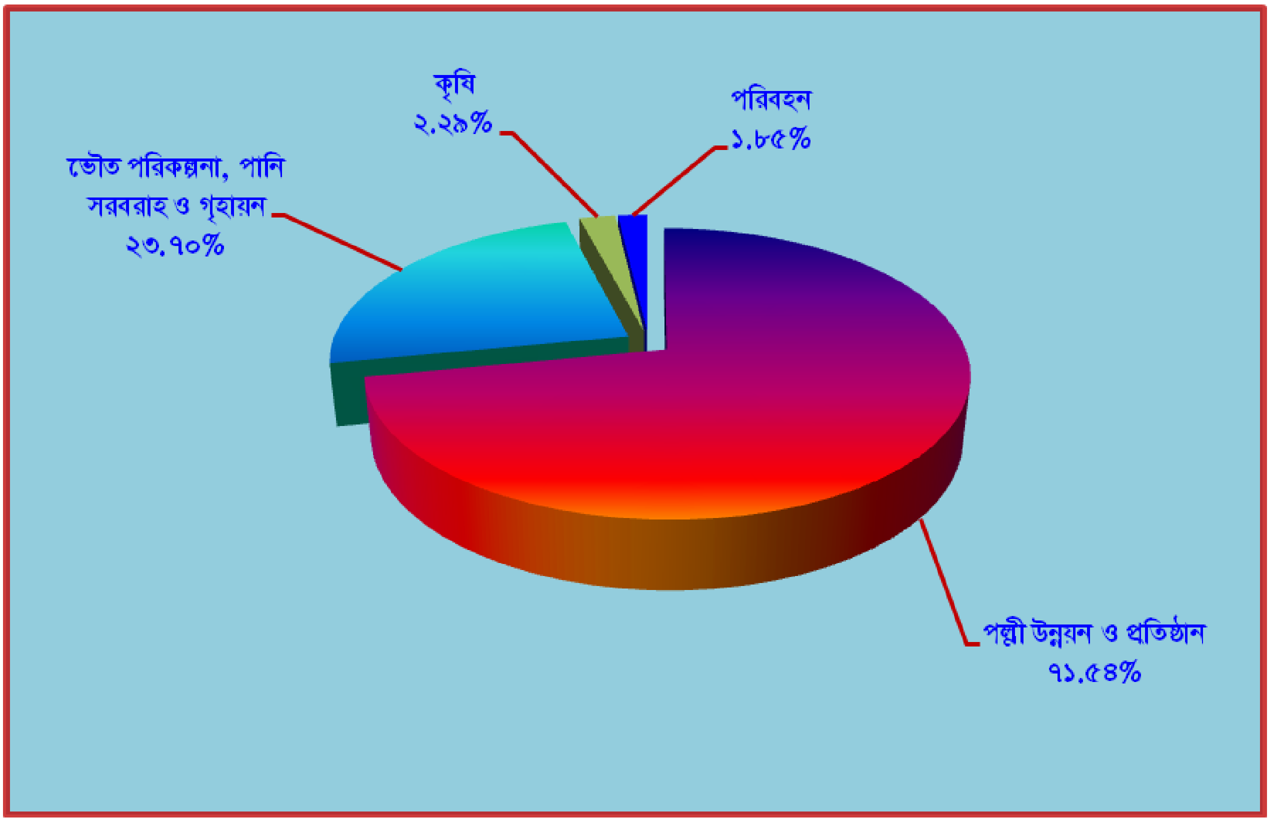

সেক্টর ভিত্তিক অর্থায়ন

	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাভূক্ত এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান						
১	৬৫৭০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন)ঃ ২য় খন্ড (১ম সংশোধিত) প্রকল্প । (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)	১৫২৬৫.০০	১৫২৬৪.৬৮	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
২	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে জুন/১৬)	১৫০৫.০০	১৪৮২.৫০	১০০%	৯৮.৫০%	GoB
৩	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (৫৭২০০/২০০৮-০৯ হতে ডিসেম্বর/১৬)	৭৫০০.০০	৭৪৯৯.০০	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৪	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৩২৬৮০.২২/২০০৮-০৯ হতে জুন/২০১৭)	৫০৯৭.০০	৫০৯৬.২৯	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৫	৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৯০৭৮.৮৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	৩৭৬৫.০০	৩৭৬১.৭৯	১০০%	৯৯.৯১%	GoB
৬	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন ঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত)। (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭)	৪২১৯.০০	৪২১০.৬১	১০০%	৯৯.৮০%	GoB
৭	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	৩৫১০৪.০০	৩৩০৪৭.৭১	১০০%	৯৪.১৪%	IDA, KfW
৮	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলা) (২য় সংশোধিত)।(৪৭৮৪৭.৫০/মে/০৯ হতে জুন/১৬)	৮৪৮৮.০০	৮৪২৭.৩০	১০০%	৯৯.২৮%	GoB
৯	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	২৩৫০০.০০	২৩৫০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১০	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (১ম সংশোধিত) (৪৭১৭১/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬)	৯৩০০.০০	৯৩০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১১	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনগ্রসর উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৭৯৯৩৯.৯৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৭)	১২০০০.০০	১১৯৯৯.৬৬	১০০%	৯৯.৯৯৭ %	GoB
১২	৮২৪১-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সং)(৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে জুন/১৬)	৩৪৭৯৬.০০	৩৪৭৯৬.০০	১০০%	১০০%	GoB
১৩	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (সং)(৩৫৮৫৬.৩৪/মার্চ/২০১০ হতে ডিসেম্বর/১৬)	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১৪	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০১৮)	৩২৫৮০.০০	৩২৫৮০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১৫	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।(১৬৮৭৯৫.০৮/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৭)	১৮০০০.০০	১৭৯৮৬.৩৫	১০০%	৯৯.৯২%	JICA
১৬	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা,	৫৫০০.০০	৫৪৯৯.৯৬	১০০%	৯৯.৯৯৯%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত) (৩৫৯৮৭/মে/২০১০ হতে জুন/২০১৮)					
১৭	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৩৯৫/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৭-১৮)	৯৫০৩.০০	৯৫০২.৯৩	১০০%	১০০%	GoB
১৮	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) ।(১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	২৪৭২২.০০	২৪৭২১.৭১	১০০%	১০০%	GoB
১৯	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প ।(সংশোধিত) (২০৯৪৯.৫৪/২০১০-১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	৩৮৩৩.০০	৩৮২১.৭৯	১০০%	৯৯.৭১%	GoB
২০	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩/মার্চ/২০১১ হতে ২০১৬-১৭)	১০১৪২.০০	১০১৪১.৭৯	১০০%	৯৯.৯৯৮ %	GoB
২১	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প ।(সংশোধিত) (৪৩৮২০/জুলাই/২০১১ হতে ২০১৫-১৬)	৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০	১০০%	১০০%	GoB
২২	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৯৮৯৭৩/০১-০১-১১ হতে ২০১৬-১৭)	২৩৮৪৭.০০	২৩৮০০.০০	১০০%	৯৯.৮০%	ADB KFW JFPR
২৩	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৭-১৮)	১৪০০০.০০	১৩৯৯৬.১৪	১০০%	৯৯.৯৭%	GoB
২৪	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (১ম সংশোধিত)(১০৮৩৬/২০১১-১২ হতে জুন/২০১৮)	২৩০০.০০	২৩০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
২৫	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৯১৪৭/২০১১-১২ হতে জুন/১৭)	৯৪৯০.০০	৯৪৮৯.৭৬	১০০%	৯৯.৯৯৭ %	GoB
২৬	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
২৭	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৫-১৬)	৬২৫০.০০	৬২৪৯.৭৭	১০০%	৯৯.৯৯৬%	GoB
২৮	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৬১৫৪৭/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	৯৫০০.০০	৯৪৯৪.৭৫	১০০%	৯৯.৯৪%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
২৯	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন শীর্ষক প্রকল্প। (৭১৫৩৭/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/২০১৭)	৫৭৫২.০০	৫৭৫০.৫৫	১০০%	৯৯.৯৭%	WFP
৩০	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	১৭০০০.০০	১৫৪২৬.০০	৯৯.৯৯%	৯১%	IFAD STF
৩১	৫০৫৭-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	৪৯২০০.০০	৪৯১৯৮.৬৩	১০০%	৯৯.৯৯৭ %	IDA
৩২	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	২১০০০.০০	২১০০০.০০	১০০%	১০০%	ADB, IFAD, KfW
৩৩	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	১৯২০০.০০	১৯১৯৯.৪০	১০০%	৯৯.৯৯৭ %	JICA
৩৪	৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৬)	৪১৭.০০	৪১৭.০০	১০০%	১০০%	GoB
৩৫	৫০৮৪-রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প। (১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	২৪৪৯৩.০০	২৪৪৯২.৪০	১০০%	৯৯.৯৯৮ %	EU
৩৬	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	১৪৫৫০.০০	১৪৫৪৮.২৫	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৩৭	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী। (১৪২৬০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	১৬৩০.০০	১৬২৬.৬৫	১০০%	৯৯.৭৯%	USAID
৩৮	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৭১৯/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	৪০০০.০০	৩৯৯৯.৯৪	১০০%	৯৯.৯৯৯%	GoB
৩৯	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	১১০০০.০০	১১০০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৪০	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সং)। (১২৫৪১.৪৩/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৮)	৪০.০০	৩৯.৯২	১০০%	৯৯.৮০%	GoB
৪১	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	১৬১০০.০০	১৬১০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৪২	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ	২০০.০০	১৯৯.৯৯	১০০%	৯৯.৯৯৩	SFD

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প ।(সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)				%	
৪৩	৫০৯৯-টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প ।(৭৫৫৬.৩২/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	২৫০০.০০	২৪৯৯.৯৮৭	১০০%	৯৯.৯৯৯%	GoB
৪৪	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	৯৮০০.০০	৯৭৯৯.৯৫	১০০%	১০০%	GoB
৪৫	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত) । (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	৩৩০০.০০	৩২৯৯.৯৮৫	১০০%	১০০%	GoB
৪৬	৫১০৮-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাগলা, মোল্লাগ্রাম, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্লভপুর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প । (২৩৪৭/মার্চ/১৪ হতে জুন/১৬)	১৪৮৭.০০	১৪৮৬.৬১	১০০%	৯৯.৯৭%	GoB
৪৭	৫১১৬-জামালপুর জেলার মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১৬৬০.৫২/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	৮৪০.০০	৮৩৪.০০	১০০%	৯৯.২৯%	GoB
৪৮	৫১১৭-বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সং) । (১৮৪৮.৮/২০১৪-১৫ হতে জুন/২০১৭)	৭০০.০০	৭০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৪৯	৫১২১-ঠাকুরগাঁও জেলার অন্তর্গত বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসংকৈল উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (১৭৯৫/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	১১৯৫.০০	১১৯৫.০০	১০০%	১০০%	GoB
৫০	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প । (৮৮০০০.৬৪/ জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	৭৩২৮.০০	৬৭৮৩.০০	৯৫%	৯৩%	JICA
৫১	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২৪৫৫.৯৭/জুলাই ২০১৪/হতে জুন/২০১৭)	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৫২	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) । (৫৬৪১০.৭৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৯)	৮০০০.০০	৭৯৯৯.৩২	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৫৩	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ	১২০০.০০	১১৯৯.৯৭	১০০%	৯৯.৯৯৮ %	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	দীর্ঘ্য ব্রীজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাক্ট নির্মাণ প্রকল্প ।(৩৬১২.৫৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)					
৫৪	৫১২৬-জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন প্রকল্প । (১৬৫৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	৭৩৭৮.০০	৭৩৪৬.০৮	১০০%	৯৯.৫৭%	DANIDA
৫৫	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প । (৩০৫৬১.২৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৫৬	বহুমুখী দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প । (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	৩২৮৬.০০	৩২৭৫.৪৯	১০০%	৯৯.৬৮%	WB
৫৭	নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (নারায়নগঞ্জ-৪) শীর্ষক প্রকল্প । (১৮৮৯/০১/০১/১৫ হতে ৩০/০৬/১৬)	১৭২২.০০	১৭১৯.১১	১০০%	৯৯.৮৩%	GoB
৫৮	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন করতোয়া নদীর উপর ১টি, নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন বালু নদীর উপর ২টি ও ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন তুরাগ নদীর উপর ১টি ব্রীজের সমন্বয়ে সর্বমোট ৪টি ব্রীজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প । (২০০/০১/০৬/১৫ হতে ৩০/০৬/১৬)	২০০.০০	১৯৮.০০	১০০%	৯৯%	GoB
৫৯	টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলাধীন ঝিনাই (পুংলী) নদীর উপর ৩টি ব্রীজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প । (১৯৭/০১/০৬/১৫ হতে জুন/২০১৬)	১৭৭.০০	১৭৬.৫০	১০০%	৯৯.৭২%	GoB
৬০	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (১৯৯৮/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	৮০০.০০	৮০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬১	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ । (৬০৭৬৪৪/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	৪১১৯৬.০০	৪১১৯৬.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬২	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প ।(২০৭৮/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	৫৭৮.০০	৫৭৮.০০	১০০%	১০০%	GoB
	নতুন প্রকল্পঃ					
৬৩	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্রগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প । (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	৮২৫.০০	৮২৪.৯০	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৬৪	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (২১৯৩.৪৯/ সেপ্টেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	২১৬০.০০	২১৪৬.৮৪	১০০%	৯৯.৩৯%	GoB
৬৫	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প । (৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	৫০০.০০	৫০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬৬	পিরোজপুর, টাংগাইল, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, নেত্রকোণা জেলার ৮টি ব্রীজ নির্মাণের লক্ষ্যে পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও	১৬৭.০০	১৬৫.৩৩	১০০%	৯৯%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় একটি ব্রীজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প। (১৯৭.০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)					
৬৭	"বাগেরহাট জেলার চিতলমারী, মোল্লাহাট ও ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৮০.০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	১৫০.০০	১৫০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬৮	"ভোলা জেলার সদর, বোরহানউদ্দিন ও দৌলতখান উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (২২০০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	১০০.০০	১০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬৯	"ঝালকাঠী জেলার অন্তর্গত সদর ও নলসিটি উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (২২০০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	১০০.০০	১০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৭০	বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০৯.১০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	৪০০.০০	৪০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৭১	জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৩০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	২২.০০	২২.০০	১০০%	১০০%	GoB
৭২	মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৮)	১০০.০০	১০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৭৩	কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪৯০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	১০০.০০	১০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৭৪	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাউফল উপজেলা, পটুয়াখালী শীর্ষক প্রকল্প। (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	১০.০০	১০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৭৫	নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১৯৩৭.৮৪/মার্চ/১৬ হতে জুন/১৭)	৫.০০	৩.৬৪	১০০%	৭৩%	GoB
৭৬	বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	১০০.০০	১০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৭৭	বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৯৮.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	১০০.০০	১০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৭৮	ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	১২০.০০	১২০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৭৯	পিরোজপুর জেলাধীন মঠবাড়িয়া উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৩৮.৪৫/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৭)	২১০.০০	২১০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৮০	কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব	৫.০০	৫.০০	১০০%	১০০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)					
৮১	কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (২৩৯৫.৭০/জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	৫.০০	৪.৯৯	১০০%	৯৯.৮৮%	GoB
৮২	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৬১৪৮৪/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৯)	১০০.০০	৯৯.৯৯৮	১০০%	১০০%	GoB
৮৩	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	১০০.০০	৯৯.৯৯	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৮৪	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৩৯৮৫২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	২০.০০	২০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৮৫	সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	৫.০০	১.৯৯	৪০%	৪০%	IDB
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পঃ					
৮৬	Project Design Advance: Rural Connectivity Program শীর্ষক প্রকল্প ।(১৯৬৫.৪৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	৫.০০	৪.১৫	১০০%	৮৩%	ADB
	উপ-মোট (১-৮৬) ঃ	**৬৪১১৩৪.০০**	**৬৩৬৬৯৫.০৬**	**১০০%**	**৯৯%**	
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ					
৮৭	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প ।(সংশোধিত) (৮১৯৮৭/২০০৭-০৮ হতে আগস্ট/১৫)	১৫৯২.০০	১৫৯২.১৯	১০০%	১০০%	UNDP & DFID
৮৮	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৭৪৬৩/অক্টোবর/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)	১৯০০.০০	১৮৯৩.৬৩	১০০%	৯৯.৬৬%	GoB
৮৯	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৬১২১৪.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	১২৩২৪.০০	১২৩২৩.৯৯	১০০%	১০০%	GoB
৯০	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১ম সংশোধিত)(১২৫৮৮২.২৭/ জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	৩০০০০.০০	২৯৯৯৬.২৮	৯৯.৯৯%	৯৯.৯৯%	GoB
৯১	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)(সং) । (১২১৮৮৯.৬৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৭)	২৭৫০০.০০	২৭৪৯৯.০০	১০০%	৯৯.৯৯৬%	SFD & OFID
৯২	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প । (সংশোধিত)(১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	৪৮৫০০.০০	৪৮৪৮৫.৫৭	১০০%	৯৯.৯৭%	ADB KFW
৯৩	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন	৩৬৫১.০০	৩৬৫১.০০	১০০%	১০০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১১০৮৫.২৫/জানুয়ারী/১২ হতে ডিসেম্বর/১৬)					
৯৪	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (২৪০০.৯৭/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	২২৫.০০	২২৫.০০	১০০%	১০০%	GoB
৯৫	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৯৬	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৫০/২২/১০/১৩ হতে জুন/১৬)	১৩৫০.০০	১৩২৭.৭২	১০০%	৯৮.৩৫%	GoB
৯৭	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প।(৮৭৪৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	৭৫৭৮.০০	৭৪৯৭.৬৪	৯৯.৯৯৫ %	৯৮.৯৪%	ADB
৯৮	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২১৯৪/নভেম্বর/১৩ হতে জানুয়ারী/১৬)	৫৪৮.০০	৫৪৮.০০	১০০%	১০০%	GoB
৯৯	সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পুর্নখনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৮৫/১৮/১১/১৩ হতে জুন/১৬)	৬০৬.০০	৬০৬.০০	১০০%	১০০%	GoB
১০০	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	২৬০০০.০০	২৫৮৪৫.০৯	১০০%	৯৯.৪০%	WB
১০১	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৬৬.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৮)	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১০২	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প।(২৬০০৪৮.৪২/ জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	২৪৯০০.০০	২৪৮৯০.১৭	১০০%	৯৯.৯৬%	GoB
১০৩	"সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	১৯৫৮০.০০	১৯৫৭৯.৬৪	১০০%	৯৯.৯৯৮ %	ADB, OFID
১০৪	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (৭১৭/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	৩৩০.০০	৩৩০.০০	১০০%	১০০%	JICA
১০৫	৫১৪৫-"বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।(২০২৬/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	৫০০.০০	৫০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১০৬	৫১৪৪- "ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্লান প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।(২২৬০.৩৪/জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	৫০০.০০	৫০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১০৭	"পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (২২২০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে	৫৩৮.০০	৫৩৮.০০	১০০%	১০০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	জুন/২০১৭)					
১০৮	জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (২৪৯০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	৭.০০	৬.৯৭	১০০%	৯৯.৬৩%	GoB
	নতুন প্রকল্পঃ					
১০৯	জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন । (১২৬৫৯.৫২.০০/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	২০.০০	১৯.৯৫	১০০%	৯৯.৭৫%	GoB
১১০	গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প । (২৪২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	৫০.০০	৫০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১১১	বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (২২৬৫.১৭/জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	১.০০	১.০০	১০০%	১০০%	GoB
১১২	বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (২২৬৭.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	১.০০	১.০০	১০০%	১০০%	GoB
	উপ-মোট (৮৭-১১২) ঃ	**২১০৬০১.০০**	**২১০৩০৭.৮৪**	**১০০%**	**১০০%**	
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ঃ					
১১৩	৫০৭৮-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	২১৫.০০	২১৪.৭৭	১০০%	৯৯.৮৯%	ADB
১১৪	Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in Tongi-Gazipur Poura Areas (Proposed Gazipur City Corporation) শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ।(ফেব্রেুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৬)১০২৬.৭৫ অউই	৪০০.০০	৪০০.০০	১০০%	১০০%	ADB
	উপ-মোট (১১৩-১১৪) ঃ	**৬১৫.০০**	**৬১৪.৭৭**	**১০০%**	**১০০%**	
	মোট (৮৭-১১৪) ঃ	**২১১২১৬.০০**	**২১০৯২২.৬১**	**১০০%**	**১০০%**	
	সেক্টর ঃ কৃষি (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)					
১১৫	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ।(২য় সংশোধিত) (৫৬৮৭১.১৬/২০০৭-০৮ হতে জুন/১৬)	৯৪৩৫.০০	৮৮৬৬.১২	১০০%	৯৪%	JBIC, JICA
১১৬	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত ২য়) ।(৮০৫২১.৪১/ জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	১৬০০০.০০	১৫৯৯৭.৫০	১০০%	৯৯.৯৮%	ADB, IFAD
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ঃ					
১১৭	৫০৭২-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development.	১০৮৮.০০	১০৮৮.০০	১০০%	১০০%	JICA

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	(৫৬৮৫/সেপ্টম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)					
	উপ-মোট (৯৬-৯৮) ঃ	**২৬৫২৩.০০**	**২৫৯৫১.৬২**	**১০০%**	**৯৮%**	
	সেক্টর ঃ পরিবহণ					
১১৮	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) । (৫৩২০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৬-১৭)	৩১৩৫.০০	৩১৩৫.০০	১০০%	১০০%	GoB
১১৯	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৫৩৯০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৫-১৬)	৫৮২৪.০০	৫৮২৪.০০	১০০%	১০০%	GoB
১২০	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানান্তরিত) ।(২য় সংশোধিত) (৫৯০০০/১/১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৭)	৭৫০০.০০	৭৪৯৯.৭১	১০০%	৯৯.৯৯৬%	GoB
	উপ-মোট (১১৮-১২০) ঃ	**১৬৪৫৯.০০**	**১৬৪৫৮.৭১**	**১০০%**	**১০০%**	
	মোট (১-১২০) ঃ	**৮৯৫৩৩২.০০**	**৮৯০০২৮.০০**	**৯৯.৯৬%**	**৯৯.৪১%**	

	২০১৫-১৬ অর্থবছরে পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান, কৃষি এবং পরিবহণ সেক্টরে বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামোর প্রধান প্রধান অংগের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগ	ভৌত কর্মসূচির পরিমাণ	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকা)
১	উপজেলা সড়ক নির্মাণ	৮৮৩ কিঃমিঃ	৭৭৩.৮৬
২	ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	১,৯৪৬ কিঃমিঃ	১,০৬৯.০৪
৩	গ্রাম সড়ক নির্মাণ	১,৯৮৪ কিঃমিঃ	১,৪৮৮.২৪
৪	উপজেলা সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ	১৩,০৮৮ মিঃ	৭৪০.২৭
৫	ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	১৫,৪১৩ মিঃ	৪৪১.৯৮
৬	উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ	৩৮ টি	১৪৭.০৯
৭	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	১৮০ টি	১২৮.৯২
৮	গ্রোথ-সেন্টার উন্নয়ন	৮৩ টি	৫৬.৩৮
৯	হাট-বাজার উন্নয়ন	৮৫ টি	৩২.২৮
১০	মহিলা মার্কেট সেকশন নির্মাণ	৪ টি	০.৩৩
১১	ঘাট নির্মাণ	৪০৫ টি	১১.০৪
১২	বৃক্ষরোপণ	২১৭ কিঃমিঃ	২.৯৪
১৩	সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ	৬৯ টি	২৯৬.৬১
১৪	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন	৮৩,৪৯০ হেক্টর	২১৩.৬৪
১৫	পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ(প্রকল্পের উন্নয়ন খাত)	৩,৪৫০ কিঃমিঃ	৩৬৪.৮৪
	মোট	**-**	**৫,৭৬৭.৪৬**

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় গোপালগঞ্জ-সিংগাতি রাস্তায় মধুমতি নদীর উপর চাপাইল ঘাটে ৫৮৮.৬৫ মিটার দীর্ঘ প্রিস্ট্রেসড কংক্রীট গার্ডার সেতু

সখিপুর-সাগরদিঘী সড়ক, সখিপুর, টাঙ্গাইল

চিংড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার, সাতক্ষীরা ।

ফুলেশ্বরী সোনাই বিল উপ-প্রকল্প, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ

হরিয়ারগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বালাগঞ্জ, সিলেট

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডে এলজিইডি'র সম্পৃক্ততা

২০১৫-১৬ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ৩ টি, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১ টি, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ১৫টি, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২ টি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১টি, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ১টি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৫ টি। এছাড়া স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আরও ১টি অর্থাৎ সর্বমোট ২৯ টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত মোট **১,৭২০.৫৭** কোটি টাকার বিপরীতে **১,৫৫৯.১১** কোটি টাকা ব্যয় করা হয় যা বরাদ্দের ৮৯.৯৭% । উক্ত ২৯ টি প্রকল্পের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৮ টি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড ১৫টি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ৬টি ।

	অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের এলজিইডি সম্পৃক্ত প্রকল্পসমূহের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	সেক্টরের নাম/মন্ত্রণালয়ের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৪-১৫ অর্থবছর			বাস্তব অগ্রগতি
			বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	
১	কৃষি	৩	৯৮.৮৬	৯৮.৮৪ (৯৯.৯৮%)	৯৮.৮৩ (৯৯.৬৭%)	১০০%
২	পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান (পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়)	১	২৫.০০	২৪.০৫ (৯৬%)	২০.৬০ (৮২%)	৯০%
৩	পরিবহণ (যোগাযোগ মন্ত্রণালয়)	১	৬.৭৭	৬.৭৭ (১০০%)	৬.৭৭ (১০০%)	১০০%
৪	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২	২৮৪.০০	২৭৩.৭৫ (৯৬%)	২০৬.১৪ (৭৩%)	৯০%
৫	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	১	৬৩.৪০	৬৩.৪০ (১০০%)	৬৩.৪০ (১০০%)	১০০%
৬	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	২২	৬৫.০৪	৩৬.৫৩ (৫৬%)	৩৪.৭৪ (৫৩%)	৬১%
৭	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ	৫	১,১৪৮.৯৫	১,১৪৫.৪৭ (৯৯.৭০%)	১,০৮৭.৯৪ (৯৫%)	৯৯.৯৩%
৮	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	১	৪১.০০	৪১.০০ (১০০%)	৪১.০০ (১০০%)	১০০%
মোট		**৩৬**	**১,৭৩৩.০১**	**১,৬৮৯.৮০ (৯৭.৫১%)**	**১,৫৫৯.১১ (৮৯.৯৭%)**	**৯৫.৪৫%**

	অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক ৮ টি সেক্টরে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

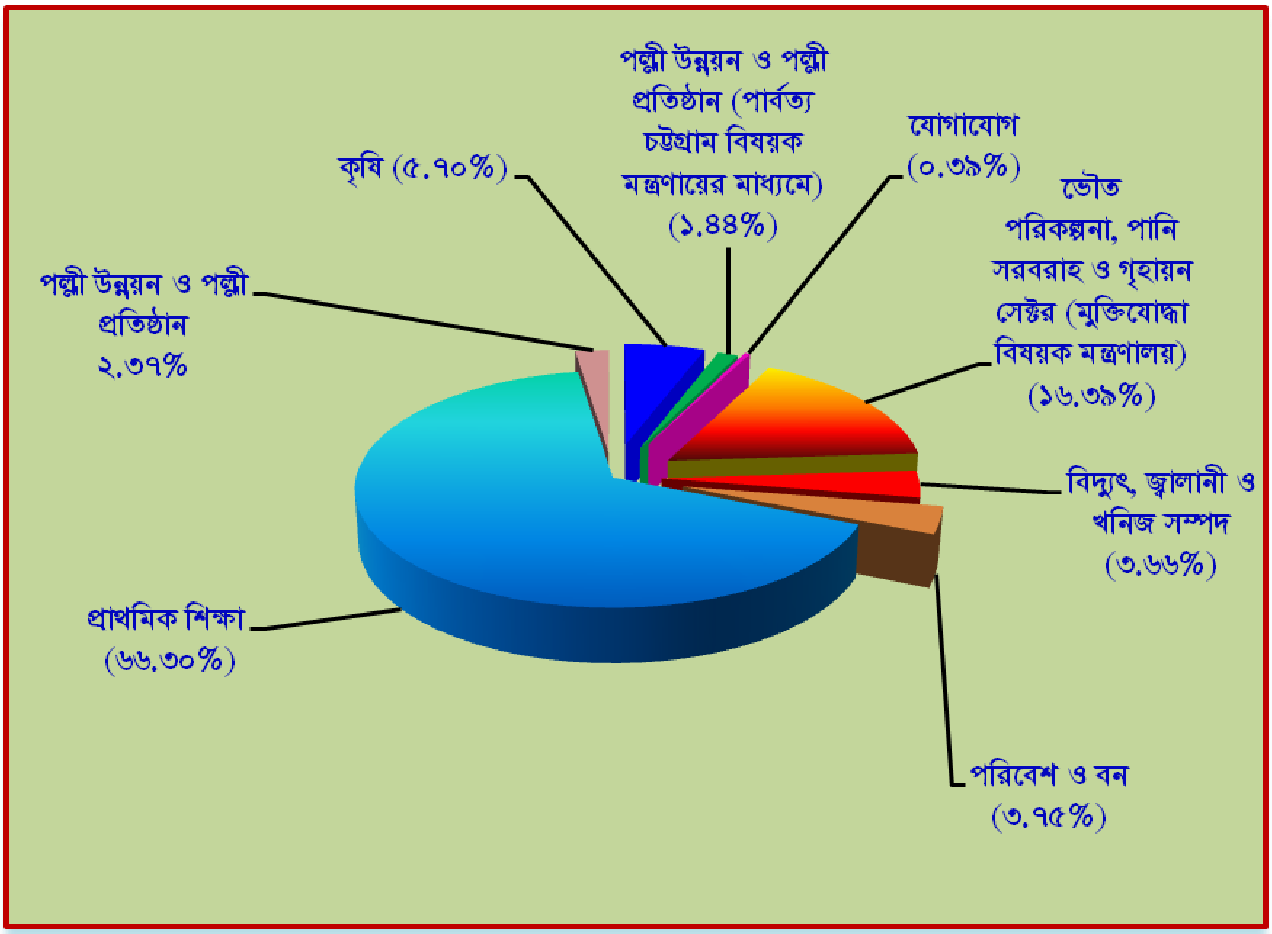

	২০১৪-১৫ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পভিত্তিক অগ্রগতির তথ্যাদি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয়/প্রকল্পের মেয়াদ)	বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	সেক্টর ঃ কৃষি					
	সাব-সেক্টর ঃ ফসল					
১	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) ।(২৭৭৪৪/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৭)	৩০১০.০০	২৯৮৮.৬৩	১০০%	৯৯.২৯%	GOB
২	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প । (৬১৩৫/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	৯৭৬.০০	৯৭৫.৯১	১০০%	১০০%	IDB
৩	৬৯৯৬-চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) । (২৫৪৪০/জানু/১১ থেকে ডিসেম্বর/১৬)	৫৯০০.০০	৫৮৮৮.৭০	১০০%	১০০%	IFAD, Netharlands
	উপ-মোট (১-৩) ঃ	**৯৮৮৬.০০**	**৯৮৫৩.২৪**	**১০০%**	**৯৯.৬৭%**	
	মন্ত্রণালয় ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়					
৪	বালিয়াদহ নদীর বাধেঁর উপরে ইসলামপুর-গুটাইল সড়ক উন্নয়ন ও স্লোপ প্রোটেকশন শীর্ষক প্রকল্প ।(৩৮০.৩৪/জুলাই/১৩ হতে	৬৫.৮৫	২৮.৬০	১০০%	৪৩%	BCCTF

	ডিসেম্বর/১৬)					
৫	কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ, নাঙ্গলকোট ও চৌদ্দগ্রাম উপজেলাধীন জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ।(৫০০/নভেম্বর/১৪ হতে জুন/১৬)	৫০০.০০	২৫০.০০	১০০%	৫০%	BCCTF
৬	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহিষ্ণু অবকাঠামো শীর্ষক প্রকল্প, জেলা-ভোলা । (১২০০/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৬)	১২০০.০০	১২০০.০০	১০০%	১০০%	BCCTF
৭	জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ জেলা পিরোজপুর শীর্ষক প্রকল্প । (১০০০/অক্টোবর/১৪ হতে জুন/১৬)	৭৫০.০০	৭৫০.০০	১০০%	১০০%	BCCTF
৮	পিরোজপুর জেলার ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাম-সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প ।(১২০০/ জানুয়ারী/১৫ হতে জুন/১৭)	৬০০.০০	৩০০.০০	৫০%	৫০%	BCCTF
৯	পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া, কাউখালী ও জিয়ানগর উপজেলাধীন জলবায়ুর প্রভাবে দূর্যোগ সহনীয় গৃহনির্মাণ প্রকল্প । (৭০০/অক্টোবর/১৫ হতে জুন/১৭)	৩৫০.০০	১৭৪.২৫	৫০%	৫০%	BCCTF
১০	জলবায়ু পরিবর্তানের প্রভাব মোকাবেলায় ভান্ডারিয়া, কাউখালী ও জিয়ানগর (ইন্দুরকান্দি) উপজেলায় স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্প ।(৮০০/অক্টোবর/১৫ হতে জুল/১৭)	৪০০.০০	২০০.০০	৫০%	৫০%	BCCTF
১১	পিরোজপুর জেলায় সাইক্লোন প্রবন এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প । (১০০০/অক্টোবর/১৫ হতে জুন/১৭)	৫০০.০০	২৫০.০০	৫০%	৫০%	BCCTF
১২	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহিষ্ণু হাওয়াই রোড জোনাইল বাজার ভায়া উপজেলা হেড কোয়ার্টার চেইঃ১০০০-২৭৮০ মিঃ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ।(২৯৯.৯০/অক্টোবর/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	৭৪.৯৮	০.০০	২০%		BCCTF
১৩	জলবায়ুর প্রবাবে উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (ভোলা জেলা) । (১০০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	২৫০.০০	২৫০.০০	১০০%	১০০%	BCCTF
১৪	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প ।(৩০০/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	১৫০.০০	০.০০	৮০%	০%	BCCTF
১৫	চট্টগ্রাম জেলার ফ্লাশ ফ্লাড এলাকায় জলবায়ু সহনশীল সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (৭০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	৩৫০.০০	৭০.৭৪	২২%	২০%	BCCTF
১৬	বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ ও মুলাদী উপজেলাধীন জলবায়ুর প্রভাবে সহিষ্ণু	১০০.০০	০.০০	৩০%	০.০%	BCCTF

	গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ প্রকল্প । (২০০/ডিসেম্বর/১৫ হতে জুন/১৭)					
১৭	বাংলাদেশ নির্বাচিত উপকূলীয় বিপদাপন্ন এলাকায় জলবায়ু সহনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) । (১০০০/০১/০১/১৪ হতে ৩০/০৬/১৬)	০.০০	০.০০	২৩%		BCCTF
১৮	মুন্সিগঞ্জ জেলার "পশ্চিম গাঁওদিয়া জামে মসজিদ হতে বেজগাঁও পূজা ভায়া খানকা শরীফ পর্যন্ত সড়ক কাম বেড়িবাঁধ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প ।(২০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৫)	৩৫.০০	০.০০	১০০%	০.০%	BCCTF
	উপ-মোট (৪-১৮) ঃ	**৫২৫৯.৯৮**	**৩৪৭৩.৫৯**	**৬১%**	**৫৩%**	
	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়					
১৯	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প । (১০৭৮৫১/জুলাই/১২ হতে ৩০/০৬/১৬)	২০৯০০.০০	১৩১৫১.২০	৭৬%	৬৩%	GOB
২০	ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ ।(২২৭৯৭/জানুয়ারী/১২ হতে ৩০/০৬/১৬)	৭৫০০.০০	৭৪৬২.৬৩	১০০%	১০০%	GOB
	উপ-মোট (১৯-২০) ঃ	**২৮৪০০.০০**	**২০৬১৩.৮৩**	**৮২%**	**৭৩%**	
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সংস্থা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড					
২১	"পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট)" শীর্ষক প্রকল্প । (সংশোধিত) (২৬৪৪০/জুলাই/১১ হতে জুন/১৮)	২৫০০.০০	২০৫৯.৮৪	৯০%	৮২%	ADB
	সেক্টর ঃ পরিবহন					
২২	Greater Dhaka Sustainable Urban Transport Project. (২৩৪৫৭/ডিসেম্বর/১২ হতে ডিসেম্বর/১৬)	৬৭৬.৮২	৬৭৬.৮২	১০০%	১০০%	ADB, AFD & GEF
	সেক্টর ঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়					
২৩	Construction of Khulna Coal Based Power Plant Connecting Road. (৫৪২৪/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৫)	৬৩৩৯.৬৯	৬৩৩৯.৬৯	১০০%	১০০%	GOB
	সেক্টর ঃ বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড)					
২৪	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড) প্রকল্প । (২৫১৭২/০৬/০১/১৫ হতে ৩১/১২/১৮)	৪১০০.০০	৪১০০.০০	১০০%	১০০%	GOB
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ					
২৫	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়) । (২য় সংশোধিত) (১৬৬৬৯১/২০০৬-০৭ হতে ২০১৫-১৬)	২৩২২২.০০	২১৫১৪.৭৯	১০০%	৯৩%	GOB
২৬	পিটিআই বিহীন ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প । (২৪৪৫৬.৯৬/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/২০১৭)	২২৪৪.৩০	১৬৫৬.৫৯	১০০%	৭৪%	GOB
২৭	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী-৩ ।	৭৯২৫৮.২০	৭৫৬২৬.৪০	৯৯.৯০%	৯৫%	৯টি দাতা

	(সংশোধিত)(৭৪১০৪৬.৯৭/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৭)					সংস্থা
২৮	বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ১৫০০ বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৯৩৩১১.৭৫/জুলাই/১১ হতে জুন/১৭)	৫৯২০.০০	৫৭৪৬.০০	১০০%	৯৭%	GOB
২৯	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিবি) । (২০৯৫১.৬১/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৭)	৪২৫০.০০	৪২৫০.০০	১০০%	১০০%	IDB
	উপ-মোট (২১-২৯) ঃ	**১১৪৮৯৪.৫০**	**১০৮৭৯৩.৭৮**	**১০০%**	**৯৫%**	
	মোট (১-২৯) ঃ	**১৭২০৫৬.৯৯**	**১৫৫৯১০.৭৯**	**৯৫.৪৫%**	**৮৯.৯৭%**	

যশোদল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদর, কিশোরগঞ্জ

পিটিআই হোস্টেল বিল্ডিং, ঝালকাঠি

২০১৫-১৬ অর্থবছরে কৃষি সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম

	২০১৫-১৬ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত অংগসমূহের মূখ্য তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচি	আর্থিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	রাবার ড্যাম নির্মাণ	২ টি	৮৩২.৬২
২	রাবার ড্যাম পুনর্বাসন	৩ টি	৩৬৮.০০
৩	রাবার ব্যাগ ক্রয় ও পরিবহন	৫ টি	১,৫১৯.২৭
৪	পুরাতন রাবার ব্যাগ অপসারণ ও নতুন রাবার ব্যাগ পুনঃস্থাপন	৪ টি	১০০.০০
৫	রেগুলেটর নির্মাণ	১ টি	৩০.০০
		মোট ঃ	**২,৮৪৯.৮৯**

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম

	২০১৫-১৬ অর্থবছরে পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অংগের তথ্যাদি ।

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগ	ভৌত কর্মসূচি	আর্থিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগ	ভৌত কর্মসূচি	আর্থিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	পাকা সড়ক নির্মাণ	৩৯ কিঃমিঃ	২১৭৪.৫০
২	মাটির রাস্তা নির্মাণ	২৭.৬১ কিঃমিঃ	৩৯৫.৯৪
৩	ব্রিজ নির্মাণ	১ টি	৮৮.১৬
৪	বক্স কালভার্ট নির্মাণ	৩১ টি	২৫৬.৪০
৫	সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ	১০ টি	১৫১৫.৩৫
৬	গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন	৪ টি	৩০৪.৮৯
৭	ইউপি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	১ টি	১২৯.৬১
৮	কিল্লা নির্মাণ	১১ টি	১৯৫.০৬
	মোট ঃ	-	৫০৫৯.৯১

জাইকার মিশনের ও সার্ভে টীমের সদস্যগণ ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার দোগাছিয়া কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট (ক্যাড) প্রকল্প পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ করছেন

অগ্রণী উপ-প্রকল্পের সেচনালা, সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

২০১৫-১৬ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

২০১৫-১৬ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক সমাপ্তির জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২১ টি প্রকল্প নির্ধারিত ছিল। এই প্রকল্পগুলির সমাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট প্রত্যেকটি প্রকল্পের প্রেক্ষিতে প্রকল্প কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করেছে। এক্ষেত্রে এই ইউনিট পৃথকভাবে মাসিক পর্যালোচনা সভা নিয়মিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নজনিত উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যাদি সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করে, যার ফলে সবগুলি প্রকল্পই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়। এই প্রকল্পগুলির গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি নিচের সারনিতে প্রদর্শিত হয়েছে।

	২০১৫-১৬ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মূখ্য তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস্য
সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান				
১	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন)ঃ ২য় খন্ড (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬	১০৯১.৩৬	GoB
২	নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬	১৮৮.৫৫	GoB
৩	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬	১৯০.৭৯	GoB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস্য
৪	ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলা) (২য় সংশোধিত) ।	মে ২০০৯ হতে জুন ২০১৬	৪৭৮.৪৮	GoB
৫	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।	মার্চ ২০১০ হতে জুন ২০১৬	৪৮৯২.৮৪	GoB
৬	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ ।	জানুয়ারী ২০১৩ হতে জুন ২০১৬	১৫.৩৭	GoB
৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাগলা, মোল্লাগ্রাম, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্লভপুর পর্যন্ত রাস্তা উন্নযন প্রকল্প ।	মার্চ ২০১৪ হতে জুন ২০১৬	২৩.৪৭	GoB
৮	জামালপুর জেলার মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।	২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬	১৬.৬১	GoB
৯	ঠাকুরগাঁও জেলার অন্তর্গত বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসংকৈল উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প ।	২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬	১৭.৯৫	GoB
১০	নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (নারায়নগঞ্জ-৪) শীর্ষক প্রকল্প ।	০১/০১/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৬	১৮.৮৯	GoB
১১	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন করতোয়া নদীর উপর ১টি, নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন বালু নদীর উপর ২টি ও ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন তুরাগ নদীর উপর ১টি ব্রীজের সমন্বয়ে সর্বমোট ৪টি ব্রীজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প ।	০১/০৬/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৬	২.০০	GoB
১২	টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলাধীন ঝিনাই (পুংলী) নদীর উপর ৩টি ব্রীজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প ।	০১/০৬/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৬	১.৯৭	GoB
১৩	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ।	সেপ্টেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৬	২১.৯৪	GoB
১৪	পিরোজপুর, টাংগাইল, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, নেত্রকোণা জেলার ৮টি ব্রীজ নির্মাণের লক্ষ্যে পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় একটি ব্রীজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প ।	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৬	১.৯৭	GoB
সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ				
১৫	নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প ।(সংশোধিত)	২০০৭-০৮ হতে আগষ্ট/২০১৫	৮১৯.৮৭	UNDP & DFID
১৬	খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	অক্টোবর/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৫	৭৪.৬৩	GoB
১৭	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন প্রকল্প । (সংশোধিত)	২২/১০/২০১৩ হতে জুন/২০১৬	২২.৫০	GoB
১৮	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।	নভেম্বর/২০১৩ হতে জানুয়ারী/২০১৬	২১.৯৪	GoB
১৯	সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ,	১৮/১১/২০১৩ হতে	১৪.৮৫	GoB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস্য
	খাল পুর্নখনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুন/২০১৬		
২০	বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।(২য় সংশোধিত)	২০০৭-০৮ হতে জুন/২০১৬	৫৬৮.৭১	JBIC, JICA
২১	উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	২০০৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬	৫৩৯.০০	GoB

২০১৫-১৬ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ

দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি'র কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৪০টি নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকল্পগুলির মূখ্য তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের মূখ্য তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	অর্থায়নের উৎস্য
সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান				
১	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২।	জুন/২০১৫ হতে জুন/২০১৯	৬০৭৬.৪৪	GoB
২	পিরোজপুর, টাংগাইল, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, নেত্রকোণা জেলার ৮টি ব্রীজ নির্মাণের লক্ষ্যে পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় একটি ব্রীজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৬	১.৯৭	GoB
৩	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	২০১৫-১৬ হতে ২০১৬-১৭	২১.৯৩	GoB
৪	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯	৩৬৬.০০	GoB
৫	"বাগেরহাট জেলার চিতলমারী, মোল্লাহাট ও ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭	২৪.৮০	GoB
৬	"ভোলা জেলার সদর, বোরহানউদ্দিন ও দৌলতখান উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭	২২.০০	GoB
৭	বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮	৪৬৮.০৯	GoB
৮	"ঝালকাঠী জেলার অন্তর্গত সদর ও নলছিটি উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭	২২.০০	GoB
৯	জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭	২০.৩০	GoB
১০	মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২৩.১৮	GoB
১১	কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭	২৪.৯০	GoB
১২	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাউফল উপজেলা, পটুয়াখালী শীর্ষক প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭	২৩.৬৪	GoB
১৩	ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো	জানুয়ারী/২০১৬ হতে	২৩.৬৪	GoB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	অর্থায়নের উৎস্য
	উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	ডিসেম্বর/২০১৭		
১৪	পিরোজপুর জেলাধীন মঠবাড়িয়া উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭	২২.৩৮	GoB
১৫	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯	৬১৪.৮৪	GoB
১৬	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	১৮০.৫৯	GoB
১৭	বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	২২.৯৮	GoB
১৮	বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	২১.৯৪	GoB
১৯	কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	২৪.২২	GoB
২০	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯	৩৯৮.৫২	GoB
২১	সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯	২৮৭.০৪	IDB
২২	কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	২৩.৯৬	GoB
২৩	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	মার্চ/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	২২.৩০	GoB
২৪	নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০১৭	১৯.৩৮	GoB
২৫	বাউফল উপজেলার পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	২৩.৬২	GoB
২৬	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার চাটখিল ও সোনাইমুড়ী উপজেলা শীর্ষক প্রকল্প।	ফেব্রুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৭	২২.২৩	GoB
২৭	পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৭	২১.৭৩	GoB
২৮	কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৭	৩৪৭.২৪	GoB
২৯	জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৭	১১.৭০	GoB
৩০	কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২১.৬২	GoB
৩১	কুমিল্লা জেলার লাকসাম, মনোহরগঞ্জ ও বরুড়া উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	১৯.৮৭	GoB
৩২	বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝরা উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২৩.০০	GoB
৩৩	জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	২২.২৯	GoB
সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ				
৩৪	"পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭	২২.২০	GoB
৩৫	জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২৪.৯০	GoB
৩৬	গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে	২৪.২৫	GoB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	অর্থায়নের উৎস্য
		জুন/২০১৭		
৩৭	জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন ।	মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯	১২৬.৬০	GoB
৩৮	বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প ।	ফেব্রুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	২৪.৬১	GoB
৩৯	বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প ।	জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	২২.৬৭	GoB
৪০	বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প ।	জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭	২২.৬৫	GoB

কিছু স্মরণীয় মূহুর্ত

মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ ১২ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে 'রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ সেতু' শুভ উদ্বোধন করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় শেখ রাসেল শিশু পার্ক এর শুভ উদ্বোধন করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ জুন ২০১৬ তারিখে কমলাপুর রেল ষ্টেশনে হাতিরঝিল রামপুরা প্রান্তে সাউথ ইউ-লুপ ও খিলগাঁও ফ্লাইওভার লুপ এর ফলক উন্মোচন করেন ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে বগুড়ায় আলফাতুন্নেছা খেলার মাঠে ১৪টি নতুন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ।

২৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর পাথরঘাটা সড়কে বংশাই নদীর ওপর নির্মিত ৩০০ মিটার দীর্ঘ সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন ।

কুড়িগ্রাম জেলার দাসিয়ার ছড়া বিলুপ্ত ছিটমহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে অস্থায়ী হেলিপ্যাড পরিদর্শন করছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, জনাব আবদুল মালেক এবং এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রক্সি মিনস টেস্টিং (পিএমটি) বিষয়ক এক জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ও সভাপতিত্ব করেন ড. মাহমুদুল হক।

সুনামগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় তেডালা হোগলিয়া চাতল বিল পরিদর্শন করছেন জাইকার প্রধান প্রতিনিধি Mr. Mikio Hataeda।

ডেনমার্কের মান্যবর রাষ্ট্রদুত হেনে ফুগাল স্কেজার এবং ডেনমার্ক থেকে আগত একটি সাংবাদিক দল সিসিএপি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করছেন ।

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার টুকেরঘাট-বাহাদুরপুর গ্রামীন সড়ক নির্মান পরিদর্শন করছেন জাইকার প্রধান প্রতিনিধি মেকিও হাতিয়িদা । এ সময়ে সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট বিভাগ, জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন এবং হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, জনাব শেখ মোহাম্মদ মহসিন ।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামোসমূহের সচিত্র প্রতিবেদন

সড়ক উন্নয়ন

গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, হাট-বাজারসমূহের পণ্য বাজারজাতকরণে পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধিসহ গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন তথা এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র হ্রাস এবং গ্রামীণ এলাকায় নাগরিক সুবিধাদি পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী পন্থা। দেশের যেকোন এলাকায় সড়ক উন্নয়নের ব্যাপারে জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের চাহিদা অত্যন্ত ব্যাপক। এরূপ সড়ক উন্নয়নের বিষয়টি এলজিইডি'র পালিত দায়িত্বাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান। এই সংস্থা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী ৭৭৩.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৮৩ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক, ১,০৬৯.০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৯৪৬ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক ও ১,৪৮৮.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৯৮৪ কিলোমিটার গ্রাম সড়ক উন্নয়ন এবং ১,৩৩৫.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০,০০০ কিঃমিঃ পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ/পুনর্বাসন করেছে। যার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস উত্তরোত্তর সহজতর হচ্ছে এবং এলাকার নাগরিক সুবিধাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক কয়েকটি উন্নীত সড়কের আলোকচিত্র।

শাহবাজপুর সড়ক, বড়লেখা, মৌলভীবাজার

উপজেলা সদর-ঠুকুরজারীহাট সড়ক, বিরল, দিনাজপুর

লখাই উপজেলা সদর-লখাই বাজার আরসিসি সড়ক, লখাই, হবিগঞ্জ

বিশ্বনাথ জিসি-পিরেরবাজার-জগন্নাথপুর সড়ক, বিশ্বনাথ, সিলেট

ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ

নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের অংশ হিসাবে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের কোন জুড়ি নেই। এ উদ্দেশ্য সাধনে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে ১,১৮২.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৮,৫০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নদী/খালসমূহের উভয় পাশের জনগণের যোগাযোগসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। পাশাপাশি ব্রিজ/কালভার্ট নির্মিত হওয়ায় মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী চলাচল অব্যাহত থাকায় এবং জলাবদ্ধতা নিরসন হওয়ায় সার্বিক উন্নয়নে পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পরিহারে অবদান রাখা সম্ভবপর হয়েছে এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হচ্ছে।

মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলা সদর-খাসেরহাট জিসি সড়কে আড়িয়ালখাঁ নদীর উপর নির্মিত ৬৮৭ মিটার দীর্ঘ পিসি গর্ডার সেতু ।

টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলায় মির্জাপুর-পাথরঘাটা সড়কে বংশাই নদীর উপর নির্মিত ৩০০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ ।

গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়ন

শাহবাজপুর বাজার, বড়লেখা, মৌলভীবাজার

দেশের পল্লী এলাকায় অবস্থিত হাট-বাজার বিশেষ করে গ্রোথ সেন্টার হিসাবে জাতীয় পর্যায়ে চিহ্নিত হাট-বাজারগুলি গ্রামীণ অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিবেচিত। গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও উজ্জিবীত করার পাশাপাশি বেকার যুবকদের ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় সুবিধাদিসহ গ্রোথ-সেন্টারের উন্নয়ন অপরিহার্য বিবেচনায় এলজিইডি কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৮৮.৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬৮ টি গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজারের উন্নয়ন করা হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সুবিধা প্রদান, এলাকার দুঃস্থ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ এ সকল কর্মকান্ডে দরিদ্র ও বেকার লোকদের সম্পৃক্তকরণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লী এলাকায় বাণিজ্য তথা অর্থনীতির প্রসার দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হচ্ছে।

ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ

সরকার ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। স্থানীয় জনসাধারন একটি নির্ধারিত স্থান থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান, মেম্বার এবং সকল সরকারী সংস্থাসমূহের সুবিধাদি ভোগ করতে সমর্থ হবে। ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকারে সর্বনিম্ন স্তর। স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। জনগনকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করার জন্য এর অবকাঠামোগত সকল সুবিধাদি নিশ্চিত করা একটি অপরিহার্য প্রাথমিক চাহিদা। এ লক্ষ্যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ একটি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এতদসম্পর্কিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পটি গ্রহণের মাধ্যমে এই চাহিদা পুরনে উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করছে। ৮৫৭.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুন ২০১৮ পর্যন্ত। দেশের সর্বমোট ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ৪,৫৫৩ টি, তন্মধ্যে এলজিইডির ইউসিসিপি প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ে ১,৪৭৮ টি, ২য় পর্যায়ে ৫০৩টি এবং জেলা পরিষদসহ এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প হতে ৯৬২টি সহ সর্বমোট ২,৯৪৩ টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মান কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত সেবা প্রদানকারী বিভাগ/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের এবং এলাকার জনগণের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন সহজতর হচ্ছে।

২ নং ভেড়ভেড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, খানসামা, দিনাজপুর

উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ

তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র জনগনের আর্থ-সামাজিক তথা সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের সঙ্গে স্থানীয় সরকার কে সম্পৃক্ত করা ও স্থানীয় জনগণের সেবা প্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে শক্তিশালী করন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ১৪৩০.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২য় সংশোধিত উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের বিভিন্ন উপজেলায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটিতে মোট ২৩৩ টি উপজেলায় উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ভবন ও হলরুম নির্মাণ, নবসৃষ্ট ০৪ টি উপজেলা সহ মোট ০৭ টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন, চেয়ারম্যান কোয়ার্টার ২টি, ইউএনও কোয়ার্টার ১৪ টি, গেজেটেড কোয়ার্টার ১৪ টি, ডরমিটরী ভবন ১২টি ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে নির্ধারিত আছে। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে শুরু হওয়া এই প্রকল্পটির অধীনে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১৭২ টি উপজেলায় সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম, ২ টি চেয়ারম্যান কোয়ার্টার, ২ টি ইউএনও কোয়ার্টার, ২ টি গেজেটেড কোয়ার্টার, ২ টি ডরমিটরী নির্মাণ কাজের জন্য ১৮১ টি প্যাকেজের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে ১৫৫ টি প্যাকেজের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪০ টি প্যাকেজের যাবতীয় নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলেও ১১৫ টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজ বর্তমানে চলমান যার গড় অগ্রগতি ৩৪%। ২৬ টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন আছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৪০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রেক্ষিতে ১৩৯.৯৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

উপজেলা পরিষদ ভবন, কয়রা, খুলনা।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রাধিকারবিশিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে এটি একটি অন্যতম কর্মসূচি। প্রতি বছরই এই কর্মসূচি পালনে জাতীয় পর্যায় থেকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এরই অংশ হিসাবে এলজিইডি প্রতি বছরই তার অনেক প্রকল্পে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নকে বাধ্যতামূলক করেছে। এছাড়া সড়কের উভয় পাশে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমকে নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও এলজিইডি বাস্তবায়ন করে।

সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচি হিসাবে এলজিইডি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সড়কে **৫,৩৪,১০৩**টি গাছের চারা রোপণ করেছে যার মধ্যে জীবিত চারার সংখ্যা ৪,**৮২,৫৭৯**টি (৯০%)। এ সম্পর্কিত জেলাওয়ারী তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

এলজিইডি কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৃক্ষরোপণের তথ্যাদি

জেলার নাম	রোপিত চারার ধরণ				পরিচর্যার পর জীবিত গাছের সংখ্যা				
	বনজ (সংখ্যা)	ঔষধি (সংখ্যা)	ফলজ (সংখ্যা)	মোট চারা (সংখ্যা)	বনজ (সংখ্যা)	ঔষধি (সংখ্যা)	ফলজ (সংখ্যা)	মোট চারা (সংখ্যা)	জীবিত গাছের হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
টাঙ্গাইল	৭৭৭৭	০	০	৭৭৭৭	৬৬০৩	০	০	৬৬০৩	৮৫%
ফরিদপুর	১৪২৪৪	৫৬৯৭	৮৫৪৭	২৮৪৮৮	১২৮৬০	৪৮৪৪	৮১২০	২৫৮২৪	৯১%
নীলফামারী	১৮৭৯	৮২৯	১১৯২	৩৯০০	১৮৫০	৮১৫	১১৫০	৩৮১৫	৯৮%
লক্ষীপুর	১৫০০	৬০০	৯০০	৩০০০	১২৫০	৫৩০	৭৫০	২৫৩০	৮৪%
নোয়াখালী	৭৫৫০	১৬৫০	২৮০০	১২০০০	৭৫৫০	১৬৫০	২৮০০	১২০০০	১০০%
পটুয়াখালী	২৪২৫০	১০৩৭৫	৭৫৩৩	৪২১৫৮	২১২৫০	৯০৭৫	৬৪৭৫	৩৬৮০০	৮৭%
সিলেট	৪৩০০	২৫০০	৭০০	৭৫০০	৩৮৮৬	২১৭২	৫৮১	৬৬৩৯	৮৯%
সুনামগঞ্জ	১৫০০০	০	০	১৫০০০	১২৩০০	০	০	১২৩০০	৮২%
হবিগঞ্জ	৫৫৪০০	১২৪৬০	২১০১৬	৮৮৮৭৬	৫৫৩০০	১২৩৬০	২১০০	৮৮৬৬০	১০০%
রংপুর	৫১৬৬	২০৬৬	৩১০০	১০৩৩২	৪৭৫৫	১৯৬২	২৭৯১	৯৫০৮	৯২%
নওগাঁ	৪০০০	১২০০	৫৭০০	১০৯০০	৩১৬০	৯৮৫	৪৬১৭	৮৭৬২	৮০%
বগুড়া	৬১০৩	১৫৮০	২৩২৫	১০০০৮	৬০৭০	১৫৩৭	২১৮৩	৯৭৯০	৯৮%
পাবনা	৩৮০০	০	২০০	৪০০০	৩৫০০	০	২০০	৩৭০০	৯৩%
পঞ্চগড়	৭৭৬৮	২৯২০	৪৪৩৭	১৫১২৫	৬২১০	২৫১৪	৩৬৮৪	১২৪০৮	৮২%
লালমনিরহাট	১৭৫১০	৪৮৬০	৯৪৩০	৩১৮০০	১৫৯২১	৪৩২৭	৮৬৫৪	২৮৯০২	৯১%
সাতক্ষীরা	১৩২৭৫	০	২৩০০	১৫৫৭৫	১১৯২৫	০	২০২০	১৩৯৪৫	৯০%
যশোর	১০২১৪	৪৫০০	৩৯৫০	১৮৬৬৪	৮৫০০	৩৫০০	৩০০০	১৫০০০	৮০%
কুড়িগ্রাম	৬১০০	২২০০	৩৮৪৪	১২১৪৪	৪৯৯০	১৭৫০	৩১১০	৯৮৫০	৮১%
রাজশাহী	৬৪০০	৩০০০	১৪০০	১০৮০০	৬১০০	২৯৫০	১৩৬০	১০৪১০	৯৬%
চট্টগ্রাম	৪৪৪	১২০	১৮০	৭৪৪	৪১৮	১০৫	১৬৩	৬৮৬	৯২%
কিশোরগঞ্জ	৬০০০	১০০০	৪৮০০	১১৮০০	৫৫০০	৯০০	৪৫০০	১০৯০০	৯২%
গাইবান্ধা	৫০৫০	২০২০	৩০৩০	১০১০০	৪৫০০	১৮০০	২৭০০	৯০০০	৮৯%
নড়াইল	১৯৬২২	৪১৬	৬৩০	২০৬৬৮	১৭৫৮৯	৪১৬	৬৩০	১৮৬৩৫	৯০%
ফেণী	৯৫০০	৪০২০	৫৪৮০	১৯০০০	৯০০০	৪০০০	৫২০০	১৮২০০	৯৬%
জয়পুরহাট	৩৬১৩	৬১৫	৬০২	৪৮৩০	৩৫৭০	৫৮৫	৬০০	৪৭৫৫	৯৮%
চুয়াডাঙ্গা	১৯২৫	১১৫৫	৭৭০	৩৮৫০	১৬৩৬	৮৭০	৬৩১	৩১৩৭	৮১%
ঠাকুরগাঁও	২৬৬৩৮	১৫৯৮৩	১০৬৫৬	৫৩২৭৭	২৫৩০৬	১৫১৮৪	১০১২৩	৫০১৬৩	৯৪%
ময়মনসিংহ	৪০৯০	৪৬৪	১৪৩৩	৫৯৮৭	৪০৯০	৪৬৪	১৪৩৩	৫৯৮৭	১০০%
শেরপুর	২৪০০	৬০০	১০০০	৪০০০	২৩৫০	৫০০	৯৫০	৩৮০০	৯৫%
জামালপুর	৩১৩০০	১২৫২০	১৮৭৮০	৬২৬০০	২৫২৪০	১০০০০	১৫০৪০	৫০২৮০	৮০%
মোট ঃ	**৩২২৮১৮**	**৯৫৩৫০**	**১২৬৭৩৫**	**৫৪৪৯০৩**	**২৯৩১৭৯**	**৮৫৭৯৫**	**৯৫৫৬৫**	**৪৯২৯৮৯**	৯০%

চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন বৈলছড়ি-চুনতি বাজার সড়কের উভয়পাশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অধীন রোপিত বৃক্ষ

রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট

রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের সাথে পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন সরাসরি সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ জনগণ গ্রামে বসবাস করে। পল্লি অবকাঠামো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পল্লি অর্থনীতি সঞ্চালনের মাধ্যমে পল্লি জনগোষ্ঠীর জীবন, জীবিকাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। দেশের অধিকাংশ জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন পল্লি অর্থনীতি বিকাশের ওপর নির্ভর করে, যা মূলত পল্লি যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ করে স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। বিগত তিন দশক যাবৎ দেশীয় ও বৈদেশিক সহায়তায় একটি বিস্তৃত পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে, পল্লির এ সড়ক ব্যবস্থা অধিক নিবিড় - যা গ্রামীণ বাংলাদেশে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অপরিমেয় সেবা প্রদান করছে।

দেশের বিশাল এ পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক একটি জাতীয় সম্পদ এবং এর সুরক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পল্লি সড়কসমূহকে সারা বছরব্যাপী নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে যানবাহন চলাচল উপযোগী রাখা অত্যাবশ্যক। পল্লি যোগাযোগ ব্যবস্থার সুফল ধরে রাখার স্বার্থে জাতীয় পর্যায়ে পল্লি সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার প্রতি বছর জাতীয় রাজস্ব বাজেট হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে আসছে। কিন্তু পল্লি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান হারে অর্থ বরাদ্দ প্রদান সত্ত্বেও এ খাতে আর্থিক সংকট বিরাজ করছে। কারণ বর্তমানে দেশের পল্লি নেটওয়ার্কে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন প্রকার যানবাহনের সংখ্যা ও ভারী যানবাহনের সংখ্যা অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যার প্রেক্ষিতে সড়কসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের চাহিদা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া কিছু সংখ্যক জনগুরুত্বপূর্ণ সড়ক নেটওয়ার্ক-এর প্রশস্তকরণ এবং বেজকোর্সের (Base Course) শক্তিবৃদ্ধিকরণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজীকরণ ও Pavement Deterioration মাত্রা কমানোর উদ্দেশ্যে জনগুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোর প্রশস্তকরণ এবং বেজকোর্সের শক্তিবৃদ্ধিকরণ বিশেষভাবে বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরী।

দেশের বিশাল পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক মেরামত/সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের শুরুতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়কে Roughness Survey এবং সরেজমিন Bridge/Culvert এর Detailed Condition Survey সম্পন্ন করা হয়। সংশ্লিষ্ট সার্ভে হতে প্রাপ্ত উপাত্ত Road & Structure Database Management System-VII Software-এর সাহায্যে Data Process করে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্টের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৭ হাজার ৭০০ কোটি টাকার চাহিদা নিরূপিত হয়। কিন্তু ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে অনুন্নয়ন বাজেটে এলজিইডি'র জেলার প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংরক্ষণ খাতের "পল্লি সড়ক ও কালভার্ট মেরামত" [অর্থনৈতিক কোড নম্বর ৩-৩৭৩৩-০০০০-৪৯৪১] উপখাতে মোট ১,০৭৫ (এক হাজার পচাঁত্তর) কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায় যা নিরূপিত চাহিদার মাত্র ১১% শতাংশ।

পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক মেরামত/সংরক্ষণ কার্যক্রমকে আরো কার্যকরীকরণ এবং সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে "পল্লি সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা, জানুয়ারী ২০১৩" অনুমোদিত হয়। সে অনুযায়ী ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এলজিইডি'র বিভিন্ন সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে এবং বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট (RTIP-II, NOBIDEP এবং SRIIP) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্প এলাকার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট অর্থের সংস্থান রাখা হয়। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা চলতি অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ করে চাহিদার ব্যাপকতা হ্রাস করা সম্ভবপর হয়েছে।

বিগত অর্থবছরের ন্যায় এ অর্থবছরেও এলজিইডি'র সড়ক নেটওয়ার্কের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, অগ্রাধিকার নির্ণয় ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে নিবিড় তদারকি ও মনিটরিং এবং বিভিন্ন 'Best Practice' সফলভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে এলজিইডি'র বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে এলজিইডি'র সড়ক নেটওয়ার্কের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণসহ গুণগতমান বজায় রেখে প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ অর্থের শতভাগ ব্যয় করা সম্ভবপর হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ বরাদ্দ ও ব্যয়

এলজিইডি সাধারনত নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ান্তর এই দুই প্রকৃতির রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের মেরামত ও পুনর্বাসন কার্যক্রম প্রয়োজন অনুযায়ী জরুরী ভিত্তিতেও গ্রহণ করা হয়। রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১,০৭৫.০০ কোটি টাকা পাওয়া যায়, যা বিগত ২০১৪-২০১৫ বছরের বরাদ্দ অপেক্ষা ১০০.০০ কোটি (১০.২৬%) বেশী।

	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির জন্য রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্প হতে বিগত ১০ বছরের প্রাপ্ত বছরভিত্তিক বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র ।

(২০০৬-০৭ থেকে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত বিগত ১০বছরের বাজটে বরাদ্দের বারগুলি দেখানো হয়েছে)

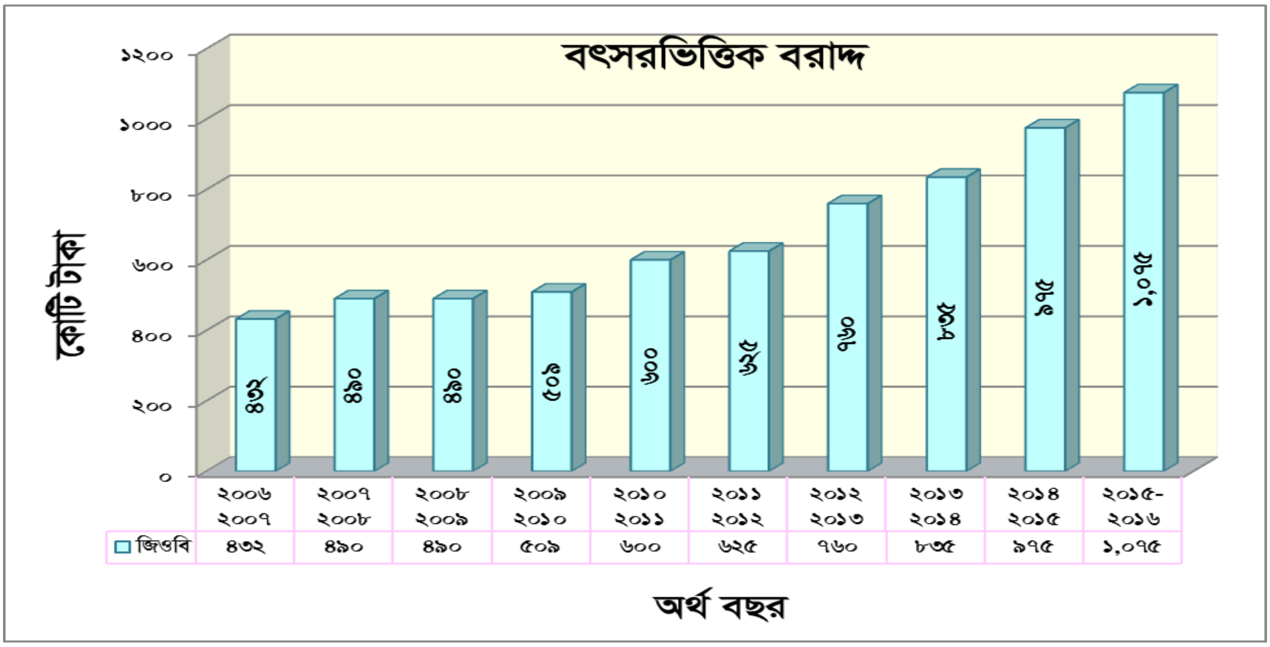

	২০১৫-১৬ অর্থবছরে অংগভিত্তিক বাস্তবায়িত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচির পরিমাণ	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
১	নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	৮,০৩৩ কিঃমিঃ	২৯.৪০
২	সময়ান্তর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	৬,৫৫০ কিঃমিঃ	১,০১০.৮৫
৩	সেতু/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	৪,৮৮১ মিটার	৩৪.৭৫
	মোট	-	১,০৭৫.০০

	২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের অংগভিত্তিক ব্যয়ের (কোটি টাকা) তুলনামূলক চিত্র ।

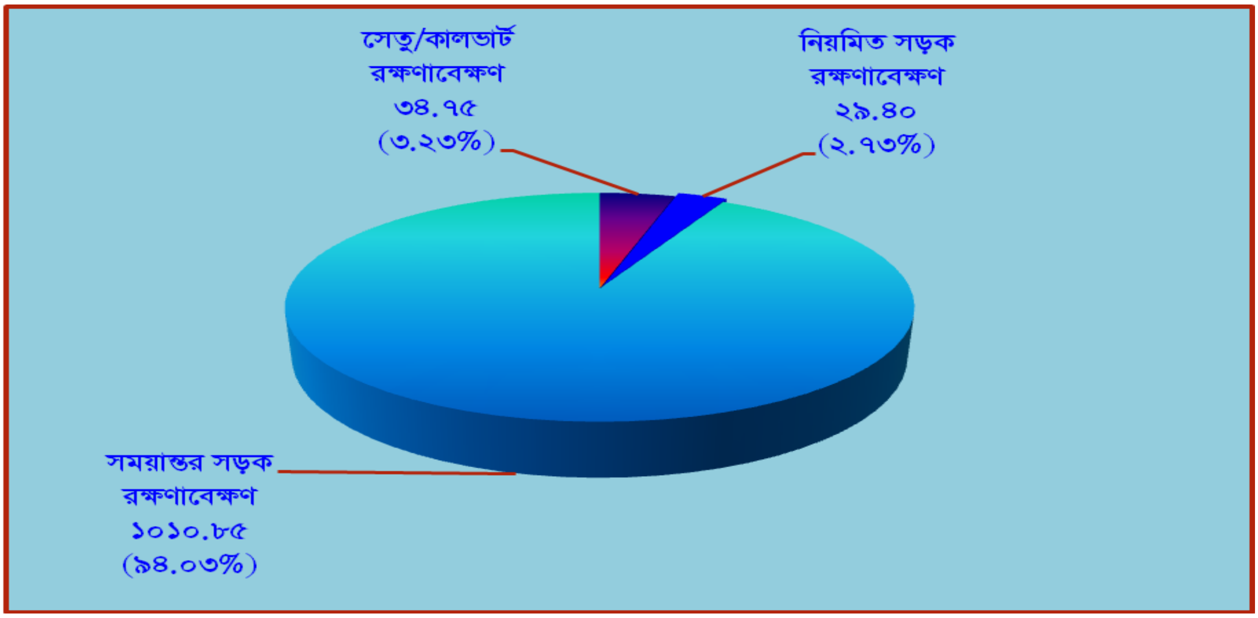

সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের পর মেহেরপুর-মহাজনপুর সড়ক, উপজেলাঃ সদর, জেলাঃ মেহেরপুর ।

সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের পর ঢাকা দক্ষিণ-মগলাবাজার সড়ক, উপজেলাঃ দক্ষিণ সুরমা, জেলাঃ সিলেট ।

সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের পূর্বে নগরকান্দা জিসি-চাঁদহাট জিসি সড়ক, উপজেলাঃ নগরকান্দা, জেলাঃ ফরিদপুর ।

সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের পরে নগরকান্দা জিসি-চাঁদহাট জিসি সড়ক, উপজেলাঃ নগরকান্দা, জেলাঃ ফরিদপুর ।

সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের পূর্বে শান্তাহার-তিলকপুর সড়ক, উপজেলাঃ আদমদিঘী, জেলাঃ বগুড়া ।

সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের পরে শান্তাহার-তিলকপুর সড়ক, উপজেলাঃ আদমদিঘী, জেলাঃ বগুড়া ।

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট

নগর ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে শহর ও নগরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বর্তমানে নগর জনগোষ্ঠী দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৮ ভাগ হলেও জাতীয় উৎপাদনে নগর/শহরের অবদান শতকরা ৬০ ভাগের বেশী, যা পল্লী অঞ্চলের তুলনায় নগর অঞ্চলের অধিক উৎপাদনশীলতার নির্দেশক। বাংলাদেশের মোট নগর জনসংখ্যা ইতোমধ্যে সাড়ে চার কোটি ছাড়িয়েছে এবং শতকরা ২.৫ ভাগ হারে নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে ৫৩২টি নগর কেন্দ্রের ভৌগলিক আয়তন ১১,২৫৮ বর্গ কিলোমিটার যা দেশের আয়তনের শতকরা মাত্র ৭.৬৬ ভাগ। নগর এলাকার মধ্যে বসবাসরত জনগণের শতকরা ৬০ ভাগ লোকই সিটি কর্পোরেশনসমূহে এবং তাদের বৃহৎ অংশ শুধুমাত্র ঢাকা ও চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাস করে, যদিও রাজধানী ঢাকা এবং বন্দর নগরী চট্রগ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও বেশী। অপরিকল্পিত দ্রুত নগরায়ণ সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। ফলে, বিদ্যমান অবকাঠামো ও পরিসেবায় বিপুল চাপ পড়ছে। বর্ধিত জনগোষ্ঠির জন্য আবাসন, পানি সরবরাহ, পয়:নিস্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ সুবিধা ইত্যাদি পরিসেবা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিকল্পিত নগরায়ণ না হলে এ চ্যালেঞ্জ সরকারের একার পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভবপর নয়। অপরিকল্পিত নগরায়ণ চলতে থাকলে বিদ্যমান নগর সেবাসমূহের বিশেষতঃ পরিবহন, বর্জ ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ ইত্যাদির উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়বে। জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো কঠিন থেকে কঠিনতর হবে, পরিবেশ দূষিত হবে। শহর ও নগরগুলি ক্রমান্বয়ে বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। এখনি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে নগর অঞ্চলের উৎপাদনশীলতাকে টেকসই করে দীর্ঘমেয়াদী বাসযোগ্য সার্বিক অনুকূল পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। টেকসই উন্নয়ন অর্জন করার জন্যই টেকসই নগরায়ণ প্রয়োজন। নগর অঞ্চলের উৎপাদনশীলতার কথা বিবেচনা করলে নগর হলো অপার সম্ভাবনার উৎস। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে নগরায়ণে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নগর স্থানীয় সরকার সমূহে অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, দক্ষতাবৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রমসমূহ পরিচালনায় কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

অবকাঠামো উন্নয়ন

পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২৮টি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যেগুলির মধ্যে ৭ টি বৈদেশিক সহয়তাপুষ্ট প্রকল্প, ২টি কারিগরি সহায়তা (TA) প্রকল্প (বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট) এবং ১৯টি বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নগর অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি নিচের সারনিতে প্রদান করা হয়েছে।

	এলজিইডি কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
১	নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প ।(সংশোধিত)	২০০৭-০৮ হতে আগস্ট/২০১৫	৮১৯৮৭.০০	১৫৯২.০০	১৫৯২.১৯	UNDP & DFID
২	খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	অক্টোবর/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৫	৭৪৬৩.০০	১৯০০.০০	১৮৯৩.৬৩	GoB
৩	গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	জানুয়ারী/২০১১ হতে জুন/২০১৮	৬১২১৪.০০	১২৩২৪.০০	১২৩২৩.৯৯	GoB
৪	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারী/২০১১ হতে জুন/২০১৮	১২৫৮৮২.২৭	৩০০০০.০০	২৯৯৯৬.২৮	GoB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
৫	ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)(সং) ।	জানুয়ারী/২০১১ হতে জুন/২০১৭	১২১৮৮৯.৬৯	২৭৫০০.০০	২৭৪৯৯.০০	SFD & OFID
৬	নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প । (সংশোধিত)	জুলাই/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৬	১৩৯৫৯৭.৭৫	৪৮৫০০.০০	৪৮৪৮৫.৫৭	ADB KFW
৭	কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প । (২য় সংশোধিত)	জানুয়ারী/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৬	১১০৮৫.২৫	৩৬৫১.০০	৩৬৫১.০০	GoB
৮	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ প্রকল্প । (সংশোধিত)	২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭	২৪০০.৯৭	২২৫.০০	২২৫.০০	GoB
৯	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প ।	জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৭	১৯০০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	GoB
১০	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন প্রকল্প । (সংশোধিত)	২২/১০/১৩ হতে জুন/২০১৬	২২৫০.০০	১৩৫০.০০	১৩২৭.৭২	GoB
১১	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প ।	জানুয়ারী/২০১৪ হতে মে/২০২০	৮৭৪৭৬.০০	৭৫৭৮.০০	৭৪৯৭.৬৪	ADB
১২	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।	নভেম্বর/২০১৩ হতে জানুয়ারী/২০১৬	২১৯৪.০০	৫৪৮.০০	৫৪৮.০০	GoB
১৩	সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পুনঃখনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।	১৮/১১/২০১৩ হতে জুন/২০১৬	১৪৮৫.০০	৬০৬.০০	৬০৬.০০	GoB
১৪	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট ।	জানুয়ারী/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯	২৪৭০৯৩.০০	২৬০০০.০০	২৫৮৪৫.০৯	WB
১৫	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৮	২৫৬৬.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	GoB
১৬	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প ।	জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০	২৬০০৪৮.৪২	২৪৯০০.০০	২৪৮৯০.১৭	ADB, OFID
১৭	"সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প ।	জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০	২৯৪৩০০.০০	১৯৫৮০.০০	১৯৫৭৯.৬৪	JICA
১৮	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation.	জানুয়ারী/২০১৪ হতে ডিসেম্বর/২০১৬	৭১৭.০০	৩৩০.০০	৩৩০.০০	GoB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
১৯	"বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭	২০২৬.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	GoB
২০	"ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্লান প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	২২৬০.৩৪	৫০০.০০	৫০০.০০	GoB
২১	"পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭	২২২০.০০	৫৩৮.০০	৫৩৮.০০	GoB
২২	জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২৪৯০.০০	৭.০০	৬.৯৭	GoB
২৩	জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন।	মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯	১২৬৫৯.৫২	২০.০০	১৯.৯৫	GoB
২৪	গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭	২৪২৫.০০	৫০.০০	৫০.০০	GoB
২৫	বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭	২২৬৫.১৭	১.০০	১.০০	GoB
২৬	বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	জানুয়ারি/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭	২২৬৭.০০	১.০০	১.০০	GoB
২৭	Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP).	০১/০৫/২০১৩ হতে ৩০/০৪/২০১৮	৩৪৯৪.০০	২১৫.০০	২১৪.৭৭	ADB
২৮	Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in tongi-Gazipur Poura Areas (Proposed Gazipur City Corporation) শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।	ফেব্রেুয়ারী/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৬	১০২৬.৭৫	৪০০.০০	৪০০.০০	ADB
		মোট =	**১৫০১৭৮৩.১৩**	**২১১২১৬.০০**	**২১০৯২২.৬১**	

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অংগের তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচির পরিমাণ	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
১	রাস্তা নির্মাণ ও উন্নয়ন	১,১০২.১৩ কিঃমিঃ	৬২১.১৬
২	ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	৯১৫.৭০ মিঃ	২১.১৯
৩	ড্রেন নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ	১৯১.৪৫ কিঃমিঃ	১৪৯.৭০
৪	নদী/খালের পাড় রক্ষণাবেক্ষণ	৩.৮০৫ কিঃমিঃ	১০.১৫
৫	কমিউনিটি ল্যাট্রিন/ ল্যাট্রিন নির্মাণ	১৭টি	২.০২
৬	বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ	৪টি	৬.৯৪
৭	কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	১টি	৩.০০
৮	কাঁচা বাজার নির্মাণ	৩টি	২.০০
৯	পার্ক/বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ	২টি	৪.১৮
১০	কবরস্থান/শ্মশানঘাট উন্নয়ন/সম্প্রসারণ	৪টি	১.৬৮
১১	ফ্লাইওভার নির্মাণ	৮৭৫০ মিঃ	২৬৩.৯৫
১২	স্ট্রিট লাইট	২৯৫৮টি	১৮.৪৭
১৩	ফুটপাথ নির্মাণ	৮.২৯ কিঃমিঃ	৮.৫৫
১৪	সৌন্দর্যবর্ধন কাজ	-	৩.০৬
১৫	খাল পূনঃ খনন	২.৫৪ কিঃমিঃ	০.৯৭
১৬	জমি অধিগ্রহণ	৬.২৬ একর	১০.৩২
১৭	ভবন নির্মান	৫টি	১৯.০৮
১৮	পানি সরবরাহ	-	১৩.৮১
১৯	ডাষ্টবিন নির্মাণ	৭০টি	০.১০
২০	সাইক্লোন শেল্টার	৬টি	২০.৭৫
২১	রোড প্রোটেকটিভ ওর্য়াক	-	-
২২	হাইড্রোলিক বীম লিফটার	১২টি	৭.০০
২৩	খেয়া ঘাট	৯টি	০.৮০
২৪	গ্যারেজ	১টি	১.০৫
২৫	ঝর্না	১টি	১.৫৮
২৬	বৃক্ষরোপন	-	০.১৯
২৭	রোড রোলার	৩০টি	৫.০০
২৮	কসাইখানা	১টি	০.০৫
২৯	ব্যাসিক আরবান সার্ভিসের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	২৬টি	৪১.০০
৩০	পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো	২৩.২৪ কিঃমিঃ	৫২.২৪
		মোট=	**১২৮৯.৯৯**

এলজিইডি'র নগর সেক্টরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম

সম্প্রতি এলজিইডি জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২২ টি পৌরসভা ও ২ টি সিটি কর্পোরেশন এবং উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২১৭ টি পৌরসভার ও দ্বিতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় ১টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে অর্থাৎ বাংলাদেশের ২৪০ টি পৌরসভা ও ২ টি সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত যোগাযোগ ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় চাহিদা তুলে ধরেন এবং তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। খসড়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজে এরূপ সরবরাহকৃত তথ্য এবং প্রদত্ত মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এরপর খসড়া মহাপরিকল্পনা বা এর কোন অংশ/বিষয়ের উপর এলাকাবাসীর কোন মতামত, অভিযোগ বা আপত্তি বিবেচনার জন্য ন্যূনতম এক মাস গণশুনানী সম্পন্নের মাধ্যমে সকলের যৌক্তিক মতামত অভিযোগ বিবেচনায় নিয়ে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত করা হয় এবং এরূপ চূড়ান্ত মহাপরিকল্পনা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরন করে পৌর পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। ইতোমধ্যে উপজেলা শহর পর্যায়ে সম্পন্নকৃত ২১৭ টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনার মধ্যে ১২০ টি পৌরসভায় গণশুনানী ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ১টি পৌরসভার ক্ষেত্রে (কুয়াকাটা পর্যটন এলাকার জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনা) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষা ও যাচাইপূর্বক স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিসেম্বর ২০১৪ তে গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন করা হয়েছে ও অবশিষ্ট সবগুলি মহাপরিকল্পনার গেজেট নোটিফিকেশন প্রক্রিয়াধীন আছে।

তাছাড়া পরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়নে লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের অ্যাকশান এরিয়া প্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। অধিকন্তু অবশিষ্ট ৫৮টি পৌরসভার মাস্টার প্ল্যান ও উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) শহরের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে দুটি ডিপিপি প্রক্রিয়ধীন আছে।

মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প ঃ

৪-লেন বিশিষ্ট ৮.৭০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মগবাজার- মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণের প্রকল্প ব্যয় ১২১৮.৯০ কোটি টাকা। মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এসএফডি) এবং ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওএফআইডি) থেকে ৭৭৬ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে পাওয়া যাবে। অবশিষ্ট ৪৪২.৯০ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে মেটানো হবে। প্রকল্পটিকে মোট ৩টি প্যাকেজে ভাগ করা হয়েছে।

১. প্যাকেজ নং-PDMMFP W04 (তেজগাঁও সাতরাস্তা থেকে এফডিসি হয়ে মগবাজার হয়ে হলিফ্যামিলি হাসপাতাল) এর দৈর্ঘ্য ২.৫৫৫ কিঃমিঃ, নির্মাতা প্রতিষ্ঠান Simplex-Navana JV, চুক্তি মূল্য- ২১২.২৫৮ কোটি টাকা। এ প্যাকেজটি সাতরাস্তা মোড় হতে এফডিসি মোড়, মগবাজার মোড় হয়ে হলিফ্যামিলি হাসপাতাল পর্যন্ত অংশটি ৩০ মার্চ ২০১৬ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধনের মধ্যেমে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এ প্যাকেজে এফডিসি মোড় থেকে সোনারগাঁও লেভেল ক্রসিং পার হয়ে ৪৫০ মিটার অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যের কাজ চলমান আছে। ফ্লাইওভারের Scope of Works বৃদ্ধি পাওয়ায় Revised Contract প্রক্রিয়াধীন। গড় অগ্রগতি ৮৬%, সমাপ্তির তারিখ ঃ ৩০ নভেম্বর/২০১৬ইং।

২. প্যাকেজ নং PDMMFP W06 (ইস্কাটন থেকে মগবাজার মোড় হয়ে মৌচাক) এর দৈর্ঘ্য ২.২০৮ কিঃমিঃ, নির্মাতা প্রতিষ্ঠান MCCC(No.4)-SEL-UDC JV, চুক্তি মূল্য- ১৯৯.৮৪৭ কোটি টাকা। বাংলা মটরের ইস্কাটন হতে মগবাজার মোড় হয়ে মৌচাক পর্যন্ত। বাংলা মটরের ইস্কাটন হতে মগবাজার মোড় হয়ে মৌচাক পর্যন্ত অংশটি আগস্ট ২০১৬ নাগাদ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। ফ্লাইওভারের Scope of Works বৃদ্ধি পাওয়ায় Revised Contract প্রক্রিয়াধীন। Super Structure এর কাজ চলমান আছে। গড় অগ্রগতি ৯১%, সমাপ্তির তারিখঃ সেপ্টেম্বর/২০১৬ইং।

৩. প্যাকেজ নং-PDMMFP W05 (শান্তিনগর থেকে মালিবাগ, রাজারবাগ, মৌচাক হয়ে রামপুরা) এর দৈর্ঘ্য ৩.৯৩৭ কিঃমিঃ, নির্মাতা প্রতিষ্ঠান MCCC(No.4)-Toma JV Ltd, চুক্তি মূল্য- ৩৪৩.৭০৭ কোটি টাকা। রামপুরা হতে মৌচাক, মালিবাগ মোড় হয়ে রাজারবাগ ও শান্তিনগর পর্যন্ত। Foundation এর কাজ প্রায় শেষ। Super Structure এর কাজ চলমান আছে। গড় অগ্রগতি ৫২%, সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ ঃ ডিসেম্বর/২০১৬ইং।

মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার এর সাতরাস্তা থেকে হলিফ্যামিলি হাসপাতাল অংশ

মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার এর এফডিসি থেকে মগবাজার অংশ

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতুর নক্‌শা প্রণয়ন

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারায়ণগঞ্জের অবদান ব্যাপক। শিল্প ও বাণিজ্য নগরী হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ নারায়ণগঞ্জ শহর তার জনসংখ্যা, অর্থনীতি ও শহরের পরিবৃদ্ধির জন্য ২০১১ সালে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত হয়। সদর ও বন্দর উপজেলার আংশিক অংশ নিয়ে প্রায় ৭২ বর্গ কি.মি. এলাকায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকা বিস্তৃত। প্রায় ১৪ লক্ষাধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই শহরকে শীতলক্ষ্যা নদী দ্বিখন্ডিত করেছে। ফলে প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ মানুষকে তাদের কর্মস্থল, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে নৌকায় পারাপার হতে হয়। এই নদীতে প্রতিনিয়ত বড় নৌযান চলাচলের কারণে এসকল মানুষকে সবসময় ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয়। শহরের অভ্যন্তরে প্রবাহিত শীতলক্ষ্যা নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ এ কারণেই নগরবাসীর দীর্ঘদিনের একটি দাবী। এরূপ দৃশ্যপটে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অনুরোধে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর তার বাস্তবায়নাধীন উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প থেকে সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রয়োজনীয় নকশা তৈরীর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং প্রাথমিকভাবে সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার এন্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট-কে এবং পরবর্তীতে সেতুর নকশা প্রণয়নের জন্য জেপিজেড কনসালটেন্টস (বাংলাদেশ) লিমিটেড ও এনভায়রনমেন্ট কোয়ালিটি এন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর যৌথ উদ্যোগ-কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়োগ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরেই সেতুর নক্‌শা প্রণয়ন কাজ শেষ হয়েছে।

সমীক্ষা প্রকল্পে ব্রীজটি নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৮৩.৪০ (চারশত তেরাশি কোটি চল্লিশ লক্ষ) টাকা এবং মোট দৈর্ঘ্য ১২৬৫ মিঃ (মূল সেতু ৩৬০ মিঃ + দুই পার্শ্বের ভায়াডাক্ট ৯০৫ মিঃ) নির্ধারিত হয়। প্রকল্পটির ব্যয় বিবেচনা করতঃ বৈদেশিক অর্থে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি একটি PDPP প্রণয়ন করে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

কুয়াকাটা পর্যটন উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার অনুমোদন, গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন

কুয়াকাটা পর্যটন কেন্দ্রের জন্য প্রণীত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে এলজিইডি'র আওতাধীন 'উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ের ২২২টি পৌরসভার সঙ্গে কুয়াকাটা পর্যটন এলাকার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব এলজিইডি গ্রহণ করে। প্রায় ৮২.৫০ বর্গ কি.মি. এলাকার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ ২০১১ সালে সম্পন্ন হয়। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন স্তরে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের অংশগ্রহণে একাধিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও, খসড়া মহাপরিকল্পনা সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, একাধিক

মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীগণ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামীপে উপস্থাপন করা হয় ও তাঁদের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা হয়। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে কুয়াকাটা পর্যটন কেন্দ্রের জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনাটির অনুমোদন, গণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে, যা কুয়াকাটা পর্যটন এলাকায় দীর্ঘ দিন স্থগিত থাকা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিকল্পিত উপায়ে সম্পন্ন করার জন্য সকল প্রতিবন্ধকতাকে প্রাথমিকভাবে অপসারিত করেছে।

খিলগাঁও ফ্লাইওভারের লুপ নির্মাণ (সায়েদাবাদ প্রান্তে) প্রকল্প

ঢাকা শহরকে যানযটমুক্ত করার লক্ষ্যে ৭৪.৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এলজিইডি'র আওতায় "খিলগাঁও ফ্লাইওভারের লুপ নির্মাণ (সায়েদাবাদ প্রান্তে)" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর পূর্বাংশ থেকে কেন্দ্রস্থলে যান চলাচলের সুবিধার্থে খিলগাঁও ফ্লাইওভারের সায়েদাবাদ প্রান্তের নবনির্মিত লুপটির ফলোক গত ২৫ জুন ২০১৬ তারিখে উন্মোচন করেন। উক্ত লুপ নির্মাণের ফলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রগতি সরনি ও ঢাকা শহরের পূর্বাঞ্চল (মাদারটেক, বাদামতলী, বাসাবো, সিপাহীবাগ) হতে আগত বিপুল সংখ্যক যানবাহন সরাসরি মতিঝিল/রাজারবাগ যাতায়াতে খিলগাঁও ফ্লাইওভার ব্যবহার করতে পারছে। এছাড়া খিলগাঁও এলাকায় রেল এবং রোড ইন্টারসেকশনের যানজট নিরসন ও যাতায়াত সময় হ্রাস এবং ফ্লাইওভারের যানবাহন ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খিলগাঁও ফ্লাইওভারের লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে)

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প-৩ঃ

দেশের ৩১টি পৌরসভা যথাক্রমে বেড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চারঘাট, ঈশ্বরদি, জয়পুরহাট, লালমনিরহাট, নওগাঁ, নীলফামারি, পঞ্চগড়, শাহাজাদপুর, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, লাকসাম, লক্ষীপুর, নবীনগর, রাঙ্গামাটি, বেনাপোল, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, কোটালিপাড়া, মাগুরা, মেহেরপুর, রাজবাড়ি, টুঙ্গিপাড়া, ছাতক, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, মুক্তাগাছা, নেত্রকোনা, শেরপুর এর অবকাঠামো উন্নতিকরণ ও নগর সুপরিচালনের লক্ষ্যে জুলাই, ২০১৪ সালে বাংলাদেশ সরকার, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক, ও ওএফআইডি এর আর্থিক সহায়তায় তৃতীয় নগর পরিচালন এবং অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP-III) এর কাজ শুরু হয়।

প্রকল্পটি অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে নগর যাতায়াত ব্যবস্থা, ড্রেনেজ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট ও অন্যান্য সুবিধাদি, বস্তিবাসীদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কাজ করছে।

এছাড়া নগর সুপরিচালন ও দক্ষতাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে, নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণবৃদ্ধি, সিটিজেন চার্টার, নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা, নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন, দরিদ্র নগরবাসীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কার্যক্রম, বস্তি উন্নয়ন কমিটি, টাউন লেভেল কো-অরডিনেশন কমিটি (টিএলসিসি), ওয়ার্ড কমিটি (ডব্লিউসি) গঠনের মাধ্যমে পৌরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে। এসকল কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রকল্পটি নিম্নবর্ণিত সাতটি কর্মক্ষেত্রের মাধ্যমে কর্মকা- পরিচালনা করছে।

১। নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ
২। নগর পরিকল্পনা
৩। নারী ও শহুরে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর সমতা ও অন্তর্ভুক্তিকরণ
৪। স্থানীয় সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি
৫। আর্থিক ব্যবস্থাপনা, দায়বদ্ধতা ও টেকসইকরণ
৬। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা
৭। পৌরসভার প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ সচল রাখা

অগ্রগতিঃ

- হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের ক্ষেত্রে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহ আশানুরুপ অগ্রগতি সাধন করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জুন ২০১৬ পর্যন্ত হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হার ৭৪.৫৭%।
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের পরিমাণ ৪১.৫০ কোটি টাকা এবং নন ট্যাক্স বাবদ আদায়ের পরিমাণ ৯১.৭৮ কোটি টাকা।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রকল্পের ১০টি প্যাকেজের আওতায় ১৫৭.৯৮ কোটি টাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়িত হয়। এ কাজের মধ্যে রয়েছে ৪৬ কিঃমিঃ ড্রেন নির্মাণ ও ১৮২.২৫ কিঃমিঃ রাস্তা উন্নয়ন করা হয়েছে।
- নগর পরিচালন কর্মসূচি (ইউজিআইএপি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার মেয়রদের ওরিয়েন্টেশেন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উইন্ডো বি পৌরসভার জন্য কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে মেয়র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব ও কাউন্সিলরদের নিয়ে ওরিয়েন্টেশন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। চলতি বছরে দেশের পৌরসভা নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর উইন্ডো বি এর আওতায় প্রকল্পে অংশগ্রহণেচ্ছু পৌরসভাসমূহের নবনির্বাচিত মেয়রদের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এডিবির অতিরিক্ত অর্থায়নে ৫টি পৌরসভা যথাক্রমে ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, কুষ্টিয়া ও কক্সবাজার এর মেয়রদের নিয়ে প্রজেক্ট প্রিপারেশন টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট (পিপিটিএ) কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ৩১টি পৌরসভায় ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের জন্য ৩১টি ট্রেনিং প্রোগ্রাম, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য ৩১টি অন জব ট্রেনিং প্রোগ্রাম সম্পন্ন করা হয়।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জেন্ডার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহ নিজস্ব রাজস্ব বাজেট হতে প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ ব্যয় করে। এর মাধ্যমে নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণ পরবর্তী সহায়তা ও বস্তিবাসীদের জীবনমানোন্নয়নে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন করা রয়েছে। নারীদের অন্যান্য সুবিধাদির মধ্যে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহে পৌরভবনে উমেন্স সেকশন নির্মাণ, বাস ও রেল স্টেশনে পৃথক টিকেট কাউন্টার ও বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পভুক্ত সকল পৌরসভার প্রতিটি বস্তিতে বস্তিউন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টরের নিকট থেকে এ্যানুয়াল পারফরমেন্স রিকগনিশন এ্যাওয়ার্ড ২০১৫ গ্রহণ করেন ইউজিআইআইপি-৩ এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ। এসময়ে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী উপস্থিত ছিলেন।

২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৬, ইউজিআইআইপি-৩ আয়োজিত প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার মেয়রবৃন্দের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, জনাব আবদুল মালেক।

ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোর চিত্র

সড়ক নির্মাণ, মাগুরা পৌরসভা

সড়ক নির্মাণ, ঈশ্বরদি পৌরসভা

সিসি রোড নির্মাণ, লালমনিরহাট পৌরসভা

সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ, শেরপুর পৌরসভা

ড্রেন নির্মাণ, মাগুরা পৌরসভা

ড্রেন নির্মাণ, নওগাঁ পৌরসভা

নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নরসুন্দা নদী পুনর্বাসনের কাজ গত ডিসেম্বর ২০১২ তে শুরু হয়। বর্তমানে নদী পুনঃখননের কাজ প্রায় সমাপ্ত। ৭টি দৃষ্টি নন্দন ব্রিজের কাজ সমাপ্ত, ৩টি দৃষ্টি নন্দন ফুট ব্রিজের কাজ প্রায় সমাপ্ত, ৪টি ব্রিজ প্রশস্তকরণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অন্যান্য কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পে অঙ্গসমূহের মধ্যে রয়েছে নদী পুনঃখনন, দৃষ্টি নন্দন ব্রিজ, রাস্তা ও ড্রেন, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার, ফুটপাথ, পার্ক ও ঘাট নির্মাণ। প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হলে এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পরিবেশ উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে এবং জনগণের জন্য বিনোদনের ক্ষেত্র সৃষ্টির পাশাপাশি শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পটি আগামী ডিসেম্বর' ২০১৬ তে সমাপ্ত হবে।

নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পার্ক ও উন্মুক্ত মঞ্চ

নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত নির্মিত দৃষ্টি নন্দন ব্রিজ

নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খননকৃত নদী ও নির্মাণাধীন ব্রিজ

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), কেএফডব্লিউ (KfW) এবং সুইডিস সিডা (Sida) এর যৌথ অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (CRDP) ২০১১ সালের জুলাই মাস থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ঢাকা নগর অঞ্চলে রয়েছে ৫টি সিটি কর্পোরেশন, ৮টি পৌরসভা ও ১২টি আরবান সেন্টার এবং খুলনা নগর অঞ্চলে ১টি সিটি কর্পোরেশন, ৪টি পৌরসভা ও ২৪টি আরবান সেন্টার। নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের মূল লক্ষ্য কার্যকর আঞ্চলিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ঢাকা ও খুলনা নগর অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ানো এবং পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন সাধন। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্পের আওতায় ৩টি উপাংশে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যথা- নগর অবকাঠামো সমূহের উন্নয়ন (Development of Urban Infrastructure), নগর পরিকল্পনা উন্নয়ন (Improvement of Urban Planning) এবং পৌর ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করা (Strengthening of Municipal Management and Capacity)। প্রকল্পের আওতায় সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং আরবান সেন্টারে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলছে এবং বেশ কয়েকটি উপ-প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রকল্পের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) বরাদ্দ ছিলো ৪৮৫ কোটি টাকা, যার মধ্যে সরকারি অর্থ ১২৮ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৫৭ কোটি টাকা। এই অর্থবছরে ১০০% ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে এবং বরাদ্দের ৯৯.৯৭% অর্থ (৪৮৪ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের 'নগর পরিকল্পনা উন্নয়ন' উপাংশের আওতায় রাজউক কর্তৃক ঢাকা স্ট্রাকচারাল প্লান ২০ বছর মেয়াদের জন্য (২০১৬-২০৩৫) হাল নাগাদ করা হয়েছে। ২০১৫ সালে প্রকল্প বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) সিআরডিপিকে সেরা প্রকল্পের স্বীকৃতি দেয় এবং প্রকল্প টিমকে পুরষ্কৃত করে। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালেও প্রকল্পটি এডিবি'র সেরা প্রকল্পের স্বীকৃতি লাভ করে।

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ/কর্মশালা, বৈদেশিক মিশন ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

(ক) প্রশিক্ষণ/কর্মশালা

নারী কাউন্সিলরসহ পৌরসভার কর্মকর্তাদের জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের ঢাকা অঞ্চলের সাভার, কালিয়াকৈর, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ, তারাব, সোনারগাঁও, কাঞ্চন ও নরসিংদী পৌরসভার নারী কাউন্সিলর, সচিব ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তাদের জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় প্রকল্প থেকে। গত ৫ আগষ্ট সাভার পৌরসভার অডিটরিয়ামে এবং ২০ আগষ্ট তারাব পৌরসভার অডিটরিয়ামে দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে জেন্ডার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (জিএপি) বাস্তবায়ন এবং নারী কাউন্সিলরদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেয়া হয়। নারী কাউন্সিলরগণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জেনে এধরণের আরও প্রশিক্ষণ আয়োজনের অনুরোধ জানান।

সিআরডিপির প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আহসান হাবিব জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য দিচ্ছেন।

নারী কাউন্সিলরসহ পৌরসভার কর্মকর্তা এবং ঠিকাদারদের Safeguard, GAP Implementation & Monitoring বিষয়ক Refresher প্রশিক্ষণ

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পভুক্ত সাভার, কালিয়াকৈর, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ, তারাব, সোনারগাঁও, কাঞ্চন, নরসিংদী, যশোর, ঝিকরগাছা, নওয়াপাড়া ও মোংলাপোর্ট পৌরসভার নারী কাউন্সিলর, মেডিকেল অফিসার, সহকারী প্রকৌশলী, সচিব, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট, MDS Consultants এর Junior Engineer এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের Project Manager এবং Site Engineer দের Safeguard, GAP Implementation & Monitoring এর ওপর Refresher প্রশিক্ষণ দেয়া। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারাব পৌরসভার অডিটরিয়ামে, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ যশোর এলজিইডি'র আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এবং ১৮ মে ২০১৬ কালিয়াকৈর পৌরসভার অডিটরিয়ামে দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে সামাজিক ও পরিবেশ সুরক্ষা, কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীকর্মীদের সম্পৃক্ত করা, সমকাজে সমমজুরী নিশ্চিত করা এবং এসব বিষয় সঠিকভাবে পরিবীক্ষণের ওপর সম্যক ধারণা দেয়া হয়।

কালিয়াকৈর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান প্রশিক্ষণে বক্তব্য দিচ্ছেন।

খ) মিশন

রিভিউ মিশন

গত ১০ থেকে ১৮ নভেম্বর, ২০১৫ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের রিভিউ মিশন নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের জ্যেষ্ঠ প্রকল্প কর্মকর্তা (নগর অবকাঠামো) এলমা মোর্শেদা মিশনের নেতৃত্বে দেন। মিশন সদস্যরা এলজিইডি, ডিপিএইচই, রাজউক ও প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। মিশন খুলনা সিটি কর্পোরেশন এবং যশোর, ঝিকরগাছা, মোংলাপোর্ট, সাভার ও সিংগাইর পৌরসভায় সিআরডিপি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন গত ১৮ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাপনী সভার মধ্য দিয়ে মিশনের কার্যক্রম শেষ হয়।

কেএফডব্লিউ মিশন

গত ০৩ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে প্রজেক্ট ম্যানেজার মিঃ জোহান্স স্কল এর নেতৃত্বে কেএফডব্লিউ মিশন নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনে গৃহীত উপ-প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করে। কাজের অগ্রগতি ও গুণগত মান দেখে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে। পরে খুলনা নগর ভবনে প্রকল্প ও সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কাজের অগ্রগতি, মান এবং উদ্ভূত সমস্যা ও তা সমাধানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

গত ৩ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে কেএফডব্লিউ মিশন নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গৃহীত উপ-প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেন ।

গ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক পুরষ্কৃত

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ২০১৫ সালে প্রকল্প বাস্তবায়নে কৃতিত্বের জন্য এলজিইডির ৩টি প্রকল্পকে সেরা প্রকল্প হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং প্রকল্প টিমকে পুরষ্কৃত করেছে । নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প এ পুরষ্কারে ভূষিত হয় । সেরা প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে এডিবি'র বেশ কিছু মানদ- রয়েছে, এক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয় । অন্য মানদ-গুলো হলো প্রকল্প দলের দক্ষতা, সততা, ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, প্রকল্পের অগ্রগতি, লক্ষ্য অর্জন, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, দক্ষ নেতৃত্ব ইত্যাদি । বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্রে এডিবি'র ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর মিঃ ওলেগ টনকনোজেনকভ প্রকল্প দলকে পুরষ্কৃত করেন ।

এডিবির ২০১৫ সালের সেরা প্রকল্প দলের পুরস্কার হাতে প্রকল্প পরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পূর্তকাজের কিছু আলোকচিত্র

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মোংলাপোর্ট পৌরসভা এলাকায় নির্মিত সড়ক

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নির্মিত সড়ক

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মোংলাপোর্ট পৌরসভা এলাকায় নির্মিত সড়ক

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নির্মিত ড্রেন

নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণসহ গ্রাম ও শহরের সমন্বিত উন্নয়নের কথা চিন্তা করে প্রথমবারের মতো একই প্রকল্পে পল্লী উন্নয়নের পাশাপাশি পৌরসভা উন্নয়নে জাতীয় নীতিমালার সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ১৪টি জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র হ্রাসকরণের লক্ষ্যে নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট কাজ করছে। এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন JICA সহায়তাপুষ্ট "নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পটি Rural-Urban সমন্বিত পন্থায় বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় ১৪টি জেলা অর্থাৎ রংপুর বিভাগের ৮টি জেলা এবং ঢাকা বিভাগের ময়মনসিংহ অঞ্চলের ৬টি জেলার ১১৭টি উপজেলায় বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি একই এলাকাভূক্ত নির্বাচিত ১৮টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন ও পৌরসভা সমূহের পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধিও জন্য Urban Governance Improvement Action Program (UGIAP) কর্মসূচি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

পল্লী এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষনের আওতায় বর্তমানে ১৫৭টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৬৯৮ কোটি টাকার কাজ এবং নগর অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৮টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৪৭.৫ কোটি টাকার কাজ চলমান আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এডিপির ১০০ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবৎসরে প্রকল্পভূক্ত ১৮টি পৌরসভায় দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পভূক্ত ১৮টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নগর পরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে UGIAP বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রথম পর্যায়ের UGIAP সফলভাবে বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে MPRC ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে ১৮টি পৌরসভা দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত হতে সমর্থ হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের মাধ্যমে প্রকল্প সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। UGIAP Phase-II এর কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিচালনা ও দক্ষতা বৃদ্ধিও কাজ যথাঃ-

- নাগরিক সচেতনতা এবং অংশগ্রহণ
- নগর পরিকল্পনা পদ্ধতির উন্নয়ন
- নারী অংশগ্রহণ
- উন্নয়ন পরিকল্পনায় নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্তকরণ
- আর্থিক স্বচ্ছতা ও টেকসইকরণ
- প্রশাসনিক সামর্থ অর্জনসহ প্রতিটি কার্যক্রম চলমান আছে।

দরিদ্র ও দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের নিমিত্তে এলসিএস এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৬৯১ কিলোমিটার রাস্তায় ১৩৬ টি গ্রুপের ৬৯৫ জন মহিলা শ্রমিক ও ৪১ জন সুপারভাইজার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

জেন্ডার কার্যক্রমকে গতিশীল করার নিমিত্তে চলতি অর্থবছরে এলসিএস এর মহিলা শ্রমিকদের এবং গ্রোথ সেন্টার মার্কেটের মহিলা বিক্রেতাদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যার নিমিত্তে এলসিএস মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ৩২টি ব্যাচে ১৪৪০ জন প্রশিক্ষনার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যাতে ৩৭০২ প্রশিক্ষণ দিবস অর্জিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যয় হয়েছে ৭৩.০৬ লক্ষ টাকা।

১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ তারিখে নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় UGIAP Phase-II এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প

প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ঢাকা শহরের বিশাল অধিবাসীদেরকে শহর পরিস্কার করণ, ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনাসহ অনেক নাগরিক সুবিধাই সিটি কর্পোরেশনকে প্রদান করতে হয়। এ কাজে নিয়োজিত রয়েছে এক বিশাল কর্মী বাহিনী যার কর্মী সংখ্যা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে মোট ৭১৫৬ জন। কাজের প্রকৃতির কারণে তাদেরকে কর্মস্থলের কাছাকাছি থাকা একটি আবশ্যকীয় প্রয়োজন। এই বিশাল পরিচ্ছন্নতা কর্মী সদস্যদের মধ্যে মাত্র ২৯৮০ জনের জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক এ পর্যন্ত আবাসন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। ফলে এরূপ অধিকাংশ কর্মীকেই নগরীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ১৪টি কলোনীতে এক অস্বাস্থ্যকর এবং অমানবিক অবস্থায় বাস করতে হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে প্রতিটি ৪তলা বিশিষ্ট মোট ১২টি ভবন নির্মাণকল্পে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক "ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের দয়াগঞ্জ,ধলপুর ও সূত্রাপুর ক্লিনার্স কলোনী নির্মাণ শীর্ষক" একটি প্রকল্প ১২ মে ২০০৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে নির্মাণ ক্রুটির কারণে একটি ভবন ধ্বসে পড়লে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ স্থগিত হয়ে যায়। পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের প্রকট আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে নির্মিত ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো ভেঙ্গে সেখানে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণের জন্য একনেক ২৪ জুলাই ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সিটি কর্পোরেশনের পরিবর্তে এলজিইডিকে ভবনগুলি নির্মাণের দায়িত্ব প্রদান করে। উক্ত সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় ২৯ আগষ্ট ২০১২ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের বসবাসের জন্য এলজিইডি কর্তৃক একটি প্রকল্প প্রণয়নের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের আবাসন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যেই মূলত ইতিপূর্বে নির্মিত ১২টি ৪তলা ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ভেঙ্গে তদস্থলে বর্তমানে ১৩টি ১০তলা ভবন নির্মাণের জন্য এলজিইডি কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি ১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত ১১৪৮টি পরিচ্ছন্নতা কর্মী পরিবার আধুনিক ও যুগোপযোগী আবাসন সুবিধা পাবে। এতে তাদের আবাসিক সংকট লাঘব হবে এবং তারা আরও উন্নত সেবা প্রদানে উৎসাহী হবে - ঢাকা মহানগীরর পরিবেশ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে।

১৯০ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটি জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের সমুদয় ব্যয়ভার

বাংলাদেশ সরকার থেকে নির্বাহ করা হবে। প্রত্যেকটি ১০ তলা বিশিষ্ট ১৩টি ভবনের মাধ্যমে মোট ১১৪৮টি ফ্লাট নির্মাণ করা হবে (দয়াগঞ্জ ৫টি, ধলপুর ৫টি ও সুত্রাপুর ৩টি ভবন)। ৪৭২ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট প্রতিটি ফ্লাটে একটি বেড রুম, একটি কমন রুম, একটি কিচেন, একটি বাথরুম এবং একটি বারান্দা থাকবে। প্রতিটি ভবনে থাকবে লিফট, ফায়ার ফাইটিং, সার্বক্ষনিক বিদ্যুতের জন্য জেনারেটর রুম এবং সাব-ষ্টেশন এর ব্যবস্থা।

জুন ২০১৬ পর্যন্ত এলজিইডি সিটি কর্পোরেশন থেকে মাত্র ৫টি ভবন বুঝে পেয়েছে। পুরতান এই ৫টি ভবনই ইতিমধ্যে ভেঙ্গে ফেলে দয়াগঞ্জে ২টি ভবনের ১ম তলার কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং কাজ চলমান। ধলপুরে ৩টি ভবনের সম্পূর্ণ অংশের সাব-ষ্ট্রাকচার (ফাউন্ডেশন) কাজ সমাপ্ত হয়েছে, সুপারষ্ট্রাকচারের কাজ চলমান। অবশিষ্ট ভবনগুলির দখল বুঝে পাবার পরই সেখানে নতুন ভবন নির্মাণকল্পে এলজিইডি পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস ভবনের প্রস্তাবিত নকশার সম্মুখ দৃশ্য

প্রস্তাবিত ভবনের ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য

ভবনের প্রস্তাবিত নকশার বহ্যিক কিছু দৃশ্য

উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প

উপকূলীয় শহরের জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণুতা ও দুর্যোগ প্রস্তুতি শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প বরিশাল বিভাগের ৪টি জেলার মোট ৮টি উপকূলীয় শহরে (আমতলী, গলাচিপা, পিরোজপুর, মঠবাড়িয়া, বরগুনা, দৌলতখান, কলাপাড়া এবং ভোলা) বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ ও মিউনিসিপ্যাল পরিচালন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও কমিউনিটি উন্নয়ন। ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মধ্যে ড্রেনেজ, ঘুর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, দুর্যোগকালীন জরুরী প্রবেশ রাস্তা, সেতু ও কালভার্ট এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অন্যতম। সামাজিক উন্নয়নের আওতায় দরিদ্র জনগণের দরিদ্রতা হ্রাসকরণ ও শহরবাসীর জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলা এবং স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্পের (CTEIP) প্রকল্প পরিচালক জনাব আনোয়ার হোসেন বাগেরহাট পৌরসভায় অনুষ্ঠিত TA-8913 REG: Subproject 1 এর ইন্সেপশন ওয়ার্কশপ এ বক্তব্য প্রদান করেন।

বর্তমানে প্রকল্পটির আওতায় চারটি পৌরসভায় ৯ কিঃমিঃ রাস্তা, ৭ কিঃমি ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১২টি সাইক্লোন শেল্টার, ৩১ কিঃমিঃ রাস্তা ও ২২কিঃমি ড্রেনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও গতিশীল করণের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ই-জিপি এর মাধ্যমে পূর্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় পৌরসভাসমূহের পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য "সমন্বিত নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি" UGIAP গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে UGIAP বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৮টি পৌরসভায় মোট ৫৯ টি কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৪৯৭ জন নারী ও ১২০৭ জন পুরুষসহ মোট ১৭০৪ জনকে দক্ষতাবৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭ মার্চ ২০১৬ তারিখে উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (CTEIP) ও তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UGIIP-III) এর যৌথ উদ্যোগে TA-8913 REG: Subproject-1 এর আওতায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর উন্নয়নশীল সদস্য দেশসমূহের বাছাইকৃত শহওে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণুতা নীতি (৪৮৩১৭-০০২) অনুসরনে সমন্বিত নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার উপর কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় উপস্থিত ছিলেন এবং উক্ত কর্মশালায় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) সভাপতিত্ব করেন। কর্মশালায় অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ; প্রধান প্রকৌশলী, ডিপিএইচই এবং Principal Urban Development Specialist, ADB, Manila; পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর ও প্রকৌশলীবৃন্দ; এলজিইডি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), প্রকল্প পরিচালক; ও পরামর্শকসহ সরকারী, বেসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী TA-8913 REG: Subproject 1 এর ইন্সেপশন ওয়ার্কশপ এ প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন।

নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্জন

পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অকাঠামো উন্নতিকরণ কর্মসূচির (UGIIP-III) আওতায় ৩১টি পৌরসভায় পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য ''নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি"(UGIAP) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (NOBIDEP) প্রকল্পের আওতায় ১৮টি পৌরসভায় এবং সিটি গভার্নেন্স প্রজেক্ট (CGP) এর আওতায় ৫টি সিটি কর্পোরেশনে পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য "নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি"(UGIAP) গ্রহণ করা হয়েছে এবং MGSP এর আওতায় ৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ২২টি পৌরসভায় UGIAP বাস্তবায়নের কাজ চলমান আছে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ অনুসরণে ৬টি সুনিদিষ্ট কর্মক্ষেত্রে ২১টি কর্মকান্ডের (Activities) মাধ্যমে ১১৬টি সুনির্দিষ্ট করণীয় (Task) নিয়ে ''নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী" প্রণয়ন করা হয়েছে। পৌরসভা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিসহ পৌরসভায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ UGIAP বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর থেকে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে UGIAP বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নিম্নলিখিত ৬টি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা ও করণীয় নির্ধারণের মাধ্যমে নগর পরিচালন ও উন্নতিকরণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। এ কর্মসুচির মাধ্যমে পৌরসভায় অণুসৃত নাগরিক সনদ, সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড, মাস্(Mass)-কমিউনিকেশন সেল, অভিযোগ নিষ্পত্তি কেন্দ্র, ইত্যাদি পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নে নব যুগের সুচনা করেছে।

১) নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ

২) নগর পরিকল্পনা

৩) নারী অংশগ্রহণ

৪) নগর দারিদ্র বিমোচন

৫) আর্থিক দায়বদ্ধতা ও সাইটেইনেবলিটি

৬) প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও ই-গর্ভন্যান্স

দক্ষতা বৃদ্ধি

পৌরসভায় কর্মরত জনবলসহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত মিউনিসিপ্যাল সহায়তা ইউনিট (MSU) ও নগর ব্যবস্থাপনা সহায়তা ইউনিট (UMSU) এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং বর্তমানে এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে ১৪টি অঞ্চলে ১৭৪টি পৌরসভা ও ৮টি সিটি কর্পোরেশনে "মিউনিসিপ্যাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" এর কার্যক্রম চালু আছে। তাছাড়া এমজিএসপি প্রকল্পের আওতায় আরও ১৪৬টি পৌরসভায় এই কার্যক্রম চালু হয়েছে। সহজে, স্বল্প সময়ে উন্নত ও মানসম্পন্ন নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে গঠিত MSU-UMSU বর্তমানে এলজিইডি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর (নগর ব্যবস্থাপনা) ও পরিচালক (MSU) এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ১৪টি অঞ্চলে নির্বাহী প্রকৌশলী সমমর্যাদার উপ-পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ১৪টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে, যার মাধ্যমে অঞ্চলসমূহের পৌরসভাসমূহকে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রমসমূহের বিবরণ নিচে প্রদান করা হয়েছেঃ

কম্পিউটারাইজেশন

(ক) পৌরকর শাখার কম্পিউটারায়ন ও পৌরকরের উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;
(খ) পৌর পানি শাখার কম্পিউটারায়ন ও পানি শাখার উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;
(গ) ট্রেড লাইসেন্স কম্পিউটারায়ন ও এর উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;
(ঘ) হিসাব শাখার কম্পিউটারায়ন ও হিসাব শাখার উন্নততর প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
(ঙ) অযান্ত্রিক যানবাহনের ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটারায়ন ও এর উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা (পাইলট ভিত্তিতে)।

পরিকল্পিত নগরায়ণে সহায়তা

(ক) ভৌত অবকাঠামো ডাটাবেইস্ প্রস্তুতকরণ;
(খ) পৌরসভার ডিজিটাল বেইজ ম্যাপ প্রণয়ন;
(গ) মাষ্টারপ্ল্যান সম্পর্কে ধারণা প্রদান;
(ঘ) সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান।

কমিউনিটি মবিলাইজেশন

পৌরসভা পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়ে গঠিত কার্যক্রমে সহায়তার জন্য শহর সমন্বয় কমিটি (TLCC), ওয়ার্ড কমিটি (WC), কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন(CBO) (পাইলট ভিত্তিতে) গঠনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা হয়।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

এমআইএস, ওয়েব পোর্টাল এবং পৌরসভার তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

নগর ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট ইউনিট (UMSU) কর্তৃক সম্পাদিত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

নগর ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট ইউনিট এরমাধ্যমে e-GP কার্যক্রমের ওপর ৯৩ জন পৌর প্রকৌশলী কে এবং BMDF ভূক্ত পৌরসভার ২৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে Financial Management এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া নগর ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট ইউনিট (UMSU) এর সদর দপ্তর এবং ১৪টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে পৌরসভা পর্যায়ে চলমান কার্যক্রমের উপর সার্বক্ষনিক মনিটরিং করা হয়ে থাকে।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে অবস্থিত এ টু আই প্রোগ্রামের সহিত সম্পৃক্ত কার্যক্রম

দেশের সকল পৌরসভায় পৌরসভার তথ্য ও সেবা কেন্দ্র (পিআইএসসি) এবং নগর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র (টিআইএসসি) স্থাপন করার লক্ষ্যে UNDP এর আর্থিক সহায়তায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অবস্থিত এ টু আই কার্যক্রমে এলজিইডি'র নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় গঠিত ১৪টি আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

পৌরসভাসমূহে দাপ্তরিক কর্মকান্ডে গতিশীল, নাগরিক সুযোগ সুবিধা ও সেবাসমূহকে স্বল্প সময়ে পৌঁছানো নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে পৌরসভা সমূহের মধ্যে WAN স্থাপন ও ডাটাবেজ তৈরি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দক্ষতা উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে পৌরসভা এমআইএস সফটওয়্যার এবং ওয়েব পোর্টাল অপারেশন এর ওপর এলজিইডি'র নগর ব্যবস্থাপনা সহায়তা ইউনিট (UMSU) ও ১০টি আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে ৩৪টি ব্যাচে ৩২৩টি পৌরসভা, প্রতিটির একজন সচিব ও সংশ্লিষ্ট পৌরসভাসমূহের ২ করে জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এমআইএস সফ্টওয়্যার এবং ওয়েব পোর্টাল অপারেশনের ওপর পৌরসভার মোট ৯১০ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৫৫৯ জন পৌর প্রকৌশলী (সিভিল)-দের পৌরসভার অবকাঠামো ও ডিজাইন ম্যানুয়ালের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা গুলি গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ আর্থিক সহায়তা করেছে। প্রশিক্ষণ প্রদান ছাড়াও থোক বরাদ্দ থেকে ১৯.৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩.১৫ টন ধারণ ক্ষমতার ৫২টি ডাম্পট্রাক ক্রয়পূর্বক ১১টি সিটি কর্পোরেশনে সরবরাহ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ২৯.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩.১৫ টন ধারণ ক্ষমতার ৭৮টি ডাম্পট্রাক ক্রয় করা হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট পৌরসভাগুলিতে সরবরাহ প্রক্রিয়াধীন আছে।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

'জাতীয় পানি নীতি' অনুসরণে দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের একটি অন্যতম কার্যক্রম। পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়িত প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (আইডব্লিউআরএম) ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। পানি সম্পদ উন্নয়নে নীতি সংক্রান্ত, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং নতুন প্রকল্প প্রণয়নে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশন (আইডব্লিউআরএম)

স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্যতা যাচাই ও কারিগরি নক্সা প্রণয়ন (Feasibility Study and Detailed Design) করা হয়। এই সমস্ত কার্যক্রম যথাযথ ভাবে সম্পন্ন ও পরিবীক্ষণের সুবিধা জন্য সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটে একটি পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশন আছে। স্থানীয় পানি সম্পদ ব্যবহারে সমস্যা চিহ্নিত করে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশন এলজিইডি'র ক্ষুদাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উপ-প্রকল্প গ্রহন করে যাচ্ছে।

আইডব্লিউআরএম ইউনিট-এর পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশনের আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা ও ডিজাইনের সামগ্রিক কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরুপঃ

	আইডব্লিউআরএম ইউনিটের পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশনের আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা ও ডিজাইন সম্পর্কিত তথ্যাদি

কার্যক্রম	অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প
সম্ভাব্যতা যাচাই (সংখ্যা) (Feasibility Study)	১৭
কারিগরি নক্সা প্রণয়ন (সংখ্যা) (Detailed Design)	৭০

উপ-প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ ১,০০০ হেক্টর পর্যন্ত আবাদি এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও ভূপরিস্থ পানি দিয়ে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে উপ-প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রতিটি উপ-প্রকল্পের প্রস্তাব গৃহীত এবং প্রাক-সম্ভব্যতা যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর উপকারভোগীদের অংশগ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন ও উপ-প্রকল্প অবকাঠামোর নক্সা অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রতিটি উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর উপকারভোগীদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি ও এলজিইডি যৌথভাবে এক বছর পর্যন্ত উপ-প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। এরপর উপ-প্রকল্পে নির্মিত সকল অবকাঠামোর ব্যবহারিক মালিকানা একটি লীজচুক্তি করে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কাছে হস্তান্তর করা হয়। ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়নের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি, এলজিইডি এবং ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যাতে সকল পক্ষেরই ভূমিকা নির্ধারিত করা আছে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি উপ-প্রকল্পের পানি সম্পদ অবকাঠামোসমূহের টেকসই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয়।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিটি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিকে উপ-প্রকল্পে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ও যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান করে। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) শাখা পরিকল্পনা, ডিজাইন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির মাধ্যমে এই সমস্ত তথ্য এলজিইডির সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী'র কার্যালয় সংগ্রহ করে এবং পরীক্ষ-নিরীক্ষা পর নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের এমঅইএস সফটওয়ারের মাধ্যমে অনলাইনে ডাটা প্রেরণ করেন।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পসমূহ

এলজিইডি এ পর্যন্ত "ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" এবং "দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" এর আওতায় ৫৮০টি উপ-প্রকল্প নির্মাণ করেছে। এই সফলতার ধারাবাহিকতায় "বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প" এবং "অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এদুটি প্রকল্পে পর্যায়ক্রমে আরো ৫২৫টি নূতন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নসহ ১ম ও ২য় পর্যায়ের ১৫০টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর ফলে আরো অতিরিক্ত প্রায় ৩,১৫,০০০ হেঃ জমিতে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত "হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন" এবং "হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্পসহ কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

আইডব্লিউআরএম এর অধীন বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি
		স্কীম/উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	বরাদ্ধকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	
১	বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	২৪২	৫৬৮৭১.১৬	৭৭	৭২২০.৬৭	১০০%
২	অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প	৪২০	৮০৫২১.৪১	৫২	১১৩৪০.০০	১০০%
৩	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	১৫	২৭৭৪০.৫৫	৫	৯৫১.১৯	১০০%
৪	রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম	৪০০	১৫০০.০০	৪০০	১৫০০.০০	১০০%
৫	এইচআইএলআইপি		১০৭৬৩২.০০		১৩৫৯০.০১	৮৮.৬৩%
৬	এইচএফএমএলআইপি		৮৮০০০.৬৪		৪৮১৯.১১	৮৫%

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

পানি সম্পদের উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রামীণ মানুষের অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাপান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (জাইকা)'র আর্থিক সহযোগিতায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মূল ডিপিপি ২০০৭ সালে অনুমোদিত হলেও প্রকল্পটির প্রধান কার্যক্রম মূলত ২০০৯ সাল থেকে শুরু হয়। ২৪২টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে প্রকল্পটির কার্যক্রম সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধি করায় জুন, ২০১৬ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়। প্রকল্প ব্যয় ৫৬৮.৭৯ কোটি টাকা। জুন ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকাধীন ১৫টি জেলার ১২৬ টি উপজেলা থেকে ৯৮৭টি উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের মধ্যে নির্দেশিত বিভিন্ন নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণের পর ২৫৮টি উপ-প্রকল্পের সার্বিক ডিজাইন প্রণয়ন কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে এবং এগুলির মধ্যে ১৫টি জেলায় ২৪২টি উপ-প্রকল্প এলাকার জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সাথে বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরিত ২৪২টি উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ৩৯৭টি পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো, ২৭৬.১০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনঃনির্মাণ, ১২৫১.৪০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন, ২৫টি কালভার্ট, ২২২টি অফিস ঘর, ৬৮কিঃমিঃ ভূ-গর্ভস্থ পানির পাইপ এবং ১টি রাবার ড্যাম নির্মাণ। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রতিটি উপ-প্রকল্পের উপকৃত এলাকার পরিমাণ সর্বোচ্চ ১,০০০ হেক্টর। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ১,২৭,৮৬৩ হেক্টর জমি চাষের আওতায় এসেছে যার ফলে ১,১৫,০০৪ টি কৃষি পরিবার উপকৃত হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় প্রতি বছর ১,২৬,৬৩০ টন বর্ধিত দানা জাতীয় শস্য, ২০,৬৯০ টন অদানাদার শস্য এবং ৭১৬ টন মৎস্য উৎপাদিত হচ্ছে।

উপ-প্রকল্পে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের দক্ষ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমবায় সমিতির সদস্যদের দক্ষতা অর্জনে সমবায় অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য রিসার্স ইনস্টিটিউট, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত ২৯৪৪ টি কোর্সে ২১৪৫০৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণ বাবদ মোট খরচ হয়েছে ১৯ কোটি টাকা। তাছাড়া ২০১৫-১৬ অর্থবছরে উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের ধরণ, এলাকা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে বাছাইয়ের পর ২৬টি উপ-প্রকল্পের বেজলাইন সার্ভে সমাপ্ত হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ধীন উপ-প্রকল্পসমূহে নির্মিত অবকাঠামোর বিবরণ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	পরিমাণ
১	বাঁধ পুনঃনির্মাণ/উন্নয়ন	৫১.৬৪ কি:মি:
২	পানি সম্পদ কাঠামো	৯২ টি
৩	সেচ এলাকা	১৮ কি:মি:
৪	উপকারভোগী এলাকা	৪,৭১৯০ হেক্টর
৫	খাল পুনঃখনন	১৩৯.৭৩ কি:মি:
৬	রাবার ড্যাম	১ টি
৭	সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্প	৭৭ টি

বিয়াবাইল বড়জান খাল উপ-প্রকল্প, সিলেট

সউল নদী বিষ্ণুজুরী উপ-প্রকল্পের ৩-ভেন্ট পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ

খাল পুন:খনন, দূর্গাপুর খাল উপ-প্রকল্প, পাংশা, রাজবাড়ী

খাল পুন:খনন, কৌলারশি উপ-প্রকল্প, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

বড়দল উত্তর কড়াই গড়া ছড়া উপ-প্রকল্পের ৪-ভেন্ট পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো, তাহেরপুর, সুনামগঞ্জ

গৈল্লা বিল উপ-প্রকল্পের ৩-ভেন্ট স্লুইস গেইট, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় অংশগ্রহনমুলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পটি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইফাদ ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের করে টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কাজে সহায়তা করা। দরিদ্র্য জনগোষ্ঠিকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে উপ-প্রকল্প এলাকার সকল শ্রেণী ও পেশার জনগণ সমন্বয়ে পরিচালিত একটি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলন করা এ প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। জানুয়ারী ২০১০-জুন ২০১৭ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মাধ্যমে ২৭০ টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে বাস্তবায়িত ৫৮০টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে হতে ১৫০টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারীতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নিয়ে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ২,২৫,০০০ হেক্টর জমিতে দানাদার শস্যের উৎপাদন ৭,৩৫,৬৮৭ টন এবং অদানাদার শস্যের উৎপাদন ৪,১২,৭৫০ টনে বৃদ্ধি পাবে এবং ২,৮০,০০০ পরিবার প্রতি বছর উপকৃত হবে।

২০১৫-১৬ইং অর্থ বছরে ১৩৭টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর মধ্যে ১৩৭টি উপ-প্রকল্পের ভৌত কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। চলকি অর্থ বছরে মোট ৫৪টি উপ-প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৮৩টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি উপাংগের আওতায় একই বছরে গৃহিত ৫০টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ১৫টি উপ-প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাকী ৩৫টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। উপ-প্রকল্প এলাকার দরিদ্র্য এবং দুঃস্থ নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে ১,৪৬৯ টি এলসিএস দল গঠন করা হয়েছে। এ সকল উপ-প্রকল্পের মাটির কাজে ১২,১৯৪ জন নারী এবং ২৪,৫২১জন পুরুষ চুক্তি বদ্ধ শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছেন। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) সদস্য ও প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগে প্রশিক্ষণের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১,৬৫০টি প্রশিক্ষণ ইভেন্টে ৪৬,৪৭৯জন পুরুষ এবং ২৫,৮৫৩জন নারী অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে ১,১৪,১৫২ প্রশিক্ষণ দিবসের সৃষ্টি হয়েছে।

দেশের বিভিন্ন জেলা হতে প্রাপ্ত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের মধ্যে থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩৪১টি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের পিআরএ, ২৮৩টি উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ২৮৩টি উপ-প্রকল্পের ডিজাইন ও নকশা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	কাজের নাম	পরিমাণ
১	বাঁধ নির্মাণ/ পুণঃনির্মাণ	৬৪.০০ কিঃমিঃ
২	পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ	৮৫ টি
৩	সেচ এলাকা	১৮,০০৫ হেক্টর
৪	উপকারভোগী এলাকা	২২,৬,৮৭ হেক্টর
৫	খাল পুনঃখনন	৬০৪ কিঃমিঃ
৬	সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্প সংখ্যা	৩৪ টি

অংশগ্রহনমুলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে এডিবি-ইফাদ এর যৌথ লোন রিভিউ মিশন গত ৫-৮ জুলাই, ২০১৫ তারিখে গাজীপুরসহ দেশের উত্তরাঞ্চলের বগুড়া, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, নওগাঁ, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৮টি উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করে। মিশন পরবর্তীতে একই বছরের ৬-৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ৮টি উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে মিশন মাঠপর্যায়ে উপ-প্রকল্প অবকাঠামো নির্মাণ কাজের গুনগতমান পরীক্ষা করে দেখে। এরপর মিশন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে প্রকল্পের কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দের সাথে ভৌত কাজের অগ্রগতি, তহবিল ছাড়করণ, পূণঃভরণ, কার্যাদেশ প্রদান এবং অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।মিশন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়কে উপ-প্রকল্প পরিদর্শনের বিষয়ে অবহিত করেন। এছাড়াও মিশন কৃষি, মৎস্য, সমবায় অধিদপ্তরের প্রধানগণের সাথে সাক্ষাত করেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাবসস এর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাদের সহযোগিতা কামনা করেন।

গত ৭ জুলাই, ২০১৫ তারিখে জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলাধীন ঝিনাইগাতী উপ-প্রকল্প পরিদর্শনকালে মতবিনিময় করছেন এডিবি-ইফাদ ।

গত ৮ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলাধীন পশ্চিম ডিগলিয়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করছেন এডিবি-ইফাদ যৌথ রিভিউ মিশনের সদস্যবৃন্দ ।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প

বাংলাদেশ গ্রাম প্রধান দেশ। দেশের সার্বিক উন্নতি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে পানি সেচের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপর। বর্ষা মৌসুমে সারা দেশে পানির পর্যাপ্ততা রয়েছে। এ সময়ে দেশে পানির লভ্যতা প্রায় ৫০.০০ লক্ষ কিউসেক হলেও শুকনো মৌসুমে এর পরিমাণ মাত্র ২.৫০ লক্ষ কিউসেক। শুকনো মৌসুমে পানির এ ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে রাবার ড্যামের প্রয়োজন অনিস্বীকার্য। ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ এবং আগাম বন্যা প্রতিরোধে রাবার ড্যামের কার্যক্রম প্রশংসার দাবী রাখে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলাধীন ঘাঘটিয়া ও গজারিয়া খাল রাবার ড্যাম। শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনীয় সেচের পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করত: কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনসহ পরিবেশ সংরক্ষণ আবার ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিসহ দারিদ্র বিমোচনে রাবার ড্যাম উপ-প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। উপ-প্রকল্পের ফলপ্রসু সফলতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে জুলাই/ ২০০৯ থেকে জুন/ ২০১৭ মেয়াদে এলজিইডি কর্তৃক ১৫টি রাবার ড্যাম নির্মাণের জন্য “খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প” অনুমোদিত হয়। এর মধ্যে ১৩টিরাবার ড্যাম ও ১২টি রেগুলেটরের কাজ সমাপ্ত হয়ে কাঙ্খিত কার্যক্রম শুরু করেছে এবং বাকী ২টি রাবার ড্যামের কাজ প্রায় শেষের পথে। সমাপ্তকৃত রাবার ড্যামগুলি যথাক্রমে লালমনিরহাট জেলার ধরলা নদী, দিনাজপুর জেলার আত্রাই নদী মোহনপুর, দিনাজপুর জেলার পূর্ণভবা নদী ও দিনাজপুর জেলার টাংগন নদী, ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগন নদী, লালমনিরহাট জেলার শানিয়াজান নদী, শেরপুর জেলার ভোগাই নদী, মৌলভীবাজার জেলার লংলা নদী, খাগড়াছড়ি জেলার চেঙ্গি নদী, বান্দরবান জেলার শীলক খাল, চট্টগ্রাম জেলার হালদা নদী ও সুনামগঞ্জ জেলার গজারিয়া ও ঘাঘটিয়া খাল রাবার ড্যাম। সমাপ্তকৃত রাবার ড্যামগুলির সুফল কৃষকগণ ইতোমধ্যে পেতে শুরু করছেন। ২টি রাবার ড্যাম যথাক্রমে: কুড়িগ্রাম জেলার জিঞ্জিরাম নদী ও নওগাঁ জেলার আত্রাই নদী (শুটকীগাছা) রাবার ড্যাম এর কাজ চলমান রয়েছে।

কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি রাবার ড্যাম উপ-প্রকল্পের জন্য Water Management Cooperative Association (WMCA) গঠন করত: WMCA (পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি) এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সে হিসাবে ২০১৫-২০১৬ইং অর্থ বছরে ৫টি প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং ইতোমধ্যে সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণে প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, সিনিয়র সোসিও ইকোনোমিষ্ট, জেলা পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, জেলা মৎস অফিসার, জেলা সমবায় অফিসার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এলজিইডি কর্তৃক এ পর্যন্ত ৪৩টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করেছে। তন্মোধ্যে পাইলট প্রকল্প ও খাল খনন কর্মসূচি প্রকল্পের আওতায় ৩টি, দশটি রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১৪টি এবং চলমান রাবার ড্যাম প্রকল্পের আওতায় ১৫টি সর্ব মোট ৩২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে এর মধ্যে ৩০টি রাবার ড্যাম সমাপ্ত হয়ে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাকী ২টি রাবার ড্যামের কাজ চলমান আছে। এ সকল রাবার ড্যাম নির্মাণের ফলে ৩৪,৫৫১ হেক্টর কৃষি জমি চাষের আওতায় এসেছে এবং প্রতি বছর প্রায় ১,৫৫,৪৭৯ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন এবং ৪,৩০,৫০০ জনদিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

উপযুক্ত ক্ষেত্রে রাবার ড্যাম নির্মাণ জনগণ তথা জনপ্রতিনিধিদের কাছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি আকর্ষনীয় প্রকল্প হিসাবে নন্দিত হওয়ায় পুরাতন রাবার ড্যাম গুলো চলমান রাখতে একই প্রকল্পের আওতায় ব্যাগ পরিবর্তন ও মেরামত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কর্মকান্ড সম্পর্কিত তথ্য

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	পরিমাণ
১	রাবার ব্যাগ পরিবর্তন	৩টি সমাপ্ত ২টি প্রক্রিয়াধীন
২	বাঁধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ	০.২১ কিলোমিটার
৩	পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ	৩ টি
৪	খাল পুনঃখনন	০.৬৬ কিলোমিটার
৫	উপকারভোগী এলাকা উন্নয়ন	৩,৮০০ হেক্টর (প্রায়)
৬	সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্প	১ টি
৭	রাবার ড্যাম মেরামত	৩টি সমাপ্ত, ৭টি চলমান

নিতাই নদীর উপর নির্মিত রাবার ড্যাম, ময়মনসিংহ

দূর্যোগ মোকাবেলা করে কৃষকদের মুখে হাসি ফোটানোর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সুনামগঞ্জ জেলায় এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত ঘাঘটিয়া ও গজারিয়া খাল রাবার ড্যাম।

সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ একটি হাওর অধ্যুষিত জেলা। এ জেলার ১১টি উপজেলায় ১৩৮টি ছোট বড় হাওর রয়েছে। হাওরের বেশীরভাগেরই ফসল প্রায় প্রতিবছর বাঁধ ভেঙ্গে বা বাঁধ উপচে পানি ঢুকে তলিয়ে বোরো ধান নষ্ট হয়ে যায়। সুনামগঞ্জ শহর থেকে মাত্র ১২ কিলোমিটার দূরে মেঘালয় পাহাড় ও চেরাপুঞ্জি যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি পাত হয়। এর প্রভাবে ভাটিতে হাওর অধ্যুষিত সুনামগঞ্জে পাহাড়ী ঢল আর বন্যা নৈমত্তিক। চলতি ২০১৫-২০১৬ বছরে আগাম বন্যা ও পাহাড়ী ঢলে এই জেলার জগন্নাথপুর, ধর্মপাশা, তাহিরপুর, দিরাই ও শাল্লা উপজেলার ধান তলিয়ে গেছে। অথচ একই জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার হাওর অঞ্চল ছিল ব্যতিক্রম। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার করচার হাওর এলাকার কৃষকেরা ধান কেটেছেন এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত ৩০ মিটার দীর্ঘ ঘাঘটিয়া ও ১৫০ মিটার দীর্ঘ গজারিয়া খাল রাবার ড্যাম নির্মাণের কারণে। এই রাবার ড্যাম দু'টি করচার হাওর পাড়ের প্রায় অর্ধ লক্ষ কৃষকের স্বপ্ন দেখার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে। রাবার ড্যাম বহির্ভুত এলাকায় আগাম বন্যা ও পাহারী ঢলে বাঁধ ভেঙ্গে বা বাঁধ উপচে পানিতে প্রায় ৪২ হাজার হেক্টর জমির ফসলের ব্যপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে যার মূল্য প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে স্থানীয় প্রতিনিধিরা জানান, ১৫০ লক্ষ হেক্টরের বেশী জমির ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। সে হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ ১৫০০ কোটি টাকা। এই বিশাল ক্ষতির সম্মুখিন হতে রক্ষা পেয়েছেন একমাত্র বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার করচার হাওরের কৃষকগণ। এই হাওরে রয়েছে প্রায় ৮ হাজার হেক্টর জমি। যার সুফল ইতোমধ্যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

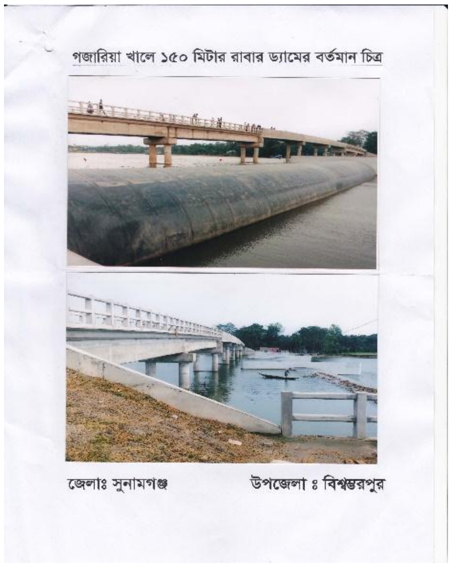

কৃষি বিভাগের অতিরিক্ত উপ পরিচালক মীর বজলুর রশিদ বলেন সুনামগঞ্জ জেলায় চলতি ২০১৫-২০১৬ বছরে প্রায় ২ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর জমিতে বোরোর আবাদ করা হয়। সেখান থেকে প্রায় ৮ লক্ষ ৮০ হাজার টন ধান উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ছিল। কিন্তু আগাম বন্যা ও পাহারী ঢলে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। ভাতেরটেক গ্রামের হোসেন আলী বলেন, রাবার ড্যাম নির্মাণের পূর্বে চৈত্র মাসের শেষের দিকে গজারিয়ায় বালুর বাঁধ দেবার কাজ শেষ হতো এবং এই বাঁধ ভেঙ্গে ফসল ডুবে যাওয়ার চিন্তায় রাতে ঘুম হতো না। আবার ভাতেরটেক গ্রামের কৃষাণী জুবেদা হাসান বলেন, রাবার ড্যামের উপরের সেতু দিয়ে আমরা চলাচল করতে পারছি, ধান শুকাতে পারছি, অন্যবছর বাঁধ ভেঙ্গে প্রবল বেগে পানি নামতো এপার থেকে ওপারে ও যাওয়া সম্ভব হতো না। চালবন্ধের কৃষক

শাহেদ আলী বলেন, রাবার ড্যাম দু'টি আমাদের কাছে স্বপ্নের মতোই মনে হচ্ছে। তিনি আরও বলেন এলাকা থেকে শহরে যেতে হলে রাবার ড্যাম নির্মাণের পূর্বে দু'টি স্থানে খেয়া পারাপার করা লাগতো, এখন এটি আর লাগেনা। এলাকার সমাজ কর্মী শাহ পরান বলেন, এই কাজের জন্য সরকারের কাছে আমারা কৃতজ্ঞ এভাবে নদীর পানি আটকানো যায় আমরা আগে বুজতে পারিনি। দীর্ঘ স্থায়ী এ ব্যবস্থায় সকল কৃষকই আনন্দিত। তাই বলা যায় ঘাঘটিয়া ও গজারিয়া খাল রাবার ড্যাম কৃষকদের স্বপ্ন দেখা ও দুর্যোগ মোকাবেলায় এক অনবদ্ধ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

পূর্ণভবা নদী ধন্যসাহারঘাট রাবার ড্যামের হস্তান্তর অনুষ্ঠান সম্পন্ন ও কার্যক্রম শুরু হলো

বাংলাদেশ অতি মাত্রায় গ্রামীণ। দেশের সার্বিক উন্নতি পল্লী এলাকার তথা গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের বর্ষা মৌসুমে নদী নালায় প্রবাহিত জল রাশির পরিমাণ ৫০ লক্ষ কিউসেক হলেও শুষ্ক মৌসুমে ইহা মাত্র ২.৫০ লক্ষ কিউসেক। বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত পানি থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদের জন্য পানির দারুন স্বল্পতা দেখা দেয়। স্বাধীনতার পর থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণ সেচ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এতে করে পানির স্তর ধীরে ধীরে নীচের দিকে চলে যাচ্ছে। ভূ-পরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে, পানির স্তর উর্দ্ধমুখি করণের নিমিত্তে এবং কৃষি কাজের উন্নতি সাধনকল্পে রাবার ড্যাম প্রযুক্তি অত্যান্ত লাগসই। এর ফলপ্রসূ সফলতায় দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন পূর্ণভবা নদী ধন্যসাহার ঘাট রাবার ড্যামটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মাণ করা হয়। রাবার ড্যামের আওতায় ২টি ইউনিয়ন যথাক্রমে (ক) আজিমপুর, (খ) ফরাক্কাবাদ এদের প্রায় ১১টি গ্রাম যথাক্রমে মাগুরাবান্দ, মেধাকান্দর, গোফরাইল, ভাবকি, ছন্দরা, বালাডাঙ্গী, লস্করপখর, পলাশবাড়ী, রাজারামপুর ও হাসিলা এলাকার প্রায় ৪০০০ কৃষক পরিবার উপকৃত হবেন। রাবার ড্যামটি নির্মাণের ফলে প্রায় ১০০০ হেক্টর কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হবে যা কৃষি ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে উপকারভোগী জনগণের অংশগ্রহণ প্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট। বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পগুলো সমাপ্তির পর তার ব্যবহারিক মালিকানা উপকারভোগীদেরকেই হস্তান্তর করা হয়ে থাকে এবং উপকারভোগী জনগণ উপ-প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। নীতিগত ভাবে উপ-প্রকল্প হস্তান্তর প্রক্রিয়ার বিষয়টি ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সম্পাদিত হওয়া একান্ত বাঞ্চনীয়। এরই প্রেক্ষিতে গত ০৪/০২/২০১৬ইং তারিখ রাবার ড্যামটি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়ে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য এবং কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী উপস্থিত থেকে এর শুভ উদ্বোধন ও হস্তান্তর অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। রাবার ড্যামটি সুষ্ঠভাবে পরিচালনার নিমিত্তে WMCA এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন এলাকার উপকারভোগী জনগণসহ এলজিইডি ও কৃষি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানে মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী WMCA এর সভাপতি জনাব হিটলার চন্দ্র রায় কে হস্তান্তর চুক্তিনামা দলিল প্রদান করেন। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, দিনাজপুর জনাব খলিলুর রহমান বলেন রাবার ড্যামটি এলাকার প্রানের দাবী ছিলো যা মাননীয় সংসদ সদস্যের চেষ্টায় আজ নির্মিত হয়ে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে প্রথম বারের মতো কার্যক্রম শুরু হচ্ছে।

দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন পূর্ণভবা নদী ধন্যসাহারঘাট রাবার ড্যাম হস্তান্তর ও উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।

রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

এলজিইডি "ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প (প্রথম পর্যায়), "দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পএবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পএর আওতায় এ পর্যন্ত ৮৬৭ টি উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) নিকট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে হস্তান্তর করা হয়েছে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি উপকারভোগী সদস্যদের নিকট হতে মাসিক সঞ্চয়সহ অন্যান্য উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ এবং স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। উপ-প্রকল্পের জরুরী বা বড় ধরণের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে প্রতি বছর সেচ অবকাঠামো খাতে জরুরী রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় পাবসসের চাহিদার প্রেক্ষিতে রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ পাবসসকে অর্থ সহায়তা দেয়া হয়। বিগত ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরে এ খাতে আইডব্লিউআরএম ইউনিটে ৬১টি জেলায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পসমূহে পাবসসের মাধ্যমে মোট ৪৪৯০.৭৭ লক্ষ টাকার চাহিদা পাওয়া যায় । যার বিপরীতে প্রাপ্ত ১৫০০ লক্ষ টাকার অর্থ বরাদ্দ জরুরী ও গুরুত্বপূর্ন বিবেচনার ভিত্তিতে বন্টন করা হয়। নিচের সারনিতে এ সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে:-

	২০১৫-১৬ অর্থবছরের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের তথ্যাদি

সর্বমোট			২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাস্তবায়িত রক্ষণাবেক্ষণ উপ-প্রকল্পের তথ্যাদি				
জেলার সংখ্যা	উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে প্রকৃত চাহিদা (লক্ষ টাকা)	জেলার সংখ্যা	উপজেলার সংখ্যা	উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
৬১	৮৬৭	১৫০০.০০	৫৪	১৬০	৪০০	১৫০০.০০	রক্ষণাবেক্ষণকৃত ৩৯৩ টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ১০ টি রাবারড্যাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

জাইকা'র কারিগরী সহায়তা প্রকল্প

এলজিইডি'র আওতায় জাইকা'র আর্থিক সহায়তায় "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management through Integrated Rural Development" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের কাজ ২০১২ সালের অক্টোবর মাস হতে চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় ৫,৬৮৫.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জাইকার অনুদান হিসাবে ৫,০৩০.০০ লক্ষ টাকা এবং জিওবি খাত হইতে ৩১৫.০০ লক্ষ টাকা সিডি ভ্যাট হিসাবে ও ৩৪০.০০ লক্ষ টাকা In Kind হিসাবে ব্যয় নির্ধারণ করা আছে। ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের বেশকিছু লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কাজ চলমান রয়েছে যেখানে ০৩ জন দীর্ঘমেয়াদী জাপানীজ পরামর্শক এবং প্রয়োজন মোতাবেক বিভিন্ন মেয়াদে স্বল্প মেয়াদী জাপানীজ পরামর্শক ও স্থানীয় পরামর্শক কাজ করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পানি সম্প সেক্টরের উপ-প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। IWRM ইউনিটের MIS Database Software প্রস্তত সম্পন্ন করে ইউনিটের সকল কর্মকর্তাদের TOT প্রশিক্ষণ দেয়াসহ মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে, পাইলট প্রকল্প হিসাবে ৩টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন লক্ষ্যে নির্মান কাজ চলমান রয়েছে এবং একটি সম্পাদিত উপ-প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্থানীয় অংশীদারদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যনুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ০৭ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা জাপানে বৈদেশীক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের JCC এর ৬ষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের গৃহীত কার্যক্রম অবহিত ও অনুমোদিত হয়।

প্রশিক্ষণ ইউনিট

প্রশিক্ষণ

দক্ষ জনবল সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। এলজিইডি প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কারিগরী জ্ঞান ও ধারণাকে সম্পৃক্ত করে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জনবলকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে আসছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংঘ, ঠিকাদার ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের জন্য এলজিইডি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। তাছাড়া পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে ২৯৬টি প্রশিক্ষণ কোর্স ৮৯৪৪টি ব্যাচ/ইভেন্টে বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে সর্বমোট ৩,৫৬,৫৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে ১৩,৩০,৬০৮ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়। মোট প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ৫২% পুরুষ এবং ৪৮% মহিলা ছিল। এলজিইডি'র কর্মকর্তা/কর্মচারী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংঘ, ঠিকাদার ও উপকারভোগী উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন।

রাজস্ব বাজেটভুক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪১টি প্রশিক্ষণ কোর্স ১৩৯টি ব্যাচ/ইভেন্টে বাস্তবায়নের মাধ্যমে মোট ৪৪৬৩জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ মূলত এলজিইডি'র কারিগরি কর্মকর্তা-কর্মচরী। প্রশিক্ষণার্থীদের ৪,৩৫৫ জন পুরুষ এবং ১০৮ জন মহিলা এবং এতে মোট ১৩,৫৭২ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়। রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহ নিম্নরূপঃ

(1) Bridge Construction Management (Pre-stressed)

(2) Bridge Planning and Construction Management (Hydro-Morphology)

(3) Training of Trainers (TOT)

(4) Supervision of Bridge Construction (SBC)

(5) Quality Control (Sub-Soil Investingation-QCT-6)

(6) Training on Management, Leadership and Ownership

(7) Logical Frame Approach (LFA) and Result Based Management

(8) ACR Writing Including Office Management

(9) Understanding drawing of Infrastructures

(10) Maintenance of vehicle and equipment

(11) Basic Construction practice and Quality Control Road/Bridge/ Building)

(12) Supervision and Quality Control (Part-1) QCT-9

(13) Concrete Mix Design (at HQ.)

(14) Concrete Mix Design (at RTC)

(15) Training on e-GP (5 day Basis)

(16) Training on e-GP (3 day Basis) at HQ.

(17) Training on e-GP (3 day Basis) at RTC

(18) OJT on Reverse Circular System Pile Driving

(19) OJT on Wet Mix Macadam (at HQ.)

(20) OJT on Static Load Test

(21) OJT on Concrete Preparation & Building works

(22) OJT on Concrete Technology

(23) OJT on Building works

(24) OJT on Building Electrical Works

(25) OJT on Bridge works (sub-soil boring and casting, scaffolding, pre stress etc)

(26) Roughness Survey & Road Works

(27) Flexible Pavement

(28) Supervision Infrastructure Construction (SIC)

(29) Plumbing and Electrical works

(30) On the Job Training on SPT (OJT-SPT)

(31) Maintenance Planning and Management

(32) Fraud Detection, Prevention and Correction (1 day Basis)

(33) Internal Audit Process

(34) Fraud Detection, Prevention and Correction (5 day Basis)

(35) Financial Disbursement and Safety & Financial transaction process

(36) Risk Identification & Management System

(37) Contracts Administration

(38) Audit Management

(39) Financial Management including financial rules, Accounts and Audit

(40) Training on Basic Computer

(41) Training on ICT and its Application

প্রশিক্ষণ কোর্সের ছবি

পৌরসভা অবকাঠামো ডিজাইন ম্যানুয়াল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয় প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন।

PPR প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় বক্তব্য রাখছেন।

পৌরসভার প্রকৌশলীদের জন্য পৌরসভা অবকাঠামো ডিজাইন ম্যানুয়াল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন।

Safeguards প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ডিজাইন) মহোদয় বক্তব্য রাখছেন। মঞ্চে আরো উপস্থিত আছেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও আইসিটি) মহোদয়।

Contract Administration প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ গ্রুপ ওয়ার্কে Practice করছে।

e-GP প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ Practice করছেন।

উন্নয়ন বাজেটভুক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত ২১টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, চুক্তি বদ্ধ শ্রমিক সংঘ (এলসিএস), ঠিকাদার, উপকারভোগী ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

1. Emergency 2007 Cyclone Rehabilitation & Restoration Project (ECRRP),
2. South Western Bangladesh Rural Development Project (SWBRDP),
3. Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP),
4. Second Rural Transport Improvement Project (RTIP-2)
5. Haor Infrastructure and livelihood Improvement Project (HILIP) Including Climate Adaptation and Livelihood Protection (CALIP)
6. Coastal Climate Resilient Infrastructure Project (CCRIP)
7. Rural Employment and Road Maintenance Programme-2 (RERMP-2)
8. Climate Change Adaptation Project (CCAP)
9. City Region Development Project (CRDP),
10. Municipal Governance and Services Project (MGSP) through UM
11. Coastal Town Environmental Improvement Project (CTEIP)
12. City Governance Project (CGP)
13. Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project (UGIIP-III)
14. Small Scale Water Resources Development Project in Greater Mymensingh, Sylhet and Faridpur Areas (SSWRDP-JICA)
15. Participatory Small Scale Water Resources Sector Project (PSSWRSP)
16. Construction of Rubber Dam in Small and Medium Rivers for increasing of Food Production Project. (2nd Revision) (Rubber Dam)
17. Char Development and Settlement Project, Phase-IV (CDSP-IV),
18. Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (HFMLIP) LGED Part
19. Third Primary Education Development Program (PEDP-III)
20. Northern Bangladesh Integrated Development Project (NOBIDEP)
21. Procurement Unit, PPRP-II (AF)

উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে ২৫৫টি প্রশিক্ষণ কোর্স ৮,৮০৫টি ব্যাচে/ইভেন্টে বাস্তবায়িত হয়েছে। ইহাতে মোট ৩,৫২,০৭২জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে ১,৮০,৮৯০ জন পুরুষ এবং ১,৭১,১৮২ জন মহিলা এবং এতে মোট ৩,৫২০৭২ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহ নিম্নরূপঃ

(1) Financial Management & TOMPRO Software
(2) Double entry accounting system
(3) Gender Action Plan (GAP)
(4) Quality Control, Supervision, Road Safety and Construction Safety
(5) Basic Management & Micro Credit
(6) Operation and Maintenance (O&M)
(7) Basic Computer Operation
(8) Auto-CAD Training
(9) Training on ICT

(10) Specification of Works & Works Supervision
(11) Foundation Training
(12) Refresher course on introduction of IDA Safeguards (Social & Environmental Issues)
(13) Environmental Management Plan / Environmental Code of Practice
(14) Socio-Economic Monitoring and Evaluation and Socio-Economic Data Collection
(15) LCS Accounting and Document Management
(16) Road safety awareness
(17) e-GP Authorized user Training
(18) Environmental Laboratory and Water Quality Testing
(19) Gender Awareness
(20) Operation and Maintenance
(21) TOT on Market Management
(22) TOT on Federation Development
(23) Office Management
(24) Union Parishad Management
(25) Engineering Survey
(26) Earthwork Method for LCS
(27) Social and Environmental Safeguard issue(Land Acquisition & Resettlement Progress)
(28) CIG Training on “Crop & Horticulture”
(29) CIG Training on “Fisheries”
(30) Income Generating Activities for LCS
(31) Awareness Training on Human Rights Issues for LCS
(32) Gender Empowerment for LCS
(33) Bill Management Committee Training
(34) LCS Training under Community Infrastructure
(35) Laboratory Testing of Construction Material
(36) Procurement of Works (Contract Management)
(37) Total Station
(38) Maintenance Management
(39) Environment and Climate Change Adaptation
(40) Understanding Drawings of Hydraulic Structures
(41) Refresher Software Training on Tax collection, Accounts, Water, Trade license & Non-Motorized Vehicle for Pourashava Staff ইত্যাদি ।

Road Maintenance প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় মূল্যবান বক্তব্য রাখছেন ।

e-GP প্রশিক্ষণ কোর্সে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মহোদয় বক্তব্য রাখছেন ।

Operation & Maintenance প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন। উপস্থিত রয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ), উপ-প্রকল্প পরিচালক (CGP) নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ) ।

Internal Audit Process প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন। উপস্থিত রয়েছেন (IWRM) ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ)

QCT-6 প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (IWRM) প্রশিক্ষণার্থীদের সার্টিফিকেট বিতরণ করছেন ।

Contract Administration প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রকৌশলী (নির্বাহী প্রকৌশলী) Briefing দিচ্ছেন। উপস্থিত আছেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (IWRM) ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ) ।

	২০১৫-১৬ অর্থবছরে পুরুষ ও মহিলা ভেদে বিভিন্ন শ্রেনী/গ্রুপ হতে দেশের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের তথ্যাদি

ক্র: নং	প্রশিক্ষণার্থীদের ধরণ	পুরুষ (জন)	নারী (জন)	মোট সংখ্যা (জন)	মোট অর্জিত প্রশিক্ষণ দিবস
রাজস্ব বাজেট					
১।	এলজিইডি কর্মকর্তা/ কর্মচারী	৪,৩৫৫	১০৮	৪,৪৬৩	১৩,৫৭২
উন্নয়ন বাজেট					
২।	এলজিইডি'র কর্মকর্তা/ কর্মচারী	১৪,২৯৪	৪৫৫	১৪,৭৪৯	২৪,৯৩০
৩।	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (প্রতিনিধি/কর্মকর্তা/কর্মচারী)	১৪,৭২৪	৩,২৪৮	১৭,৯৭২	২৬,৬৩২
৪।	ঠিকাদার , চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংঘ, LCS	৪৪,১৪২	৯৯,২৯৮	১,৪৩,৪৪০	১০,১২৫৬৬
৫।	উপকারভোগী (ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী, পানি সম্পদ সমিতি, মহিলা কর্নার ইত্যাদি)	১,০৭,৭৩০	৬৮,১৮১	১,৭৫,৯১১	২,৫২,৯০৮
	মোট (উন্নয়ন বাজেট)	১,৮০,৮৯০	১,৭১,১৮২	৩,৫২,০৭২	১৩,১৭,০৩৬
	সর্বমোট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	১,৮৫,২৪৫	১,৭১,২৯০	৩,৫৬,৫৩৫	১৩,৩০,৬০৮

	২০১৫-১৬ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন শ্রেণী/গ্রুপ ভেদে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের অর্জিত প্রশিক্ষণ কর্ম-দিবসের তুলনামূলক চিত্র।

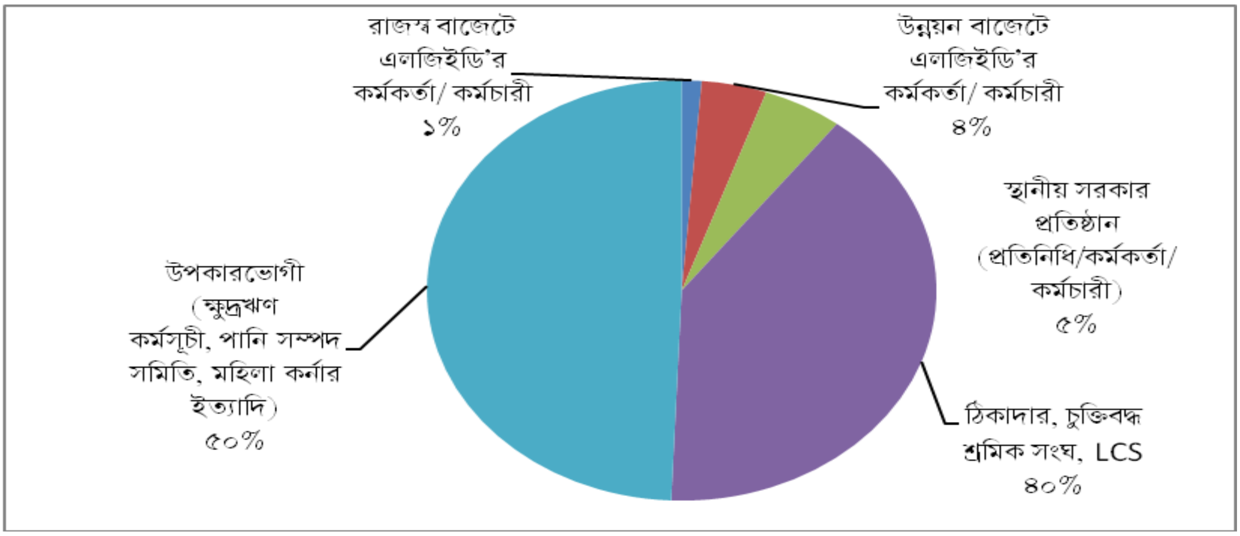

উল্লেখ থাকে যে, উপরে বর্ণিত ছাড়াও WFP-ER এবং JICA-TA প্রকল্পের আওতায় বর্ষা মৌসুমে কাজের সুযোগ না থাকায় যথাক্রমে (২+৫)=৭টি প্রশিক্ষণ কোর্স (১,৭০৫+ ১৮)=১,৭২৩ টি ব্যাচে মোট (৪২,৬১৫ + ৫৯৩)=৪৩,২০৮জন দু:স্থ মহিলা ও পুরুষকে শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে Subsistance allowance হিসাবে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে এবং এতে সর্বমোট (১০,৬১,৮৯৫ + ২০২৩)=১০,৬৩,৯১৮ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়েছে যা উক্ত লেখচিত্রে দেখানো হয়নি।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্যাদি

২০১৫-১৬ অর্থবছরে এলজিইডি থেকে ১০৩ জন কর্মকর্তা বিদেশে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং ৩৮ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেছেন। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচের সারণীতে প্রদান করা হয়েছে।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/স্ট্যাডি ট্যুরে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

SL	Name of Training/Study tour	Duration	Country Name	Funded By	No. of Participants
1	Rural Transformation Through Innovation	27-10-2015 to 29-10-2015	Indonesia	IFAD	4
2	Technology Options for Decentralized Faecal Sludge and Waste Water Treatment	06-07-2015 to 09-07-2015	India	Bremen Overseas Research and Dev.Asso.	10
3	Supporting Water operators Partnerships in Asia and the Pacific Reciprocal Visit of Bangladesh Pourashavas to Maynilad Water Service	07-12-2015 to 10-12-2015	Philippine	ADB	9
4	Rural Road for Development Course	14-09-2015 to 18-09-2015	UK	World Bank	2
5	Social And Environmental Management	06-10-2015 to 15-10-2015	Thailand	World Bank	8
6	Advance Contract Management	08-11-2015 to 14-11-2015	Italy	World Bank	2
7	Climate Change Adaptation and Infrastructure Development in the Coastal Regions	15-12-2015 to 24-12-2015	Philippine, Indonesia	DANIDA	12
8	Electronic Government Procurement Management	05-09-2015 to 12-09-2015	Italy	PPRP-ll (AF)	12
9	Electronic Government Procurement Management	26-10-2015 to 30-10-2015	Italy	PPRP-ll (AF)	12
10	Electronic Government Procurement Management	04-04-2016 to 08-04-2016	Italy	PPRP-ll (AF)	14
11	Improving Public Service through Total Quality Management (IPS-TQM)	22-03-2016 to 29-03-2016	Japan	JICA	1
12	Knowledge Sharing Visit on Disaster Risk Management Enhancement Project-37th YLP	April, 2016	Japan	JICA	2
13	Digital Mapping and NSDI Construction	14-05-2016 to 05-06-2016	Japan	JICA	1
14	Capacity Building Program for Agencies/ Implementation Agencies on Successful Project Design and Implementation	18-01-2016 to 20-01-2016	Philippine	ADB	1
15	Sustainable Public Procurement	01-07-2015 to 05-07-2015	Italy	CPTU	1
16	Strategic Environmental Assessment (285B)	09-11-2015 to 27-11-2015 &16-05-2016 to 27-05-16	Sweden & Vietnam	SIDA	1
17	SERVIR Science Applications with a special focus on MODIS Products	20-07-2015 to 24-07-2015	Nepal	ICIMOD	1
18	Study Tour in connection with BAPARD	11-09-2015 to 17-09-2015	Japan	GOB	1
27	Empowerment of Women for Rural Development	12-10-2015 to 08-11-2015	India	ITEC	1
28	Certificate Course in Linux Administration	10-02-2016 to 02-04-2016	India	India Govt.	1
29	Green Building and Energy Management Sustainable Operations	26-10-2015 to 06-11-2015	Malaysia	Auatralian Govt.	1
30	Design, Quality and Implementation of Rubber Bag	18-01-2016 to 22-01-2016	China	BEIJING IWHR CORPO.	2
31	Design, Quality and Implementation of Rubber Bag	23-02-2016 to 27-02-2016	China	BEIJING IWHR CORPO.	2
32	Procurement Management Course	13-04-2016 to 22-04-2016	Malaysia		2

SL	Name of Training/Study tour	Duration	Country Name	Funded By	No. of Participants
				Total =	103

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

SL	Name of Seminar / Workshop	Duration	Country Name	Funded By	No. of Participant
1	Climate Vulnerability Analysis in the Asian Region	24-09-2015 to 28-09-2015	Vietnam, Thailand	GOB	4
2	Climate Change: Impacts & Responses in the Asian Regions	15-02-2016 to 19-02-2016	Singapore	GOB	3
3	4th International Climate Change Adaption	06-05-2016 to 13-05-2016	Netherlands	GOB	2
4	8th International Conference on Climate Change: Impacts & Responses	21-04-2016 to 22-04-2016	Vietnam	GOB	2
5	Climate Change: Impact & Responses in Asian Regions	15-07-2015 to 19-07-2015	Singapore	DANIDA	3
6	World Engineer Summit on Climate Change	21-07-2015 to 24-07-2015	Singapore	KfW	2
7	Sustainable Urban Land Use Planning and Management	30-05-2016 to 02-06-2016	Korea	WBG/OLC & KRIHS	1
8	Local Governance and Rural Development	06-09-2015 to 17-09-2015	Japan	JICA	1
9	Good Local Governance	15-05-2016 to 27-05-2016	Japan	JICA	2
10	World Engineers Summit 2015	22-07-2015 to 24-07-2015	Singapore	ADB	1
11	Applying Space-Based Technology and Communication Technology to Strengthen Disaster Resilience.	16-12-2015 to 18-12-2015	Thailand	ADB	1
12	5th Asia-Netherlands Water Learning Week	06-06-2016 to 10-06-2016	Netherlands	UNESCO-IHE	3
13	Technical Visit on Rural, Urban & Water Resources Infrastructure Development	23-09-2015 to 28-09-2015	Spain	Spain Govt.	4
14	Environmental Monitoring Technologies for Officials from Asia & African Countries	26-08-2015 to 15-09-2015	China	Chaina Govt.	3
15	On Advancing National Adaptation Planning in Asia-Pacific Aligning National, sectoral and local initiatives for maximum impacts	29-10-2015 to 30-10-2015	Thailand	Japan Govt.	1
16	Economic and Social Impacts of Infrastructure Projects: Methods and Case Studies	14-12-2015 to 15-12-2015	Pakistan	ADBI & SDPI	1
17	Urban Internationalization for Developing Countries	27-04-2016 to 17-05-2016	China	China Govt.	2
18	Feasibility Study of RCC Pavement instead of Bituminous Road	27-05-2016 to 30-05-2016	Malaysia & Singapore	GOB	1
19	SERVIR Hindu Kush Himalaya (HKM) Impact Pathway, Partnership and Communication Strategy	11-07-2016 to 15-07-2016	Nepal	ICIMOD	1
				Total =	৩৮

প্রকিউরমেন্ট ইউনিট

এলজিইডি'র সদর দপ্তরে প্রকিউরমেন্ট ইউনিট নামে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট জানুয়ারী ২০০৪ থেকে চালু করা হয়। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বাস্তবায়ন ও তদারকিসহ এলজিইডি'র যাবতীয় ক্রয় কার্যক্রমে সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে এই ইউনিট কারিগরী সহায়তা দিয়ে আসছে। বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারী ক্রয়কার্যে অবাধ প্রতিযোগীতা এবং অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এলজিইডি'র সকল ক্রয়কারী কার্যালয়ে ই-জিপি (e-GP) পদ্ধতি বাস্তবায়নে প্রকিউরমেন্ট ইউনিট কাজ করছে।

অবকাঠামোগত অগ্রগতি (Infrastructural Progress)

- **ই-জিপি'র আওতাধীণ অফিসসমূহঃ** সদর দপ্তর (প্রকল্প অফিসসহ), বিভাগ, অঞ্চল, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে এবং প্রকল্পের আওতায় কাজ বাস্তবায়নকারী পৌরসভার প্রকৌশল ইউনিটসহ ৭৬০টি অফিসকে ই'জিপি'র আওতায় আনা হয়েছে।
- **ই-জিপি সেল প্রতিষ্ঠা (Establishment of e-GP Cell)ঃ** সদর দপ্তর পর্যায়ে ই-জিপি সংক্রান্ত কারিগরী জ্ঞানসমৃদ্ধ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পর্যাপ্ত অফিস স্পেস ও আসবাবপত্র সহকারে একটি ই-জিপি সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- LGED e-GP Help Desk প্রতিষ্ঠাঃ e-GP এর মাধ্যমে এলজিইডি'র ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন পর্যায়ে সফটওয়্যার সংক্রান্ত উদ্ভূত বিবিধ সমস্যা (Troubleshooting) দ্রুত নিরসনে সহায়তাকারী LGED e-GP Help Desk এ দায়িত্বপালনকারী (সিপিটিইউ কর্তৃক নিয়োগকৃত পরামর্শক) পরামর্শকবৃন্দের জন্য এলজিইডিতে পর্যাপ্ত Office Space ও অন্যান্য Logistic সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- **কেন্দ্রীয় ও রিজিওনাল ট্রেনিং ল্যাব প্রতিষ্ঠা (Establishment of Regional Training Lab)ঃ** সদর দপ্তর পর্যায়ে ১টি এবং অঞ্চল পর্যায়ে ১৪টিসহ সাকুল্যে ১৫টি ই'জিপি ল্যাব প্রস্তুত করা হয়েছে। সদর দপ্তরের ই-জিপি ল্যাবের জন্য ১টি ল্যাপটপ, ২০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ১টি প্রজেক্টরসহ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে ১টি On-line IPS ক্রয় করা হয়েছে। অপরদিকে প্রতিটি আঞ্চলিক ই-জিপি ল্যাবে ১টি ল্যাপটপ, ১০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ১১ সেট আসবাবপত্র (কম্পিউটার টেবিল ও চেয়ার) কেন্দ্রীয়ভাবে সরবরাহ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে চাহিদানুযায়ী প্রতিটি ল্যাবের জন্য ১টি প্রজেক্টর, ১টি সাউন্ড সিষ্টেমসহ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে ১টি On-line IPS ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ই-জিপি ল্যাব প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের (Renovation Works) উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যা ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।
- **সম্পদ সরবরাহ (Resource Mobilization)ঃ** এলজিইডি'র ই-জিপি'র আওতাধীন সকল পর্যায়ের অফিসসমূহে ই-জিপিতে ক্রয় বাস্তবায়বানের সহায়তা প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে ৭২১টি ল্যাপটপ সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে বাস্তবায়নকারী এলজিইডি'র আওতাধীন প্রতিটি অফিসে ১টি করে ডিস্কেটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার ও একটি উন্নতমানের Scanner Machine সরবরাহের উগ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- **ইন্টারনেট সুবিধাদি (Internet Facilities)ঃ** ই-জিপি'র আওতাধীন সকল অফিসসমূহকে ইন্টারনেট সুবিধাদির অবকাঠামো সরবরাহ করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন (Capacity Building)ঃ

- e-GP প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক তৈরীর উদ্দেশ্যে Disbursement Link Indicator (DLI) Fund ব্যবহার করে সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রায় ১৪১ জনের একটি দক্ষ প্রশিক্ষক পুল (Trainer Pool) TOT প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছে।
- এলজিইডি'র প্রায় ২৩৫৮ জন কর্মকর্তা এবং ২২০ জন দরপত্রদাতাকে ই-জিপিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ।এর মধ্যে DLI Fund ব্যবহার করে ১০৬৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ও ২২০ জন ঠিকাদারকে ই-জিপি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ITC-ILO, Turin, Italy তে ইতোমধ্যে ৪টি ব্যাচে এলজিইডি'র ৫০ জন কর্মকর্তার Electronic Government Procurement management শীর্ষক স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে।
- এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পৌরসভা পর্যায়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০জন কর্মকর্তাকে (প্রকৌশলী) ই-জিপিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে পৌরসভা পর্যায়ে আরো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- ডিসেম্বর ২০১৬ এর মধ্যে এলজিইডি'র আরো ৫৯০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ২৮০ জন দরপত্রদাতাকে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ই-জিপি ল্যাবসমূহে ই-জিপি প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। একইভাবে সদর দপ্তর পর্যায়ে ৭০০ জন কর্মকর্তাকে ই-জিপি'র বিশেষ প্রশিক্ষণ (e-CMS, Service Procurement) প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট

অবকাঠামো নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে এলজিইডি'র নিজস্ব মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী রয়েছে। এ সকল ল্যাবরেটরীতে নির্মাণ সামগ্রী ও সম্পাদিত কাজের মান নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। এলজিইডি'র নিজস্ব উন্নয়ন কর্মকা-ের গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী করা হয়ে থাকে।

মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর বিবরণ

বিভিন্ন পর্যায়ে স্থাপিত নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণে এলজিইডি'র বিভিন্ন পর্যায়ের ল্যাবরেটরীসমূহের তথ্য নিচে দেয়া হয়েছে।

১। কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ১টি
২। আঞ্চলিক কাম জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ১৪টি
৩। জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ৫০টি

মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে বিদ্যমান পরীক্ষা সুবিধাদি

এলজিইডি'র জেলা/আঞ্চলিক ল্যাবরেটরীসমূহে সিমেন্ট, এগ্রিগেট, ইট, কংক্রিট, রড, বিটুমিন এবং মাটির বিভিন্ন পরীক্ষাসহ সাব-সয়েল ইনভেষ্টিগেশনের সুবিধা আছে। এ সকল মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহে এলজিইডি'র উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী, রাস্তার বিভিন্ন স্তরসহ অবকাঠামোর বিভিন্ন অংগের/কাজের গুনগত মান নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ে নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে এসকল পরীক্ষা সুবিধাদি নিতে পারেন।

Laboratory তে CBR Test করা হচ্ছে।

Universal Testing Machine দ্বারা মাটি রড করা হচ্ছে।

জেলা/আঞ্চলিক ল্যাবরেটরীতে সম্পাদনযোগ্য পরী**ক্ষা**র অতিরিক্ত কিছু বিশেষ পরী**ক্ষা** এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে যা নিম্নরূপ ঃ

১ Marshall Mixed Design.
২ Stability Determination of Bituminous Sample.
৩ Extraction of Bitumen.
৪ Sub-Soil Investigation using Rotary Hydraulic Drilling Rig.
৫ Unconfined Compression Test of Soil.
৬ Consolidation test of Soil.
৭ Direct Shear Test of Soil.
৮ Cone Penitration Test (CPT).
৯ Tensile strength & Elongation Test of reinforcement

এছাড়া বিভিন্ন Load Devices এর Calibration করার ব্যবস্থাও রয়েছে।

মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি

২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী ও জেলা পর্যায়ে ল্যাবরেটরীগুলির বর্তমান মজুদের সংযোজন হিসাবে সরকারের রাজস্ব খাত থেকে ১০৮.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিচে বর্ণিত যন্ত্রপাতিসমূহ কেনা হয় ।

১। Cement Morter Mixer
২। Cylinder Mould
৩। Bitumen Extractor
৪। CTM Machine
৫। SPT Accessories
৬। Electronic Balance
৭। Testing Materials
৮। Dial Thermometer
৯। DCP
১০। Electric Oven
১১। LAA Machine

মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

- এলজিইডিতে কর্মরত প্রকৌশলীগণকে Central Quality Control Unit এর প্রকৌশলীগণ মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। ২০১৫-১৬ অর্থবৎসরে ২০ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৫৫৬জন প্রকৌশলীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।
- বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডি ও পৌরসভার প্রকৌশলীদের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে ।

ল্যাবরেটরী পরীক্ষা সংক্রান্ত সরকারী ফি আদায় সংক্রান্ত মনিটরিং

কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী ও জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন মালামালসমূহ নিয়মিত ল্যাবরেটরী পরীক্ষা করে ফি বাবদ প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়। নিয়মিত মনিটরিং ও ল্যাবরেটরী ফি বাবদ সরকারী কোষাগারে জমাকৃত অর্থের হিসাব প্রতি বছরই এলজিইডি'র বার্ষিক পর্যালোচনা সভায় পেশ করা হয়ে থাকে ।

প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট

দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান দারিদ্র্যতাকে ক্রমান্বয়ে হ্রাসপূর্বক ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করার দূরদৃষ্টি নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'ভিশন ২০২১' প্রণয়ন করেছেন। এই 'ভিশন'-এ সফলতা অর্জনের চাবিকাঠি হিসাবে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষা খাতকে একটি মৌলিক প্রয়োজন হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। অধিক সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, শিক্ষার প্রাঙ্গণকে প্রকৃতই উন্নত করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা একটি শক্তিশালী ভিত্তি। এ কারনেই প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের একটি অগ্রাধিকার কর্মকান্ড হিসাবে চিহ্নিত করেছে। বহু-দাতা সংস্থা কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান ভিত্তিক "তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি" নামের এই কার্যক্রম বর্তমানে তৃতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার সংক্ষিপ্ত নামকরণ PEDP-3। শ্রেণী নির্বিশেষে সকল প্রাইমারী বিদ্যালয় বয়সের শিশুদেরকে গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের দিকে এই কর্মসূচির দৃষ্টি সরাসরি নিবদ্ধ। এই কর্মসূচির বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে 'প্রয়োজন ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাঙ্গ, যার আওতায় চর-দ্বীপাঞ্চল, হাওর, চা-বাগানসহ সকল দুর্গম এবং শিক্ষায় অনগ্রসর এলাকাসহ বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি অদ্যাবধি বিদেশী সহায়তাপুষ্ট ২২টি ও 'জিওবি' অর্থায়নে ৭টি অর্থাৎ মোট ২৯টি প্রকল্প/কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করেছে। বর্তমানে বিদেশী অর্থায়নে ২টি ও জিওবি অর্থায়নে ৩টি অর্থাৎ মোট ৫টি প্রকল্প এবং রাজস্ব অর্থায়নে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও মেরামত কাজ চলমান আছে। পূর্বে দোতালা ফাউন্ডেশনসহ ভবন নির্মাণ করা হলেও বর্তমানে গ্রামীণ এলাকায় চাহিদা ভিত্তিক কমপক্ষে দোতলা ও শহর এলাকায় ছ'তলা ফাউন্ডেশনসহ ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।

বর্তমানে এলজিইডি দেশের প্রকৌশলীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ বা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (ডিপিই) সঙ্গে প্রায় শুরু থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটির সংযোগ রয়েছে এবং বর্তমানেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে "তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি"-র অন্যান্য উপাঙ্গের মধ্যে 'চাহিদা ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ' উপাঙ্গের সকল ভৌত কর্মকান্ডের বাস্তবায়নের দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠনটি পালন করে চলেছে। অনুমোদিত Revised Development Project Proforma (RDPP) অনুসারে এরূপ ভৌত কর্মসূচির বাস্তবায়ন জুন ২০১৭ পর্যন্ত চলবে। অতিক্রান্ত সময়ের সঙ্গে প্রায় সমতা রেখে এলজিইডি তার উপর অর্পিত ভৌত কর্মসূচি বাস্তবায়নের তুলনামূলক অগ্রগতি অর্জনে এ পর্যন্ত সক্ষম হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই যাবতীয় ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের আশা রাখে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণসহ পিটিআই অবকাঠামো সম্প্রসারণ, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ভবন ইত্যাদি নির্মাণ আলোচ্য 'প্রয়োজন ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ' উপাঙ্গের অধীনে এলজিইডিকে অর্পিত সুনির্দিষ্ট ভৌত কর্মসূচি সম্পর্কিত দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

"তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষ উন্নয়ন কর্মসূচি"-র ভৌত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত প্রকল্প ছকের চাহিদা মোতাবেক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার ভিত্তিতে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একটি প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। তবে সার্বিক কাজ নিবিড় মনিটরিং ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এলজিইডি সদর দপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান কারিগরি সেটআপ-এর তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা হয়। দেশের ৬৪টি জেলার এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীগণ, ১৪ জন আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং তাদের ১৪জন নির্বাহী প্রকৌশলী সরেজমিনে কাজ পরিদর্শন, তদারকি ও মাননিয়ন্ত্রণে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া, প্রতিটি বিভাগে সাম্প্রতিককালে নিযুক্ত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণও মাঠ পর্যায়ে চলমান কাজ পরিদর্শন করে থাকেন। সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ে এলজিইডি কর্তৃক স্থাপিত আধুনিক ল্যাবরেটরীসমূহে স্কুল ভবন নির্মাণের প্রতিটি ধাপে নির্মাণ সামগ্রীসহ বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পন্ন করে কাজের গুনগত মান বজায় রাখা হয়।

এলজিইডি'র মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ সম্পর্কিত চলমান কার্যক্রম এলজিইডি ও ডিপিই, জনপ্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও প্রধান শিক্ষক এবং মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলী দপ্তরের মাধ্যমেই প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হয়। উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান " উপজেলা শিক্ষা কমিটি " সার্বিক কাজের সমন্বয় করে থাকে। উক্ত কমিটিতে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে প্রতিনিধি হিসাবে রাখা হয়েছে। এছাড়া, কাজের মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অধিক নিশ্চিত হওয়ার জন্য " উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি" তে প্রতিটি বিদ্যালয়ের কাজের অগ্রগতি ও মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে যে কোন বিষয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ আছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৭৬৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ/পূন:নির্মাণ ও সংস্কার, ২৭৭টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি) সংস্কার, ২৬৩টি ইউআরসিতে নীড বেজড আসবাবপত্র সরবরাহ, ১৩৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (নীড বেজড আসবাবপত্রসহ), ৪৮৪৭টি শ্রেণী কক্ষ সম্প্রসারণ, ৩টি পিটিআই কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ, ১২টি পিটিআই কমপ্লেক্স মেরামত, ৯১টি উপজেলা শিক্ষা অফিস ও ১৭টি জেলা শিক্ষা অফিস সংস্কার/মেরামত করা হয়েছে, যা প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে ব্যাপক সহায়ক হবে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণে প্রকল্প ভিত্তিক অর্জিত অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রধান অংগ	ডিপিপি মোতাবেক প্রকল্পের ব্যয়	মোট স্কুল অবকাঠামো সংখ্যা	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সমাপ্ত	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি		বাস্তব অগ্রগতি	অর্থায়নের উৎস
						মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১)	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়)	পুনঃনির্মাণ	১৬৬০০৮.৩৮	৫৬০০	৫৪৩	২৩২২২.০০	২১৪৭৮.৬২	১০০%	জিওবি
২)	বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	নির্মাণ	৯০৫৭৪.৯৪	১৫০০	৯৩	৫৯২০.০০	৫৬৭২.৬২	১০০%	জিওবি
৩)	ঝালকাঠী, শরীয়তপুর, নারায়নগঞ্জ, লালমনিরহাট, নড়াইল, মেহেরপুর, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাজবাড়ী জেলায় পিটিআই স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ	২৫৬২৩.০০	১২	৩	২২৪৪.৩০	১৬৪৬.৬৬	১০০%	জিওবি
৪)	তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি		৭৪১০৪৭.০৯			৭৯২৫৮.০০	৭১০৬৩.০০	১০০%	এডিবি, আইডিএ, ডিএফআইডি, ইইউ, ইউএস-এইড, ইউনিসেফ, জাইকা, এসআইডিএ, সিআইডিএ
		পুনঃনির্মাণ		২৭০৯	৫৭				
		কক্ষ সম্প্রসারণ		৩১৬৮৫	৪৮৪৭				
		বড় ধরনের মেরামত		১৮২৮০	১৩১২				
		উপজেলা শিক্ষা অফিস		৫০৩	৯১				
		জেলা শিক্ষা অফিস		৬৪	১৭				
		পিটিআই		৫৫	১২				
		চাহিদাভিত্তিক আসবাবপত্র		১৫০০০	১৩৫৬				
		সীমানা প্রাচীর/বাগান/খেলার মাঠ		৩০	৪				
		শিক্ষা অফিস (সদর দপ্তর) নির্মাণ							
		শিক্ষা অফিস (সদর দপ্তর) মেরামত		১	১				
		বিভাগীয় অফিসের রেস্ট হাউজ		৭	২				
		ইউআরসি মেরামত (চাহিদাভিত্তিক)		৩	২৭৭				
		ইউআরসিতে আসবাবপত্র (চাহিদাভিত্তিক)		২৭	২৬৩				
৫)	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিবি)	নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ	১৯৫৬৭.৫৭	১৭০	৭০	৪২৫০.০০	৪২৫০.০০	১০০%	আইডিবি

বাঁশপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ

চামেশ্বর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদর, ঠাকুরগাঁও

ভাকুটিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদর, যশোর

মাধাইপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

পিটিআই হোস্টেল বিল্ডিং, লালমনিরহাট

লালমনিরহাট পিটিআই একাডেমিক ভবন

২০১৫-১৬ অর্থবছরে দারিদ্র বিমোচনে এলজিইডি'র সাফল্য

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

গ্রামীণ এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নারী ব্যবসায়ী, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহণ শ্রমিক এবং অন্যান্যদের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এলজিইডি কর্তৃক সৃষ্ট আয়ের সুযোগ দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ অবদান রাখছে। এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আওতায় দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রত্যক্ষভাবে ১,৩৬২.৩৮ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রায় সবগুলিতেই গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে মহিলা বাজার শাখা নির্মাণ করা হচ্ছে যা সুনির্দিষ্টভাবে দেশের দুঃস্থ ও দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠীর একাংশকে অর্থনৈতিক কর্মকা- সম্পৃক্ত করছে। এছাড়া, এলজিইডি'র প্রায় সকল প্রকল্পের আওতায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে দুঃস্থ জনগোষ্ঠী, বিশেষতঃ দুঃস্থ নারী শ্রমিক নিয়োজিত করা হয়েছে যা বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪ টি মহিলা বাজার সেকশন নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দুঃস্থ ও দরিদ্র নারী ব্যবসায়ীদের পল্লী অর্থনীতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততায় নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

মহিলা মার্কেট সেকশন, পটুয়াখালী

এলসিএস মহিলারা রাস্তার পেভমেন্ট নির্মাণে এইচবিবি কাজ করছেন

রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রোগ্রামের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে ও সরকারের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিতে ইতিবাচক অবদান রাখার নিমিত্তে "রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-২ (RERMP-2)" শীর্ষক প্রোগ্রামটি জুলাই,২০১৩ থেকে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত। দেশের সকল জেলায় ৪,৫৪৮টি ইউনিয়নে মোট ৫৯,১৮০জন দুঃস্থ নারীকর্মী দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতি ইউনিয়নে বছরে ২০ কিলোমিটার অর্থাৎ মোট ৯০,৯৬০ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক বছরব্যাপী চলাচল উপযোগী রেখে কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচি গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৪১টি জেলার ৩,১৭৮টি ইউনিয়নে ১০জন করে মোট ৩১,৭৮০ জন দুঃস্থ মহিলার, প্রকল্প মেয়াদকালীন সময় পর্যন্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পাশাপাশি প্রোগ্রামটির আওতায় দাতাসংস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের ২৩টি জেলার ১,৩৭০টি ইউনিয়নে ১ম পর্যায়ে এবং ২য় পর্যায়ে ১০ জন করে মোট ২৭,৪০০ জন নারীকর্মী দু'বছরের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্পটির আওতায় মোট ৫৯,১৮০ জন দুঃস্থ নারীকর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে।

কর্মরত অবস্থায় আরইআরএমপি-২ এর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীরা

ইতিমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের ২৩টি জেলার ১,৩৭০টি ইউনিয়নে ১ম পর্যায়ে নিয়োজিত ১৩,৭০০ জন নারীকর্মীর কাজের মেয়াদ সমাপ্ত হয়েছে এবং তাদের সঞ্চয়কৃত অর্থের চেক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হয়েছে। ইতিমধ্যে, তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের সুবিধামত আত্ন-কর্মসংস্থানের কাজে সঞ্চয়কৃত অর্থ বিনিয়োগ করেছেন।

'ইইউ মিশন' আরইআরএমপি-২ এর কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন

১ম পর্যায়ে নিয়োজিত নারীকর্মীদের সঞ্চয়কৃত অর্থের চেক এবং সনদপত্র বিতরণ করা হচ্ছে

কর্মীগণ তাদের সঞ্চয়কৃত অর্থ আত্ন-কর্মসংস্থানমূলক কাজে বিনিয়োগ করেছেন

উল্লেখ্য যে, প্রোগ্রামে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মীকে দৈনিক ১৫০ টাকা হারে মজুরী দেয়া হয় এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে তার দৈনিক মজুরী থেকে ৫০ টাকা তার সঞ্চয় একাউন্টে আবশ্যিকভাবে জমা রাখা হয়। প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন শুরুর দু'বছর শেষে প্রত্যেকের এরুপ সঞ্চয় দাঁড়ায় প্রায় ৩৬,০০০ টাকা, যা দ্বারা কর্মীগণ তাদের সুবিধামত আত্ন-কর্মসংস্থানের কাজ বিনিয়োগ করতে পারেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই প্রোগ্রামের দাতাসংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের ২৩টি জেলায় প্রকল্পভূক্ত দুঃস্থ নারীকর্মীদের স্বাস্থ্য সেবা ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে PKSF কর্তৃক নিয়োজিত ৪০টি Partner Organization দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর বিভাগের প্রোগ্রামভুক্ত দুঃস্থ নারীকর্মীদের এলজিইডি নিয়োজিত ১০টি স্থানীয় NGO প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণসমূহ সচেতনতামূলক ও লাভজনক আত্নকর্ম ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত । পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক হিসাবরক্ষণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, বাড়ির আঙ্গিনায় সবজিচাষ, মাশরুমচাষ, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার পদ্ধতি ও এর গুরুত্বের বিষয়েও কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

আরইআরএমপি-২ এর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

সড়কসমূহের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির স্বার্থে রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি সড়কের উভয়পার্শ্বে ২১২ কিলোমিটার সড়কে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

আরইআরএমপি-২এর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীরা বৃক্ষরোপণ করছেন।

৫৯,১৮০ জন দুঃস্থ মহিলা কর্মীগণকে স্বপরিবারে একটি আত্ননির্ভরশীল পরিবার হিসেবে তৈরী করার যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে এই 'প্রোগ্রাম'বাস্তবায়িত হচ্ছে, আশা করা যায় প্রোগ্রামটি সফল বাস্তবায়নের পর আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে প্রোগ্রামে নিযুক্ত দুঃস্থ নারীগণ আত্ননির্ভরশীল হতে সক্ষম হবেন এবং তারা আর দারিদ্র সীমার নীচে ফিরে যাবেন না।

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP), এলজিইডি অংশ

মেঘনা অববাহিকার হাওর অঞ্চল বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে হাওর অঞ্চলের ৮৬০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা প্লাবিত হয় ও অতিবর্ষনে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এর ফলে জীবনযাপন সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং দৈনন্দিন কর্মকান্ড ব্যহত হয়। হাওর মাস্টার প্ল্যান (২০১২) এর আলোকে জাইকা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) এর ২৯টি উপ-প্রকল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে চিহ্নিত করে। এরই ধারাবাহিকতাই গত ১৬ জুন, ২০১৪ তারিখে ৩৫তম ওডিএ লোন প্যাকেজ এর আওতায় বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার মধ্যে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো: বন্যা হতে ফসলের ক্ষতি হ্রাস, যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধি এবং মৎস্য সম্পদের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের জনগনের জীবনমান উন্নয়ন। হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পটি ৮৮০.০০৬৪ কোটি টাকা (জিওবিঃ ২৮৩.৩০৬৭ কোটি + প্রকল্প সাহায্যঃ ৫৯৬.৩৬৯৯৭ কোটি) ব্যয়ে ২০১৪ থেকে ২০২২ মেয়াদে নির্বাচিত ২৯টি উপ-প্রকল্প অঞ্চলে (কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৩৩টি উপজেলা) বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি মূলত পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এ দু'টি প্রধান অঙ্গের মাধ্যমে কর্ম পরিচালনা করে।

কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার বড়টোপা - টাঠাপাড়া গ্রামীন সড়ক

"হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন " শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন এর আওতায় ১২১কি:মি উপজেলা সড়ক, ১৫৮কি:মি ইউনিয়ন সড়ক, ১৩৭ কি:মি গ্রামীন সড়ক, ৭৮০মি ব্রীজ, ৮৬০মি কালভার্ট নির্মাণ,২০০কি:মি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, ৩২০কি:মি নির্মাণকালীন গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, ২২টি হাট নির্মাণ, ও ২৪টি ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এর আওতায় ১৫০টি বিলের উন্নয়ন কাজ (অভয় আশ্রম ও জলজ উদ্ভিদ রক্ষা), ২১০ কি:মি বিল সংযোগ খাল খনন, বিল স্কিনিং, রিসোর্স ম্যাপিং ,খাঁচায় মাছ চাষ, আঙিনা সংলগ্ন পুকুরে মাছ চাষ, দাউদকান্দি মডেল কালচার সহ মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কাজ করা হবে। প্রকল্পের প্রশাসনিক ও দৈনন্দিন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক এর নেতৃত্বে এলজিইডির সদর দপ্তর পর্যায়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস, জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর নেতৃত্বে ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট এবং উপজেলা প্রকৌশলীর অধীনে উপজেলা পর্যায়ে ১৬টি প্রকল্প উপজেলা অফিস রয়েছে।

কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার কাঠাখাল পুনঃখনন

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার আলোকে জুন ২০১৬ইং মাস পর্যন্ত অঙ্গভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি সন্তোষজনক। ইতোমধ্যে ১৫.৫০ কি:মি উপজেলা সড়ক, ৮.৫০ কিঃমিঃ ইউনিয়ন সড়ক, ২৮ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ, ১.৭০ কিঃমিঃ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়াও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এর আওতায় ১৩৯ টি বিল চিহ্নিতকরন, ১২ কিঃমিঃ বিল সংযোগ খাল খনন সম্পন্ন হয়েছে। সুফলভোগীদের মাধ্যমে ৬৫টি পুকুরে মাছ চাষ পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় ১০৩৭ জনকে এলসিএস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৭১ জন সুফলভোগীকে পুকুরে মৎস্য চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যেখানে ৪০ জন নারী সদস্য। প্রকল্পের ১০৪ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করেছেন।

কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি মডেল পরিদর্শন শেষে অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা

সার্বিক ভাবে হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য আরএডিপিতে ৭৩২৮ লক্ষ টাকার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যার ভৌত অগ্রগতি ৯৫% ও আর্থিক অগ্রগতি ৯৩%।

ভৌত অবকাঠামো কার্যক্রমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সরাসরি নিয়োজিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের ক্ষেত্রে এলসিএস (চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল) একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি সময় হতে এলজিইডি কর্তৃক এলসিএসের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামীণ অবকাঠামোর কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোর কাজ ইতিমধ্যেই এলসিএসের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে দাতা সংস্থার অনেক প্রসংশা অর্জন করেছে। HFMLIP প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ইং অর্থবছরে ১২.৯০ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়ক এলসিএস এর মাধ্যমে নির্মান করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে এলসিএস সদস্যরা ৩৩ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ পেয়েছে।

গত ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ইং জাপানী আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা (জাইকা) এর Chief Representative, Mr. Mikio Hataeda জাইকার অর্থায়নে প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলায় প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়ণ কর্মকান্ড সরজমিনে পরিদর্শন করেন। তিনি দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলাধীন তেঢালা হুগলিয়া-চাতল বিল, আসামুরা-পুরানকান্দি গাঁও গ্রামীন সড়ক, সুনামগঞ্জ সদর উপজেলাধীন নারাইনপুর সিসি ব্লক রোড, হবতপুর গ্রামে টুকেরঘাট-বাহাদুরপুর গ্রামীণ সড়ক পরিদর্শন শেষে এলসিএস সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। লভ্যাংশ বিতরন শেষে Mr. Mikio Hataeda তার বক্তব্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়া এলজিইডি'র কাজে কমিউনিটির ইতিবাচক পরিবর্তন ও এলজিইডি'র প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান। পরিদর্শন কালে এলজিইডি সিলেট বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন, প্রকল্প পরিচালক জনাব সেখ মোহাম্মদ মহসিন, প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের টিম লিডার মি. ইয়ান বারওয়েল এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ জনাব ইকবাল আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

জাইকার Chief Representative এর উপস্থিতিতে এলসিএস সদস্যদের লভ্যাংশ বিতরন অনুষ্ঠান

এছাড়াও জাইকার সিনিয়র প্রতিনিধি মি. হিতোশি আরা গত ১৮ এপ্রিল, ২০১৬ ইং তারিখে প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা উপজেলায় সেহলা - হাটখোলা বাজার রাস্তা সিসি ব্লক দ্বারা উন্নয়ন কাজের এলসিএস সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরন ও অভিজ্ঞতা বিনিময় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্প পরিচালক জনাব সেখ মোহাম্মদ মহসিন ও নির্বাহী প্রকৌশলী,নেত্রকোনা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এলসিএস সদস্যদের এ ধরনের কাজে অংশগ্রহনের ভুয়সী প্রসংশা করেন এবং সততার সাথে কাজ সমাপ্ত করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

জাইকার সিনিয়র প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এলসিএস সদস্যদের লভ্যাংশ বিতরন অনুষ্ঠান

প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র মৎস্যজীবিদের মাধ্যমে সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের সহযোগীতায় নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলায় মোট ২১৩টি জলমহাল চিহ্নিত করা হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র নির্দেশনার আলোকে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। চিহ্নিত জলমহাল সমূহ প্রকল্পে হস্তান্তরের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির উপদেষ্টা হিসাবে মাননীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যানগনের সুপারিশ গ্রহণ করে ২১৩টি জলমহাল হস্তান্তরের প্রস্তাবনাটি স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে গত ৩০-০৮-২০১৫ তারিখে ভূমি মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়। ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে গত ০৪-১১-২০১৫ইং তারিখে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবরে মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়। এ আলোকে জলমহাল হস্তান্তরের জন্য জেলা প্রশাসকগন ভূমি মন্ত্রণালয়ে ১৩৯টি জলমহাল হস্তান্তরের জন্য মতামত প্রদান করেছেন। এর আলোকে বর্তমানে ভুমি মন্ত্রণালয়ের সাথে স্থানীয় সরকার বিভাগের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়াও সুফলভোগীদের মাধ্যমে ৬৫টি বাড়ির আঙিনা সংলগ্ন পুকুরে মাছ চাষ পরিচালিত হচ্ছে।

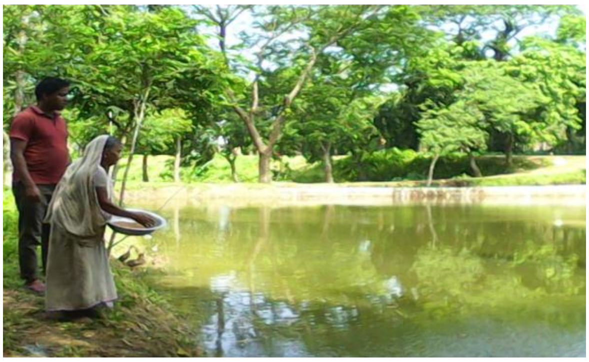

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার মোহনপুর ইউনিয়নে পুকুরে মৎস্যচাষ কার্যক্রম

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পে গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ ও মেরামতের ফলে পল্লী অঞ্চলের জনগণের যাতায়াতে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যানবাহন চলাচল বেড়েছে, ভ্রমনের সময় হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া বাজারে প্রবেশ সুবিধা বৃদ্ধিসহ উৎপাদিত ফসল ও সম্পদ বিপণন, জীবিকার সুযোগ ও সামাজিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৎস সম্পদ উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণের ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও টেকসই জলমহল ব্যবস্থাপনায় দরিদ্র নারী ও পুরুষের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাবে। হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP) বাস্তবায়নের ফলে সম্পদের দক্ষ, সাশ্রয়ী ও ন্যায়সংগত ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প

ভৌগলিক অবস্থান এর কারণে বাংলদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম দুর্যোগ প্রবন দেশ। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশ। ১,৫৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার জায়গায় প্রায় ১৬.৫০ কোটি লোক অতীব ঘনবসতিতে বসবাস করে। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০৫৭ জন। ৬৮ হাজার গ্রাম অধ্যুষিত এই বাংলাদেশের ৭০% জনগণ গ্রামে বাস করে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী, বিশ্ব ব্যাংক এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী মাঝারী থেকে অতি দরিদ্রপ্রবণ উপকূলীয় জেলাসমূহ অন্যতম। আয় বৈষম্য এবং যথেষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকাই সার্বিক পরিস্থিতির মূল কারণ। সম্পদের অসম বন্টন, আয় বৈষম্য ও কঠিন দারিদ্রতার জন্য অবহেলিত এই জনগোষ্ঠি বাধ্য হয়ে এহেন বিপদ সংকুল প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় বাস করে। কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই উষ্ণমন্ডলীয় ঝড়, জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা বা সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত কারণে সৃষ্ট বন্যার ভয়বহতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই।

বিশ্বব্যাপি জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে নানা রকম প্রকৃতিক দুর্যোগ। উপকুলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, লবনাক্ত পানি প্রবেশের ফলে কৃষিজমির ক্ষতি সাধন নদীভাঙ্গনের মাত্রাবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য, বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়েছে জনজীবন। স্বল্প সময়ে সিডর, আইলার মত বড় দুর্যোগের আঘাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র বিপর্যয়সহ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় দেশটি।

বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল এলাকা সমুদ্রের পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঁধের অভ্যন্তরে লোনা পানি প্রবেশ করে চাষাবাদ যোগ্য বিশাল অঞ্চল চাষাবাদের অনুপযোগী হবে। জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের ধারণা অনুযায়ী অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং স্বল্প সময়ে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে বিদ্যমান ড্রেইনেজ ব্যবস্থাপণা ধ্বংস হবে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে জলোচ্ছাসের কারণে সমুদ্রের পানিতে বেরী বাঁধ প্লাবিত হয়ে ফসল উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

জলবায়ু বিষয়ক বিভিন্ন ডাটা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের ১৯টি উপকূলীয় জেলা জলবায়ূ পরিবর্তনের কারণে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের অনেকেই বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের বাহিরে বাস করায় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করছে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগণকে মূল ভূমিতে স্থানান্তর করা সম্ভব নয় বিধায় এসব এলাকার জনগণকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রভাবিত অবস্থার মোকাবেলায় দক্ষ এবং সৃষ্ট অবস্থার সাথে অভিযোজনে সক্ষম করে তোলা প্রয়োজন এবং সে লক্ষেই প্রকল্পটি গৃহীত হচ্ছে ।

CCAP এর উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের উন্নয়ন উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

- বাংলাদেশের ব্যবসায়িক ও পরিবহন নেটওয়ার্ক টেকসই এবং জলবায়ুঘাত প্রতিরোধী করা।

প্রকল্পের আশু উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

- জলবায়ুঘাত প্রতিরোধী ব্যবসায়িক ও পরিবহন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন;
- কাজের সুযোগ সৃষ্টি, জীবনমান উন্নয়ন ও জলবায়ুর প্রভাবে ক্ষতির সম্মুখীন দুস্থ বিশেষ করে উপকূলীয় দুস্থ মহিলাদের স্বাবলম্বী ও ক্ষমতায়ন।

Climate Change Adaptation এর সহায়তায় জলবায়ূ পরিবর্তন সহনশীল প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষতির সম্মুখীন জনগোষ্ঠী ও বেসরকারী খাতের ক্ষমতায়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণই এলজিইডি'র মূল লক্ষ্য।

Climate Change Adaptation প্রকল্পটি ডানিডা এবং জিওবি অর্থায়নে মোট ১৬,৫৮০ লক্ষ টাকায় (ডানিডা ৫,৮৫১.৬৫ এবং জিওবি ১০,৭২৮.৩৫ লক্ষ টাকা) ঘূর্নিঝড় ও বন্যায় বেশী ক্ষতিগ্রস্ত ৫টি উপকূলীয় জেলার (পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর) ১০টি উপজেলা (রাঙ্গাবালী, কলাপাড়া, আমতলী, তালতলী, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল সদর, হাতিয়া, সুবর্ণচর, রামগতি ও কমলনগর) এলসিএস এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পটির মেয়াদঃ জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭।

প্রকল্পটির কর্মসূচীর লক্ষমাত্রা নিম্নরুপঃ

১)	সড়ক/বাঁধ রিসেকশনিং	৩৬০.৫০ কিঃমিঃ,
২)	এইচবিবি দ্বারা গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন	৩৫.৬৫ কিঃমিঃ,
৩)	ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন	৪.০০ কিঃমিঃ,
৪)	গ্রামীণ সড়ক এবং সড়কের অবকাঠামো মেরামত (কালভার্ট/ইউ ড্রেন)	৩৯.৮৫ কিঃমিঃ,
৫)	সিসি ব্লক রোড	৩.১৮ কিঃমিঃ,
৬)	নিস্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ (কালভার্ট/ইউ ড্রেন)	৪২০.০০ মিঃ
৭)	খাল পুনঃ খনন	৪৮.০০ কিঃমিঃ
৮)	স্লোপ প্রোটেকশান ওয়ার্ক	১৮৪১.৫০ মিঃ
৯)	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য পুকুর খনন	২৮টি
১০)	ঘরের চালের বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে খাবার পানি ব্যবহার করন	৫ টি
১১)	গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন	৩৫টি
১২)	নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর বর্ধিতকরণ ৫টি ও পরিদর্শন বাংলো ২টি	৭টি
১৩)	ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ব্লক গ্রান্ট	২৬টি
১৪)	বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা	১৩৪.৬০ কিঃমিঃ

উল্লেখিত কর্মসূচীগুলি বাস্তবায়নের লক্ষে স্কীম নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতি সমূহ অনুসরন করা হচ্ছে ।

- সমস্ত স্কীম স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সুফলভোগী জনগনের (ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্থানীয় জনসাধারন, স্কুল শিক্ষক, LCS প্রতিনিধি, NGO প্রতিনিধি ইত্যাদি) সাথে Local level planning workshop এর মাধ্যমে আলোচনা ও মতবিনিময় করে এবং Participatory Rural Appraisal (PRA) এর মাধ্যমে নির্বাচন করা হয় ।
- স্কীম নির্বাচনে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সমস্যাদি নিরসনের জন্য Hazard Map প্রনয়নের মাধ্যমে স্কীম নির্বাচন করা হয় ।
- স্কীম নির্বাচনে Climate Change Specialist এর মতামত গ্রহন করা হয় ।
- নির্বাচিত অবকাঠামো জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে উপকার ভোগীদের সাহায্য করা ।
- বন্যা বা ঘূর্ণিঝড় পূর্বাভাসে সাইক্লোন সেল্টার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন স্থানে যাতায়াতকারী সড়ক উন্নয়নে প্রধান্য দেয়া হয় ।
- কৃষিজমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণে খাল খনন স্কীম গ্রহনে অগ্রাধিকার দেয়া হয় ।
- দ্রুত বন্যার পানি নিস্কাশনের জন্য রাস্তার প্রয়োজনীয় কালভার্ট/ইউ-ড্রেন নির্মাণে অগ্রাধিকার দেয়া হয় ।
- সাইক্লোন সেল্টার ও এলাকার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন স্থানের সংযোগকারী সড়কের ক্ষতিগ্রস্থ স্লোপের মেরামতের জন্য স্লোপ প্রোটেকশন স্কীম নিতে হবে ।
- উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত অবকাঠামো সরকারী মালিকানাধীন জমিতে হতে হবে ।
- স্থানীয় জনগনের সকলের নির্মিত অবকাঠামো ব্যবহারের অধিকার থাকতে হবে ।
- পরিবেশের ভারসম্য রক্ষা এবং উপকূলীয় উইন্ড ব্রেকার হিসাবে কাজ করে এরূপ বৃক্ষরোপণে অগ্রাধিকার দেয়া হবে ।

প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (জুন ২০১৬) মোট ১৫০০০ জন এলসিএস মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং ১১,০০,০০০ এলসিএস শ্রম দিবস সৃষ্টি হবে ।

এ পর্যন্ত (জুন ২০১৬) মোট ১২৫৭৫ জন এলসিএস এর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে তন্মধ্যে পুরুষ ৮৮৯ জন এবং মহিলা ১১৬৮৬ জন। সর্বমোট ৯,৫০,০০০ জনদিবস কর্ম সংস্থান হয়েছে। এছাড়াও গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে নিম্নবর্ণিত কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

১)	সড়ক/বাঁধ রিসেকশনিং	৩৪৫.৯৭ কিঃমিঃ,
২)	এইচবিবি দ্বারা গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন	৪১.২৪ কিঃমিঃ,

৩)	ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন	১.৪১ কিঃমিঃ,
৪)	গ্রামীণ সড়ক এবং সড়কের অবকাঠামো মেরামত (কালভার্ট/ইউ ড্রেন)	৪৪.২৮ কিঃমিঃ,
৫)	সিসি ব্লক রোড	১.৪৮ কিঃমিঃ,
৬)	নিস্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ (কালভার্ট/ইউ ড্রেন)	৪৬৯.৬২ মিঃ
৭)	খাল পুনঃ খনন	৫১.৭৪ কিঃমিঃ
৮)	স্লোপ প্রোটেকশান ওয়ার্ক	২১৫০.০০ মিঃ
৯)	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য পুকুর খনন	৩৬ টি
১০)	ঘরের চালের বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে খাবার পানি ব্যবহার করন	৬ টি
১১)	গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন	২৭ টি
১২)	ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ব্লক গ্রান্ট	৪৪ টি
১৩)	বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা	১০০.২২ কিঃমিঃ

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী মহোদয় Mr. Piter Pogh Jensen, Head of Development Cooperation, Embassy of Denmark এর সাথে সিসিএপি প্রকল্প নিয়ে আলাপ করেন ।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্পের চলমান কাজের উপর গৃহীত আরও কিছু আলোকচিত্র

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পুরস্কার গ্রহন করছেন সিসিএপি প্রকল্পে কর্মরতএলসিএস মহিলা খোদেজা বেগম

ডেনমার্কের মান্যবর রাষ্ট্রদুত হেনে ফুগাল স্কেজার এবং ডেনমার্ক থেকে আগত একটি সাংবাদিক দল সিসিএপি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করছেন।

এলসিএস মহিলারা মাটির রাস্তায় কাজ করছেন

এলসিএস মহিলারা ইউ-ড্রেন নির্মাণ করছেন

এলসিএস মহিলারা এইচবিবি পেভমেন্ট নির্মাণ করছেন

এলসিএস মহিলারা পুকুর খনন করছেন

হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ)

হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইফাদ ও স্প্যানিশ ট্রাষ্ট ফান্ড এর সাহায্যপুষ্ট একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি হাওর অধ্যুষিত কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাঁচটি জেলার ২৮টি উপজেলার দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন ও বিকল্প কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করছে । জানুয়ারী ২০১২ থেকে জুন ২০১৯ ইং পর্যন্ত মেয়াদকালে প্রকল্পটি হাওর এলাকায় কাজ করবে । হাওর অঞ্চলের মানুষকে পরিবেশের বিরুপ প্রভাব থেকে বাঁচানো ও পরিবেশ টেকসই করার জন্য ২০১৪ সনে এ প্রকল্পের সাথে ক্যালিপ(ক্লাইমেট এডাপটেশন এবং লাইভলিহুড প্রোটেকশন) একটি উপ প্রকল্প যুক্ত হয় । হিলিপ ও ক্যালিপ ৬,৮৮,০০০ হাউজহোল্ডকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে যার অধিকাংশই দরিদ্র মানুষ। ইতোমধ্যে ১,২১,৪৮০ মানুষ সরাসরি উপকৃত হয়েছেন যার ৩০-৫০% মহিলা

হাওর অঞ্চলের দারিদ্র হ্রাসকরণ, বিকল্প কর্ম সংস্থান সৃজন, যোগাযোগ ও বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান উন্নয়ন, স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এই প্রকল্প গ্রামীন যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জীবিকার নিরাপত্তা সৃজন, পরিবেশ অভিযোজনের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিকরণসহ নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

হিলিপ প্রকল্প এর ৬টি উপাঙ্গের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৫টি জেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ৬০ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক, ৯৩ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক, ১৫৯ কিলোমিটার গ্রামীন সড়ক, ১,৬৩০ মিটারব্রিজ/কালভার্ট, ২৪টি বোট লান্ডিং ঘাট, ৩৩টি গ্রামীন বাজার উন্নয়ন, ১৩ টি বাজার রক্ষা দেয়াল এবং ৪৪ টি গ্রাম রক্ষা বাধ নির্মাণ করা হয়েছে। এত ৩০,৬৩০ জন গ্রামীন দরিদ্র লোকের (এলসিএস) কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ।

স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ৫টি জেলায় ৩০ কিলোমিটার খাল খনন, ৫৮টি বিল উন্নয়ন এবং ৭৮,২০০টি হিজল-করচ গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের দ্বারা ৬,৭৫০ জন এলসিএস এর জন্য ১,০০,৫৭৭ কর্মদিবস কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে এ পর্যন্ত ৫টি জেলায় ৫২,৩১৬ জন দরিদ্র কৃষককে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । হাতে কলমে কৃষকদের শিখানোরে জন্য ১,২৭৩টি বিভিন্ন প্রদর্শণী খামার স্থাপন করে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, পশু প্রতিপালন , মৎস্য চাষ করা হচ্ছে। এতে ৪৬২টি শস্য, ৬৪৩টি প্রাণিসম্পদ এবং ১৬৮টি মৎস্য সম্পদ প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব প্রদর্শনীর সাথে ৩,৪০৫জন উপকারভোগী যুক্ত আছেন। তাছাড়া ৩৭,১৩৭টি গরু ছাগল ভেড়া মহিষকে ভ্যাকসিনেশন প্রদান ও কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো হয়েছে। ২৯০০ গাভীর কৃত্রিম প্রজনন করানো হয়েছে। ২৭০ জন গ্রামীণ বেকার যুবককে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে গ্রামীন পশু চিকিৎসা কর্মী (প্যারাভেট) তৈরী করা হয়েছে। এসব প্যারাভেটগণ এখন গ্রামে গঞ্জে প্রাণী স্বাস্থ্য রক্ষায় কাজ করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। এছাড়াও প্রকল্পের মাধ্যমে ভ্যালুচেইন কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রকল্পের ক্যালিপ অংগের আওতায় ১৭,০৬০ উপকারভোগীকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত গ্রামীণ বনায়নে ১৩,৪০০ জন, পুকুরে মৎস্য চাষ ২,৩০০ জন, বাঁশ বেত কাঠ ও পাট জাতীয় পণ্য উৎপাদনে ১,০০০ জনকে এবং ৮০ জনকে সেলাই, ২০ জনকে মোবাইলফোন/কম্পিউটার রিপিয়ারিং, ৪০ জনকে ডিজেল ইঞ্জিন/পাম্প রিপিয়ারি, ৪০ জনকে ওয়েল্ডিং, ২০ রেফ্রিজেরেটর, ১০০ জনকে ইলেকট্রিশিয়ান, ২০ জনকে প্লাম্বিং এবং ২০ জনকে মোটর সাইকেল মেরামত এর উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হাওর এলাকায় আগাম বন্যায় প্রতি বছর একমাত্র বোরো ফসল নষ্ট হয়। প্রকৃতিসৃষ্ট পরিবেশের বিরুপ প্রভাব থেকে হাওরবাসীদের বোরো ফসল অগ্রীম কর্তনের জন্য প্রকল্পের অর্থায়নে হাওর এলাকার কৃষকদেরকে বন্যার আগাম সতর্কীকরণ বার্তা প্রদানের পদক্ষেপ হিসেবে Flash Flood Early Warning System (FFEWS) উন্নয়নের কাজ চলছে। এবিষয়ে এলজিইডি'র সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) এর সাথে সমঝোতা পত্র স্বাক্ষর করে একযোগে কাজ করছে। এসব প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রকল্পভুক্ত হাওর জেলাগুলিতে দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। এসব কাজের ফলে হাওরের কৃষকগণ তাদের ফসল রক্ষার জন্য ৩-৫ দিন পুর্বেই বন্যার আগাম সতর্কীকরণ বার্তা পাবেন। কৃষকদেরকে মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে তা জানানো হবে ।

সমাজ ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা উপাঙ্গ ঃ

২০১৫-১৬ অর্থবছরে অংগভিত্তিক উল্লেখযোগ্য অর্জন

যোগাযোগ অবকাঠামো উপাঙ্গ

এ উপাঙ্গের আওতায় হাওর ভুক্ত উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ/উন্নয়ন এবং এসমস্ত সড়কগুলোর উপর সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া মালামাল ওঠা-নামার জন্য কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। নিচের সারণিতে অগ্রগতি প্রদর্শিত হলো।

হাওর এলাকায় নির্মিত একটি উপজেলা সড়ক

	যোগাযোগ অবকাঠামো উপাঙ্গের অর্জিত অগ্রগতি

উপ-অংগ	**ভৌত অগ্রগতি (২০১৫-১৬)**	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
উপজেলা সড়ক নির্মাণ (কিলোমিটার)	১৫	১৬
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ (কিলোমিটার)	৩০	৩৩
উপজেলা সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ (মিঃ)	১৮	১৩
ইউনিয়ন সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ (মিঃ)	৪৫	৪০
গ্রামীন সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ (মিটার)	৪৫	৪০
ঘাট নির্মাণ (সংখ্যা)	৭	৭

কমিউনিটি অবকাঠামো উপাঙ্গ

প্রকল্পের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশ নিয়ে স্থানীয় জনগণ স্বল্প মেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। এ অর্থবছরে রাস্তা এবং বাজার উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ১১,৬২৫ এলসিএস সদস্যের স্বল্পমেয়াদি কর্মসংস্থান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৮,১২৫ জন পুরুষ এবং ৩,৫০০ জন নারী। এলসিএস সদস্যের মধ্যে ৩৮,৭৪,৮৬,৫৯৮ টাকা মজুরী ও ৫,২১৭,১৯৭ টাকা লভ্যাংশ হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে।

এলসিএস সদস্য কর্তৃক নির্মিত ভিলেজ ইনটারনাল রোড পরিদর্শন ।

	কমিউনিটি অবকাঠামো উপাঙ্গের অর্জিত অগ্রগতি

উপাঙ্গের নাম	ভৌত অগ্রগতি (২০১৫-১৬)	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
গ্রামীন সড়ক নির্মাণ (কিলোমিটার)	৫২	৫২
গ্রামীন বাজার উন্নয়ন (সংখ্যা)	১২	১২
গ্রাম প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ (সংখ্যা)	২০	১৫
বাজার প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ (সংখ্যা)	১২	১২
এলসিএস সদ্যসের প্রশিক্ষণ প্রদান (ব্যাচ-সংখ্যা)	৩০০	১৬০

সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা উপাঙ্গ

এই উপাঙ্গের আওতায় ৩৮৩টি জলমহালে বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের মাধ্যমে বিল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও ফসলে সেচের ব্যস্থাপনার জন্য প্রায় ৩০ কিলোমিটার খাল খনন করা হয়েছে। উক্ত ৩০ কিলোমিটারখাল খননে ২,৮৭৩ জন এলসিএস সদস্য অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে ১,১৪৩ জনই মহিলা সদস্য। খাল খনন কার্যক্রমে মোট ২,৮৭৩ জন সদস্যদের মধ্যে ইতোমধ্যে ২৪,২৭,২৫৪ টাকার লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে এবং খাল ও বিলের পাড়ে মোট প্রায় ৭৮,২০০টি হিজল/করচ গাছ রোপন করা হয়েছে। বিল ব্যবহারকারী সংগঠনে মোট ৯,৭৩৩ জন কে লভ্যাংশ হিসাবে মোট ২,৫৩, ১১,২৭২ টাকা বিতরণ বিতরণ করা হয়েছে যাদের মধ্যে ২,৪০৪ জনই মহিলা। মৎস্য সম্পদ আহরণ, বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে জন সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই প্রকল্প জাতীয় মৎস্য সপ্তাহসহ অন্যান্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন জাতীয় দিবসে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

প্রশিক্ষিত মহিলারা জাত ভিত্তিক মাছ বাছাইয়ের কাজ করছেন

জীবিকা নিরাপত্তা উপাঙ্গ

প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী সহায়তার মাধ্যমে অভীষ্ট জনগোষ্ঠির জীবিকার নিরাপত্তা ও জীবন মান নিশ্চিত করতে এই উপাঙ্গ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত করছে যার ফলে স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রতিবেদন প্রণয়নয়কালে ৫০৩টি কমিউনিটি ইনকাম জেনারেশন (সিআইজি) দলের ১২,৫৭৫ জন সদস্য প্রকল্পের কৃষি, প্রাণি সম্পদ ও মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়েছে যার মধ্যে জন ৯,২৭০ মহিলা

(৭৪%) এ ছাড়াও, প্রকল্প এলাকায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য স্থানীয় উৎসাহী বেকার নারী ও পুরুষের মধ্য থেকে ৬০ জনকে নির্বাচিত করে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে Para-vets তৈরী করা হয়েছে।

প্রদর্শনী সবজি ক্ষেত

	জীবিকা নিরাপত্তা উপাঙ্গের ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি

কার্যক্রম	ভৌত অগ্রগতি (২০১৫-১৬)	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
'সিআইজি' দলকে প্রশিক্ষণ প্রদান	১২৫৭৫ জন	১২৫৭৫ জন
শস্য প্রদর্শনী স্থাপন	৮৮ টি	৮৮ টি
প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী স্থাপন	৩৫৪ টি	৩৫৪ টি
মৎস্য প্রদর্শনী স্থাপন	৬১ টি	৬১ টি
বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও এক্সপোজার ভিজিট	১৪০৪১ জন	১৪০৪১ জন
গ্রামীন বনায়নের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	১৮৫৪০ জন	১৩৪০০ জন
পুকুরে মৎস্য চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	১০৮০ জন	১০৮০ জন
উন্নতমানের বাঁশ, বেত, কাঠ ও পাট জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	১০০০ জন	১০০০ জন
বিভিন্ন ট্রেডে ভোকেশন্যাল প্রশিক্ষণ প্রদান	১২২০ জন	২৬০ জন
প্যারাভেট প্রশিক্ষণ প্রদান	১৫০ জন	৬০ জন
সামাজিক স্বচেতনতা বৃদ্ধিকরণ / বিভিন্ন দিবস উৎযাপন	৭৩ টি	৭৩ টি
শ্রেষ্ঠ কৃষকদের পুরস্কার প্রদান	১৪০ জন	১৪০ জন

মানবসম্পদ উন্নয়ন

নিয়মানুযায়ী প্রকল্পভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীও অভীষ্ট জনগোষ্ঠী উভয়ের জন্যই বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রকল্পের ১৩৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ফাউন্ডেশন ট্রেনিং, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, স্কীম প্রস্তুতকরণ এবং মাননিয়ন্ত্রণ, আইসিটি প্রশিক্ষণ, খাল খনন, টমপ্রো সফ্টওয়্যার ব্যবহার, মনিটরিং এবং ইভ্যালুয়েশন ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে মহিলা ১৫ জন ছিল। জেন্ডার বিষয়ক মূলধারার উপরও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপকারভোগীদের মধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১১,৬২৫ জন এলসিএস এবং ২৪,৮৬১ জন সিআইজি মহিলা সদস্যও প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এ ছাড়াও, প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় উৎসাহী বেকার নারী ও পুরুষের মধ্য থেকে নির্বাচন করে মোট ৬০ জনকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে Para-vets হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে।

IFAD মিশণ কর্তৃক হিলিপ কার্য এলাকা পরিদর্শন

IFAD এর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ- Mr. Nicolas Syed, Country Program Officer, Bangladesh, Ms Paxina Chileshe, Climate Change Specialist, Richard Abilla, Aquaculture & Fisheries Technical Specialist, Ms Wanaporn Yangyuentham, M & E, KM and Gender Specialist. ‘‘হিলিপ’ - এর প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রকল্প পরিচালক ও পরামর্শকগণ সার্বক্ষনিকভাবে তাদেরকে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনে সহায়তা করেন।

Mr. Nicolas Syed, CPO, IFAD Bangladeshmn IFAD মিশন টীমএবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ'হিলিপ'প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করছেন

শ্রমবাজার ও মাতৃত্ব

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন উপাঙ্গের আওতায় প্রকল্পে হাওর অঞ্চলের দরিদ্র পরিবার থেকে আসা নারীরা এলসিএস অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। তারা একাধারে যেমন পরিবারের ভরণপোষণকারী, তেমনি তাদের অনেকেই শিশু সন্তানের জননী। মায়ের অনুপস্থিতিতে এই সমস্ত পরিবারে শিশুর দেখাশুনা করার মত কেউ থাকে না। এই বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ জেন্ডার ইস্যু হিসাবে বিবেচনায় এনে ‘হিলিপ’ কর্তৃপক্ষ প্রতিটি সাইটে ‘ডে-কেয়ার সেন্টার’ হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটি অস্থায়ী ছাউনী তৈরীর নিয়ম চালু করেছে, যার ফলে মাতৃত্বে ও পাশাপাশি নারীর জন্য শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ সহজসাধ্য হচ্ছে।

নারীর কর্মসংস্থান

এই প্রকল্পে একদিকে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিল ও খাল খনন কার্যক্রমে নারীরা অংশ নিয়ে স্বল্পমেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। অপরদিকে, জীবিকার নিরাপত্তা উপাঙ্গে অংশ নিয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী সহায়তার মাধ্যমে নারীরা স্ব-কর্মসংস্থানেরও সুযোগ পাচ্ছে। এই অর্থ বছরে এলসিএস দলে ৩,৫০০ জন নারী অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও স্বল্পমেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে এবং ১৪,৩৫৭ জন নারী ‘সিআইজি’ দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকল্পের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং উৎপাদনমূলক কাজের সাথে যুক্ত হয়েছেন। নারীদের কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ এলজিইডি কেন্দ্রীয়ভাবে তাদের পুরষ্কৃত করেছে।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবসহন প্রকল্প

বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন ক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘ বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি একটি সেফটি নেট প্রকল্প এবং এটি বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবের সাথে স্থানীয় দুঃস্থদের অভিযোজনের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতঃ তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনে উদ্ভুত বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষম কমিউনিটি অবকাঠামো যথা: কৃষি ফসল রক্ষায় নিমিত্তে বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ নির্মাণ, ড্রেনেজ খাল উন্নয়ন, কমিউনিটি বসত ভিটা উঁচু করন, পশু সম্পদের জন্য বন্যা কালীন আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, কমিউনিটি সেবা কেন্দ্র/ মার্কেট সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন ইত্যাদি কাজ বাস্তবায়ন করা হয় এবং উপকারভোগীদেরকে দুর্যোগ মোকাবেলা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি এবং আত্নকর্মসংস্থানের বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণলদ্ধ জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত সম্পদ বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে।

এ প্রকল্পে কম পক্ষে ৭০ শতাংশ মহিলা নিয়োগের সংস্থান থাকলেও প্রকৃত পক্ষে প্রকল্পে ৯০ শতাংশেরও বেশী মহিলা কর্মী নিয়োজিত আছেন। প্রতি জন কর্মী দুই বৎসরের জন্য প্রকল্পে নিযুক্ত হন এবং জানুয়ারী - জুন দুই শুষ্ক মৌসুমে ১০০ দিন করে ২০০ দিনের পূর্ত কাজ বাস্তবায়নে যুক্ত হন এবং জুলাই - ডিসেম্বর মেয়াদে প্রতি বৎসর ১৮০ দিন করে প্রশিক্ষন দেয়া হয়। প্রশিক্ষন কালে কর্মীগন মাসে ১৫৯৭ টাকা নগদ সহায়তা পেয়ে থাকেন এবং জানুয়ারী- জুন মেয়াদে সম্পাদিত কাজের বিপরীতে প্রতিজন কর্মী গড়ে প্রতিদিন নগদে ১৭৭ টাকা পান। মজুরি পরিশোধ হিসাবে এরুপ নগদ অর্থ কর্মীগণের খাদ্য অনিরাপত্তা হ্রাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সরকার এবং বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর মধ্যে জোরদার অংশীদারিত্ব আছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর স্কিম নির্বাচন, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষনে কারিগরী ও বাস্তবায়ন সহায়তা প্রদান করে। এলজিইডি প্রকল্প বাস্তবায়নে সকল নগদ অর্থ প্রদান করে এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে।

সংক্ষেপে প্রকল্পটির ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কর্মকান্ডের সারসংক্ষেপঃ

বরাদ্দ	ঃ	৫৭ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা
বাংলাদেশ সরকার	ঃ	৫৭ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা
ডব্লিউ.এফ.পি	ঃ	ইন কাইন্ড অপারেশনাল সাপোর্ট প্রদান করে
অংশগ্রহণকারী	ঃ	৪২, ৫০০ জন
মোট উপকারভোগী	ঃ	প্রায় ৩ লক্ষ।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের অর্জন

বাংলাদেশ ইউরোপিও ইউনিয়ন প্রতিনিধি প্রধান (ECHO) Mr. Devries Rene, কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন।

ERD'র অতিরিক্ত সচিব মিস মাহমুদা বেগম গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলায় প্রকল্পের লোকাল লেভেল প্ল্যানিং ম্যাপ দেখছেন এবং মহিলা কর্মীর সাথে আলোচনা করছেন।

- কমিউনিটি দূর্যোগ সহন ক্ষমতা বেস লাইন স্কোর ৪৪ শতাংশ থেকে ৭৯ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি (দূযোর্গ মোকাবেলা সক্ষম অবকাঠামো ও দূর্যোগ প্রবনতার ভিত্তিতে তৈরী হয়);
- ৫০টি কমিউনিটির উন্নত অবকাঠামো নির্মাণ, যার মধ্যে আছে ২০০ কিলোমিটার বাঁধ কাম গ্রামীন সড়ক নির্মাণ, ২টি ক্লাস্টার হোমস্টেড উঁচুকরণ, ১৮ কিলোমিটার সেচ ও নিষ্কাশন খাল খনন ;
- ৪২,৫০০ অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ ও কমিউনিটি সম্পদ সৃষ্টির কাজে ৩৫৮০.৩৭ লক্ষ টাকা নগদ অর্থ প্রদান;
- পরিবারের সদস্যসহ এ প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রবণ ৬২টি ইউনিয়নের প্রায় ৩ লক্ষ লোক উপকৃত হয়েছে;
- অংশগ্রহনকারী পরিবারের খাদ্য গ্রহণ জরীপ চলাকালীন সময়ের ৪৪.৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬০.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং মাথাপিছু ব্যয় ১৫.৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- মহিলাদের ক্ষমতায়ন করেছে - স্থানীয় পর্যায়ে কমিটিসমূহের মহিলা লীডারশীপ ৮৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- জবাবদিহিতা এবং সচ্ছতার বৃদ্ধিকল্পে হটলাইন নাম্বারের ব্যবস্থা করে কর্মীদের জানানো হয়। এ বৎসর ৭৩টি কল রিসিভ করে তাৎক্ষনিক সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।
- কর্মীদের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানী (সোলার প্যানেল) ব্যবহার বাংলাদেশের গড় ব্যবহারের চেয়ে বেশী।
- কর্মীদের কৃষিসম্পদের (প্রাণি সম্পদ) পরিমান জরীপ চলাকালীন সময়ে গড়ে ১০৪৪৫ টাকা থেকে ১৯০৮৯ টাকা অর্থাৎ ৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কৃষি ব্যতিত অন্যান্য আয় জরীপ চলাকালীন সময়ের ৭৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধিপেয়ে ৯৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ আয়ের বহুমূখী উৎস বেড়েছে।

IMED'র সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ তারেক হাওলাদার গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন ।

দুর্যোগ সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রমসমূহ ঃ

লোকাল লেভেল প্ল্যানিং

স্থানীয় দুর্যোগ বিষয়ে স্থানীয় জনগনের জান-মালের মূল্য অসীম। স্থানীয় দুর্যোগ সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় জন প্রতিনিধি, মহিলা/পুরুষ কমিউনিটি সদস্য, স্থানীয় অভিজাত, দুঃস্থ, স্কুল শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত উপজেলা পর্য্যায়ের কর্মকর্তা সমণ্বয়ে পরিচালিত একটি পরিকল্পনা ওয়ার্কশপে ওয়ার্ড পর্য্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি সমুহ চিহিত করে দুর্যোগ মোকাবেলা অগ্রাধিকার নিরুপন করা হয়। অগ্রাধিকার নিরুপনে যে সকল স্কীম অধিক সংখ্যক জনগনকে উপকার প্রদান করে সেগুলোকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়। প্রকল্পের অনুকুলে বরাদ্দকৃত সম্পদের প্রেক্ষিতে অগ্রধিকার তালিকা হতে স্কীম গ্রহন করা হয় যা সর্বাধিক জনগনের উপকারে আসে।

প্রকল্পের মহিলা কর্মীগন লোকাল লেভেল প্ল্যানিং ম্যাপ প্রস্তুত করছেন।

দুর্যোগ মোকাবেলা সক্ষম অবকাঠামো

স্থানীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলা সক্ষম বাধ নির্মাণ/সংস্কার, কমিউনিটি বসত ভিটা উঁচুকরণ, পশু সম্পদের জন্য বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ/মাটি উচুকরণ নিস্কাশন/সেচ খাল উন্নয়ন, সড়ক কাম বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি সামাজিক অবকাঠামোর একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করা হয় । বরাদ্দকৃত সম্পদের প্রেক্ষিতে নির্বাচিত স্কীম সমুহের বিস্তারিত মাপ গ্রহণ করতঃ দুর্যোগ সক্ষম ডিজাইন প্রণয়ন করা হয় । নির্মাণ কাজ স্থানীয় দুঃস্থ মহিলাদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয় যাতে তাদের আয় বাড়ে তথা পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায় ।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও আত্নকর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ

প্রকল্পে নিযুক্ত কর্মীগন দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ পরিকল্পনা, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং আপদকালে বেঁচে থাকার উপরে কতিপয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে । আপদকালে কখন আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে হবে, কি করে আপদকালের জন্য খাদ্য/সুপেয় পানি সংরক্ষন করতে হবে সে বিষয়ে প্রশিক্ষন দেয়া হয় । তা ছাড়া তারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি, পরিচ্ছন্নতা ও আত্নকর্মসংস্থান বিষয়ে প্রশিক্ষন গ্রহন করে যাতে তারা প্রকল্প থেকে ফেজ আউটের পরে পুনরায় দুঃস্থ অসস্থায় ফিরে না যায় এবং জীবন যাত্রার মান বজায় থাকে ।

উৎপাদন মুখী বিনিয়োগের জন্য অনুদান

মহিলাগণ নগদ অনুদান ও মাসিক ভাতা পান বিনিয়োগ ও বিনিয়োগের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য যা অর্থনৈতিক দৃঢ়তা দেয় এবং তাদের পরিবারকে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় আরও ভালোভাবে প্রস্তুত করে ।

অংশগ্রহণকারীদের দুই বৎসরে ২০০ দিনের 'কাজের বিনিময়ে টাকা' এবং ১২ মাসের প্রশিক্ষণের বিনিময়ে খাদ্য ও নগদ অর্থ (প্রতিমাসে ১৫ ঘন্টার সেশন) প্রদান করা হয় । সম্পদ সৃষ্টির কাজ চলাকালীন সময়ে প্রতিজন অংশগ্রহণকারী প্রতিদিন নগদে ১৭৭ টাকা আয় করে যা পরবর্তীতে সম্পাদিত কাজের ভিত্তিতে সমন্বয় করা হয় । প্রশিক্ষণ গ্রহনকালে তারা মাসিক ১৫৯৭ টাকা পান । তৃতীয় বৎসরে সর্বাধিক দারিদ্র প্রবণ এলাকায় অংশগ্রহণকারী পরিবারের মহিলারা আত্নকর্মসংস্থানের জন্য ১৫,০০০ টাকা অনুদান পান ।

কর্মসূচি বাস্তবায়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ

প্রকল্পটি মহিলাদের ক্ষমতায়নে সহায়তা করে; অংশগ্রহণকারীদের ৭০ শতাংশই মহিলা । খাদ্য ও নগদ অর্থ বিতরণ ও তদারকির জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয় । এই কমিটিগুলি প্রধানত: মহিলাদের নেতৃত্বে গঠিত হয় । তাছাড়া, মহিলারা তৃতীয় বৎসরে বিনিয়োগের জন্য অনুদান পেয়ে থাকেন ।

অংগ্রহনকারীদের নেতৃত্ব দানের জন্য প্রধানত মহিলাদের নির্বাচিত করা হয় । তারা এনজিও এর সাথে আলোচনা করে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করে এবং মজুরী বাবদে প্রাপ্ত খাদ্য ও নগদ অর্থ বিতরন করে । নির্বাচিত নেতা হিসাবে মহিলাগন প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং কমিউনিটিতে সহায়তা করছে মর্মে পরিচিতি পায় ।

প্রকল্প থেকে খাদ্য/ টাকার বিনিময়ে কাজের (FFA) সাইটে শিশু পরিচর্যা সেড, খাবার পানি ও টয়লেট ইত্যাদি প্রদান করেছে যা কমিউনিটি এবং কর্মীগণ কর্তৃক বিশেষভাবে প্রসংশিত হয়েছে ।

প্রকল্পের কাজের সাইটে মহিলা কর্মীর সন্তানদের জন্য স্থাপিত **'শিশু পরিচর্যা সেড'**

বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পের কাজের মূল্যায়ন

IFFRI প্রতিবেদনের উদ্ধৃতাংশ

প্রকল্পটি মহিলাদের ক্ষমতায়নের সহায়তা করে প্রকল্পের ৯০% এর বেশী প্রশিক্ষনার্থীরা মহিলা/মহিলাদের মাধ্যমে খাদ্য এবং অর্থ বিতরণের সহায়তার জন্য মহিলাদের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া বেনিফিসিয়ারী পরিবারগুলোর মহিলা্রাই তৃতীয় বৎসর উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের জন্য একালীন অনুদান পেয়ে থাকে । মহিলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়াও বিশেষ উৎসাহ ব্যঞ্জক যা এনহেনসিং রেজিলেন্স(ইআর) প্রোগ্রামে অংশগ্রহনকারীদের নিজস্ব উপার্জিত অর্থ ব্যয় সিদ্ধান্ত গ্রহনে ইতিবাচক ধারা প্রদর্শন করে তাছাড়া মহিলারা শিশু শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা এবং মেয়েদের বিয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহনে অগ্রনী ভুমিকা পালন করছে।

ইআর প্রোগ্রাম বিভিন্ন ইতিবাচক ফলাফল প্রদর্শন করেছে- যেমন খাদ্য উপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য বহির্ভূত ব্যয় বৃদ্ধি, উৎপাদন ও অনুৎপাদনশীল সম্পদ বৃদ্ধি, অকৃষি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ এবং কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ।

সামগ্রিক ভাবে প্রকল্পটি অতি দরিদ্র পরিবারগুলোর ইআর প্রোগ্রামে অংশ গ্রহনের মাধ্যমে পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া প্রদর্শন করেছে। প্রকল্পের প্রাথমিক জরীপ থেকে প্রকল্প শেষ পর্যন্ত পল্লীর দুস্থ পরিবারগুলির দ্রারিদ্রের গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসা, খাদ্য গ্রহন বৃদ্ধি পাওয়া, আত্নকর্মসংস্থান কর্মকান্ড নিবিড়ভাবে অংশ গ্রহন করা, মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা এবং তাদের সামগ্রীক কল্যান সাধন করা। এ সকলই ইআর প্রকল্পের ইতিবাচক সাফল্য প্রদর্শন করে ।

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইফাদ এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন অংশগ্রহনমুলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের সামগ্রিক দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মকান্ডে কার্যকর অবদান রাখা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১০০০ হেক্টর চাষযোগ্য জমি এলাকায় বন্যার ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস, জলাবদ্ধতা নিরসন, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী পানি সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। এই কাঠামোর মধ্যে রয়েছে প্রয়োজন অনুযায়ী খাল পূনঃখনন, বাঁধ নির্মাণ, স্লুইসগেট, রেগুলেটর, রাবার ড্যাম ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণ- পূন:নির্মাণ। জানুয়ারী ২০১০ থেকে জুন ২০১৭ইং মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৭০টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে বাস্তবায়িত ৫৮০টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে হতে ১৫০টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারীতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নিয়ে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ২,২৫,০০০ হেক্টর জমিতে দানাদার শস্যের উৎপাদন ৭,৩৫,৬৮৭ টন এবং অদানাদার শস্যের উৎপাদন ৪,১২,৭৫০ টনে বৃদ্ধি পাবে এবং ২,৮০,০০০ পরিবার উপকার পাবে।

দেশের বিভিন্ন জেলা হতে প্রাপ্ত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের মধ্য থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩৪১টি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের পিআরএ, ২৮৩টি উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ২৮৩টি উপ-প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২০১৫-১৬ইং অর্থ বছরে ১৩৭টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে তার মধ্যে সবগুলো উপ-প্রকল্পেরই ভৌত কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে মোট ৫৪টি উপ-প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৮৩টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি উপাংগের আওতায় একই বছরে গৃহিত ৫০টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ১৫টি উপ-প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, বাকী ৩৫টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। উপ-প্রকল্প এলাকার দরিদ্র্য এবং দুঃস্থ নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে ১,৪৬৯ টি এলসিএস দল গঠন করা হয়েছে। এ সকল উপ-প্রকল্পের মাটির কাজে ১২,১৯৪ জন নারী শ্রমিক এবং ২৪,৫২১ জন পুরুষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) সদস্য, প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগে প্রশিক্ষণের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে চলতি অর্থবছরে ১,৬৫০টি প্রশিক্ষণ ইভেন্টে ৪৬,৪৭৯ জন পুরুষ এবং ২৫,৮৫৩ জন নারী অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে ১,১৪,১৫২ প্রশিক্ষণ দিবসের সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রকল্পের অর্থায়নে Individual Consultant Øviv Knowledge Atitude Practice (KPA) Survey করা হয়েছে যার ফলাফল প্রশিক্ষণের স্বার্থকতা নির্দেশ করে।

প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্পে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিঃ এর মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কোটবাড়ী, কুমিল্লায় এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) বগুড়ায় চলমান রয়েছে। চলতি বছর মাঠ পর্যায়ে ৪০টি পাবসস এর দারিদ্র হ্রাসকরণ পরিকল্পনা চুড়ান্ত হয়েছে। এ প্রশিক্ষণে পাবসস এর ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, কমিউনিটি এ্যাসিসট্যান্ট (সিএ), দরিদ্র জনগনের প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/মেম্বার, কৃষি, মৎস্য, প্রানিসম্পদ, সমবায় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রতিনিধিসহ এলজিইডি ও প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে থাকেন। দারিদ্র হ্রাসকরণ পরিকল্পনা অনুসারে সমিতি যথাযথভাবে গৃহীত কার্যক্রম পরিচালনা করে সহজে দারিদ্রতা হ্রাস করা সম্ভব এবং অত্র প্রকল্প থেকে তা মনিটরিং করা হচ্ছে। বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পগুলির মধ্যে (এসপি-৪১০০৭) হারুয়ালছড়ি, (এসপি-৪১০১০) স্বর্ণখালী, (এসপি-৪৩০২৯) নুর আলী চরকগাছিয়া,(এসপি-২২০৪০) সোনাইছড়ি, (এসপি-২৫২৮৮) দারিয়াপুর, (এসপি-৪৪০৮৭) মহাডাঙ্গা পান্নাবিল এবং (এসপি-২৫২৩৩) অগ্রণী গন্দব্যপুর ইত্যাদি উপ-প্রকল্পগুলি শতশত ভালো উপ-প্রকল্পের মধ্যে ২/৪ টি উদাহরণ মাত্র। বিশেষ করে পাবসসভুক্ত নারীদের হাঁস-মুরগী পালন, গবাদি পশু মোটা তাজাকরণ, সেলাই, নকসীকাঁথা, পুকুর পাড়ে সবজি চাষ ইত্যাদি আয়বর্ধকমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে যার মাধ্যমে শতশত মহিলা সদস্য আজ দারিদ্রতাকে জয় করতে পেরেছে।

	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে অংশগ্রহনমুলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

ক্রমিক নং	কাজের প্রকার	পরিমান
১	বাঁধ নির্মাণ/ পুণঃনির্মাণ	৬৪.০০ কিলোমিটার
২	পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ	৮৫টি
৩	সেচ এলাকা	১৮,০০৫ হেক্টর
৪	উপকারভোগী এলাকা	২২,৬,৮৭ হেক্টর
৫	খাল পুনঃখনন	৬০৪ কিলোমিটার
৬	সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্প সংখ্যা	৩৪টি

লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলাধীন অগ্রণী গন্দব্যপুর পাবসস সদস্যা মিসেস হাজেরা বেগম সমন্বিত সবজি ও মাছ চাষ করে সাবলম্বি হয়েছেন

নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১০ সালের তথ্য মতে নগর জনসংখ্যার প্রায় ২১ শতাংশ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে, যার এক-তৃতীয়াংশই অতি দরিদ্র। জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত বিভিন্ন জরিপ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনে নগর দারিদ্রের বিষয়টিকে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে নগর জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির (বছরে প্রায় ৪ শতাংশ হারে) সঙ্গে সঙ্গে নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপার্জন বাড়িয়ে এবং আয় সংশ্লিষ্ট নয় অথচ দারিদ্রের কারণ এমন বিষয়, যেমন-অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্বাক্ষরতা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অনিশ্চিত জীবন জীবিকা, সরকারী-বেসরকারী সেবার অভাব ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং একই সঙ্গে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মহিলাসহ সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে এলজিইডি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশনসহ সকল পৌরসভায় ''দারিদ্র্য বিমোচন কর্মপরিকল্পনা'' প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এলজিইডি কর্তৃক নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ১১১.২৫ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে ''নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ'' শীর্ষক প্রকল্পটি অন্যতম। প্রকল্পটি দেশের ২৩টি পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ৩০ লক্ষ দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে নারী ও কিশোরীদের জীবনমান ও জীবিকার উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকার বস্তিতে বসবাসরত দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রাথমিক দল, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি), ক্লাষ্টার সিডিসি ও টাউন ফেডারেশন গঠন করে তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। ইতিমধ্যে কমিটিগুলো ৩৫,০৯,৮৪১ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে কাজ করেছে।

প্রকল্পের সকল কার্যক্রমই 'কমিউনিটি কন্ট্রাক্ট'-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হওয়ার কারণে কমিউনিটি নিজেদের কাজ নিজেরাই বাস্তবায়ন করে। প্রচলিত ক্রয় পদ্ধতি অনুযায়ী ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়ন করা হয় না বিধায় তৃতীয় পক্ষের লভ্যাংশ ভোগের কোন সুযোগ নেই। জীবনমান ও আবাসস্থলের উন্নয়নের জন্য ফুটপাত, ড্রেন, ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল, বাথরুম, কমিউনিটি সেন্টার, স্ট্রিট লাইট, ডাস্টবিন, বন্ধুচুলা ইত্যাদি এবং জীবিকার উন্নয়নের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য অনুদান প্রদান, নগর খাদ্য উৎপাদনের জন্য অনুদান প্রদান, শিক্ষা অনুদান প্রদানসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক (ডে-কেয়ার সেন্টার উন্নয়ন, মাল্টিপারপাস সেন্টার উন্নয়ন, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদি) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। দারিদ্র্য মোকাবিলায় কমিউনিটি জনগোষ্ঠী 'সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপ' (SCG) গঠন করে নিজেরা অর্থ সঞ্চয় করে এবং সঞ্চিত অর্থ থেকে কমিউনিটি সদস্যদের মাঝে ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ ঋণের টাকা নিয়ে তারা জীবিকার উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসা করার উদ্যোগ নেয়। এভাবে তারা কমিউনিটি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং সেটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার প্রচেষ্ট চালাচ্ছে। দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্তির সংগ্রামে ঐ সমস্ত নগর বস্তিবাসী দরিদ্র/হতদরিদ্র কমিউনিটি জনগোষ্ঠীর পাশে থেকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করেছে ও সাহস যুগিয়েছে ''নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ'' শীর্ষক প্রকল্পটি।

অন্যান্য কর্মকান্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র বিমোচন

২০১৫-১৬ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী ও নগর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহ এবং রাজস্ব কর্মসূচির আওতায় উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রাম সড়ক, গ্রোথ সেন্টার, নগর ও পৌর এলাকার বিভিন্ন অবকাঠামো ইত্যাদি উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ১,৩৬২.৩৮ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। অধিকন্তু, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মহিলা ব্যবসায়ী, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহন শ্রমিক এবং অন্যান্যদের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আয়ের সৃষ্ট সুযোগ দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ অবদান রেখেছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র

ক্রমিক নং	খাতের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ জনদিবস)	অর্জিত অগ্রগতি (লক্ষ জনদিবস)
১।	উন্নয়ন খাত		
	ক) পল্লী অবকাঠামো	১১১২.১২	১১০৬.৬৯
	খ) নগর অবকাঠামো	১১২.১৯	১১১.২৫
	গ) অন্যান্য মন্ত্রণালয়	৯৪.৯৬	৮৫.৪৩
২।	রাজস্ব খাত	৫৯.৭৩	৫৯.০১
	মোট	**১,৩৭৯.০০**	**১,৩৬২.৩৮ (৯৮.৮০%)**

মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে এলজিইডি

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ অর্জন। ইতিহাসের এই সাফল্য অধ্যায়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনেকগুলি প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যার বেশ কয়েকটি এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত হয়ে নতুন প্রজন্ম নব উদ্দীপনায় দেশমাতৃকার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করছে, একই সঙ্গে আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হচ্ছে। এলজিইডি কর্তৃক এতদ্‌সম্পর্কিত বাস্তবায়িত চলমান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য বিবরণী নিচে দেয়া হয়েছে।

১।	প্রকল্পের নাম	ঃ	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প।
	প্রকল্প ব্যয়	ঃ	১,০৭৮.৫০ কোটি টাকা
	বাস্তবায়নকাল	ঃ	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৬
	কার্যক্রম	ঃ	৪২২টি উপজেলায় ৫ তলার ফাউন্ডেশনে ১ম পর্যায়ে ৩ তলা ভবন নির্মাণ। প্রতিটি ভবনের ফ্লোর এরিয়া ২,৫০০ বর্গফুট। ১ম ও ২য় তলায় মোট ১২টি দোকান বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহৃত হবে। ৩য় তলায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিস, হলরুম ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লাইব্রেরী স্থাপনের সংস্থান রয়েছে।
	বর্তমান অবস্থা	ঃ	ইতোমধ্যে ৩০০টি উপজেলায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে ১০০টি ভবন ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ১২২টি ভবনের স্থান নির্বাচন ও সার্ভে কাজ চলছে।
২।	প্রকল্পের নাম	ঃ	ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প।
	প্রকল্প ব্যয়	ঃ	২৭১.১২ কোটি টাকা
	বাস্তবায়নকাল	ঃ	জানুয়ারী ২০১২ হতে জুন ২০১৭
	কার্যক্রম	ঃ	এক তলা বিশিষ্ট সম্পূর্ন পাকা বাসস্থানের প্রতিটি ফ্লোরের আয়তন ৫০০ বর্গফুট। যাতে ২টি বেড রুম, ১টি ড্রইং কাম ডাইনিং, ১টি রান্না ঘর ও সামনের পাশে ১টি গ্রীল দেওয়া বারান্দা রয়েছে। এছাড়া পেছনের অংশে ১টি প্রশস্থ উন্মুক্ত বারান্দা এবং মূল ভবনের বাহিরে টিউব-ওয়েল ও টয়লেট রয়েছে। এছাড়া ১টি গবাদী পশু ও ১টি হাঁস-মুরগীর শেড রয়েছে, যা বরাদ্দপ্রাপ্ত পরিবার কর্তৃক ব্যবহৃত হবে।
	বর্তমান অবস্থা	ঃ	এ যাবৎ ৪৫৬টি উপজেলায় ২৫৪১টি বাসস্থান নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। ১৭৫৫টি বাসস্থানের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৭৮৬টি বাসস্থানের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

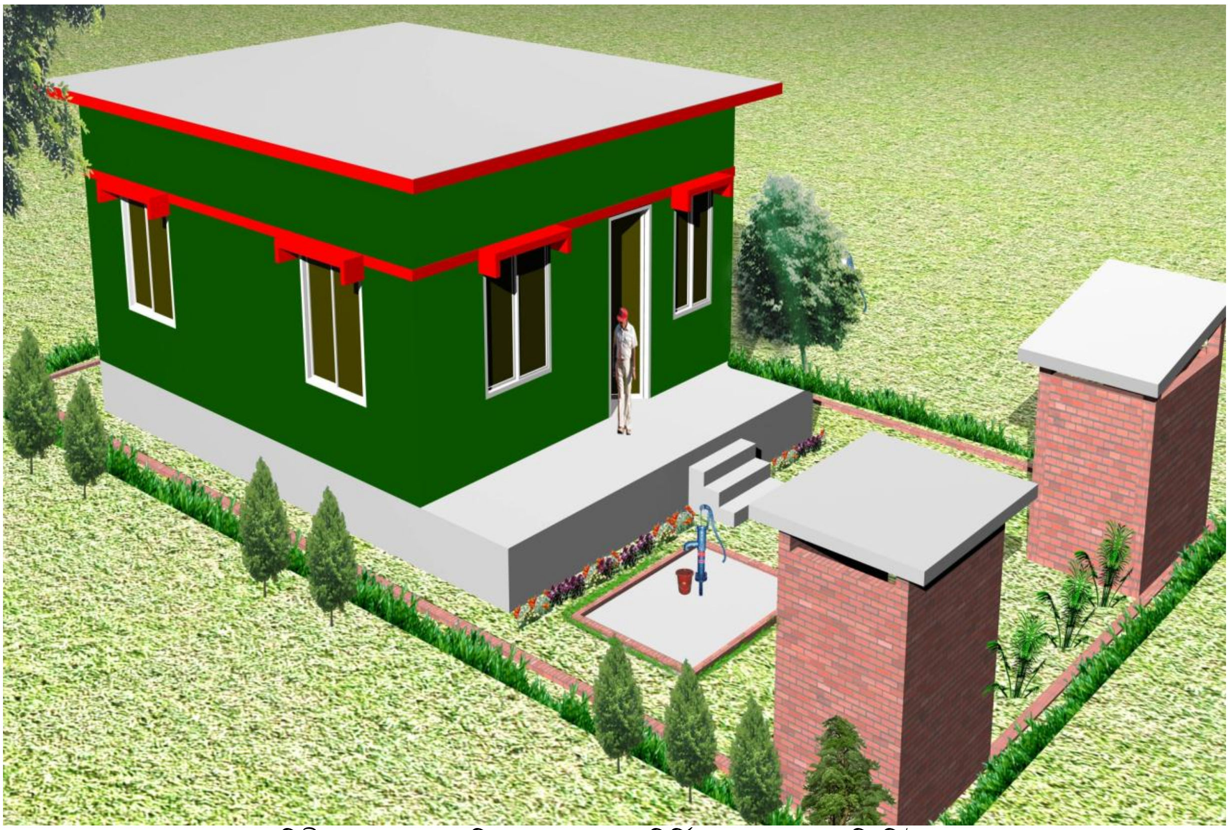

ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নির্মিত বাসস্থানের ৩-ডি ভিউ

এলজিইডি'র বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মকান্ড

রাবার ড্যাম কৃষি উৎপাদনে একটি বাস্তবতা

পানি সেচের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপর কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভরশীল। বর্ষা মৌসুমে সারা দেশে পানির পর্যাপ্ততা থাকে। এ সময়ে দেশে পানির প্রাপ্ততা প্রায় ৫০.০০ লক্ষ কিউসেক হলেও শুক্নো মৌসুমে এর পরিমাণ মাত্র ২.৫০ লক্ষ কিউসেক-এ নেমে আসে। শুক্নো মৌসুমে পানির এই তীব্র ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে রাবার ড্যামের প্রয়োজনীতা অনস্বীকার্য। ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ এবং আগাম বন্যা প্রতিরোধে রাবার ড্যাম কার্যক্রম প্রশংসার দাবী রাখে। এই সংকট সমাধানে বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনীয় সেচের পানির প্রাপ্ততা নিশ্চিত করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পরিবেশ সংরক্ষণ, ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিসহ দারিদ্র বিমোচনে রাবার ড্যাম উপ-প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বর্তমানে এই উপ-প্রকল্পের সুফল কৃষকের কাছে পৌঁছেছে। এই উপ-প্রকল্পের ফলপ্রসূ সফলতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১৬ মেয়াদে এলজিইডি কর্তৃক ১৫টি রাবার ড্যাম নির্মাণের জন্য "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প" অনুমোদিত হয়, যা ২য় সংশোধনী মোতাবেক জুন ২০১৭ তে সমাপ্ত হবে।

রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে এলজিইডি এ পর্যন্ত ৩২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ৩০৭টি রাবার ড্যাম নির্মাণ ইতিমধ্যে সমাপ্ত করে সেচ কার্যক্রমের জন্য সেগুলিকে চালু করা হয়েছে। নির্মিত এই রাবার ড্যামগুলি ৩৪,৫৫১ হেক্টর কৃষি জমিকে চাষের আওতায় এনেছে, যা ১,৫৫,৪৭৯ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন এবং ৪,৩০,৫০০ জন-দিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করছে।

উপযুক্ত ক্ষেত্রে রাবার ড্যাম নির্মাণ জনগণ তথা জনপ্রতিনিধিদের কাছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি আকর্ষণীয় পদক্ষেপ হিসাবে নন্দিত হওয়ায় এরূপ রাবার ড্যাম নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গজারিয়া রাবার ড্যাম, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ

ই-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট

Procurement of Works-এর ক্ষেত্রে ই-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট ব্যবহারে এলজিইডি অগ্রণী। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ তারিখে The Public Procurement Regulations 2003 সরকার কর্তৃক জারি হবার পর জানুয়ারী ২০০৪-এ এলজিইডি'র সদর দপ্তরে "প্রকিউরমেন্ট ইউনিট" নামে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট স্থাপন করা হয়। এই ইউনিট পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বাস্তবায়ন ও তদারকিসহ ক্রয় কার্যক্রমে এলজিইডি'র সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। এলজিইডি'র ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কিত সকল সহায়তাই এই ইউনিট থেকে প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারী ক্রয়কার্যে অবাধ প্রতিযোগীতা এবং অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এলজিইডি'র সকল ক্রয়কারী কার্যালয়ে ই-জিপি পদ্ধতি প্রবর্তন করা হচ্ছে। e-GP/PROMIS Software এর কার্যক্রম নিবীড়ভাবে মনিটরিং ও সফলভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এলজিইডি'র ১০ জন Core Members ও ৭ জন Non-Core Members কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে সদর দপ্তরে ইতোমধ্যে e-GP/PROMIS Cell পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। e-Tendering এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এলজিইডি'র নিজস্ব কর্মকর্তাদের দ্বারা সদর দপ্তরে ই-জিপি সফ্টওয়্যার পরিচালনার বিষয়ে ইতিমধ্যে এলজিইডি'র মাঠ পর্যায় ও সদর দপ্তরের মোট ২৫০০ জন কর্মকর্তাকে হাতে-কলমে ১-৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এলজিইডি'র প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে নিয়োজিত সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহের প্রকৌশলীবৃন্দকেও এলজিইডি হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং হচ্ছে। e-GP ক্রয় কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণকেও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের মধ্যে ই-জিপি পদ্ধতি অনুসরণে শতভাগ দরপত্র আহ্বানের লক্ষ্যমাত্রা এলজিইডি নির্ণয় করে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এরূপ লক্ষ্যমাত্রার শতকতা ৯৫ ভাগ অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা চলতি ডিসেম্বর, ২০১৬ এর মধ্যেই অর্জন করা যাবে বলে এলজিইডি দৃঢ় আশা পোষণ করে। ই-জিপি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এলজিইডি'র ক্রয় সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায় ও সদর দপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং কাজ বাস্তবায়নে নিযুক্ত ঠিকাদারগণকে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করা আবশ্যক বিধায় সংশ্লিষ্ট সকলকে e-GP প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সদর দপ্তরে e-GP ল্যাব গঠন করা হয়েছে এবং ১৪টি আঞ্চলিক দপ্তরে ১৪টি e-GP প্রশিক্ষণ কক্ষও স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণসমূহ স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে প্রশিক্ষণ প্রদানে যোগ্যদের দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে।

জে-ার ও উন্নয়ন (GAD)

মানব সম্পদ উন্নয়নকে অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করলে তা হবে একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। দেশের এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কার্যক্রমের মূলস্রোতে অšÍর্ভুক্ত করা না হলে এর কাঙ্খিত সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই উন্নয়ন কর্মকা‡Ð নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এই অংশগ্রহণ সুবিধাভোগী হিসেবে নয়, হতে হবে অংশীদারিত্বমূলক। নারীর সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠায়, জেন্ডার সমতায়নে এবং তাঁদেরকে ক্ষমতায়ন করার লেÿ¨ সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ÿেত্রে নারীর অংশগ্রহণ অংশীদারিত্বমূলক করতে পারলে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে এগিয়ে নেয়ার ÿেত্রে অর্জিত সামগ্রিক উন্নয়ন হবে সুসংহত।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের যাবতীয় কর্মকাÐ পরিচালিত হয়ে থাকে মূলতঃ এর তিনটি প্রধান সেক্টর যথা: পjøী অবকাঠামো উন্নয়ন, ÿুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং নগর অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে-যার অন্যতম লÿ্য নারী-পুরæষের বৈষম্য দূরীকরণ। এই লÿ্য অর্জনে ২০০২ সালে পাঁচ বছর মেয়াদি প্রথম জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং দ্বিতীয় মেয়াদে ২০০৮-২০১৫ সালের জন্য উন্নীত করে তা বা¯Íবায়নে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে দ্বিতীয় মেয়াদের মাঝামাঝি সময়ে ২০১১ সালে সামগ্রিক বিষয়টি পর্যালোচনা এবং একই বছরে সরকারের প্রণীত ২০১১ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রকাশিত হওয়ার প্রেÿিতে ইতিপূর্বে প্রণীত এলজিইডি'র জেন্ডার সমতা বিষয়ক তিনটি পৃথক পৃথক কৌশল পর্যালোচনা করে এলজিইডি'র একটি অভিন্ন জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল প্রণয়ন করা হয়। উক্ত কৌশলের ধারাবাহিকতায় সেক্টর ভিত্তিক ব্যবহার উপযোগী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়এবং বর্তমানে 'জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম' এর নিকট সেক্টর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনাগুলোর তৃতীয় মেয়াদ বৃদ্ধিকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

'জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম' ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিয়মিত সভায় মিলিত হয়। এ সভায় গ্রামীণ, নগর ও ÿুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি'র প্রকল্পগুলোর মধ্যে অšÍর্ভুক্ত করা বহুমূখী উন্নয়ন কর্মকাÐ পুরæষের পাশাপাশি নারীর কাজের সুযোগ সৃষ্টি, প্রশিÿণ, নারীর অংশগ্রহণ, কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাঁদের স্বাবলম্বী করাসহ ও নারীর ÿমতায়নে জেন্ডার সমতা বিষয়ক ইস্যুগুলো আলোচনা করা হয়ে থাকে। এ ফোরামের সদস্য সংখ্যা ২৫ (পঁচিশ) জন। এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) সভাপতি, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ ও মাননিয়ন্ত্রণ) সহ-সভাপতি এবং কোষ্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাষ্ট্রাকচার প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক সদস্য-সচিব হিসাবে এই 'জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরামের' দায়িত্ব পালন করেন। বাকী ২২ জন সদস্য এলজিইডি'র সদর দপ্তর পর্যায়ের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী।

ডে-কেয়ার সেন্টার

এলজিইডি'তে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৬-মাস থেকে ৫-বছর বয়স পর্যšÍ শিশুদের অফিসকালীন সময়ে নিরাপদে রাখার মূল উদ্দেশ্যে জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এলজিইডি'তে একটি ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা করা হয়। ছোট্ট শিশু সšÍানদের কাছাকাছি রেখে কোন মানসিক উদ্বেগ ছাড়াই কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সুষ্ঠুভাবে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ রাখা, ছোট্ট শিশুদের মাতৃ-সাহচর্যের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করা এবং সর্বোপরি, নারীদেরকে আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা এই ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

ডে কেয়ার সেন্টারের দু'টি দৃশ্য

এই ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশুদেরকে সার্বÿণিক দেখাশুনা করার জন্য ০১ (এক) জন সুপারভাইজার, ০২ (দুই) জন সহকারী

সুপারভাইজার এবং ০৫ (পাঁচ) জন কেয়ার গিভার রয়েছে। সভাপতি হিসেবে জনাব মোঃ আউলাদ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) এবং সদস্য-সচিব হিসেবে সৈয়দা আসমা খাতুন, উপ-প্রকল্প পরিচালক, কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প এই ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব পালন করেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা কমিটি ০৩ (তিন) মাস অšÍর ডে-কেয়ার সেন্টারের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে থাকেন। এ ছাড়া ডে-কেয়ার সেন্টারের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে শিশু সšÍানদের অভিভাবকগণের অংশগ্রহণে ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা কমিটির সদস্য-সচিব আলোচনা সভা করে থাকেন এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা কমিটিকে অবহিত করেন। সুশৃংখল ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে ডে-কেয়ার সেন্টারটি পরিচালনা করার জন্য একটি অপারেশনাল ম্যানুয়াল অনুসরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন

আšÍর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম এর বাৎসরিক (জুলাই-জুন) কর্মপরিকল্পনার একটি অন্যতম গুiæত্বপূর্ণ কর্মÿেত্র। ৮ মার্চ আšÍর্জাতিক নারী দিবস। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আšÍর্জাতিক নারী দিবস'২০১৬ এর প্রতিপাদ্য-

'অধিকার, মর্যাদায়

নারী-পুiæষ সমানে সমান।'

বর্তমান প্রেÿাপটে এ প্রতিপাদ্য অত্যšÍ গুiæত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। বিগত বছরের ন্যায় এ বছরেও এলজিইডি জেলা পর্যায়ে বর্ণাঢ্য র‌্যালী করে আšÍর্জাতিক নারী দিবস'২০১৬ উদযাপন করেছে।

সম্মানিত প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় দিবসটি উদযাপন উপলÿে সদর দপ্তর পর্যায়ে এলজিইডি'র অধীন জেন্ডার সংবেদনশীল বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচি হতে সুফল ভোগ করে যে সকল দুঃস্থ নারী আত্মনির্ভরশীল হচ্ছেন তাঁদেরকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রদান এবং অন্যদের মাঝে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সচেতনতা সৃষ্টি করার লÿ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা পুরস্কার, সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের আমন্ত্রিত অতিথিবর্গের সম্মানে ব্রæশিওর বিতরণসহ ভিডিও প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়।

জেন্ডার কার্যক্রমে সফল ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান

এলজিইডি'র pjøী উন্নয়ন, পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং নগর উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত নারীদের মধ্য থেকে আত্মনির্ভরশীল হওয়া নারীদের তথ্যাদির আলোকে প্রতি সেক্টর থেকে ৩ (তিন) জন করে মোট ৯ (নয়) জন সফল নারীকে নির্বাচিত করা হয়েছে। মানবিক ও পেশাগত দÿতা, আর্থিক সÿমতা, সম্পদের মালিকানা, সামাজিক সফলতা ও ÿমতায়ন এই পাঁচটি মানদÐর ওপর ভিত্তি করে সেক্টর ভিত্তিক তিনটি মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে এসব আত্মনির্ভরশীল নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব মূল্যায়ন করা হয়েছে । এছাড়াও এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের জেন্ডার সংক্রাšÍ কার্যক্রমকে ফটোগ্যালারীর মাধ্যমে তুলে ধরার ব্যবস্থা রেখে সেখান থেকে সফল তিনটি প্রকল্পকে নির্বাচন করা হয়েছে একটি বিশেষ মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে। জেন্ডার কার্যক্রমে সফল এই তিনটি নির্বাচিত প্রকল্প যথাক্রমে: (১) হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২) অংশগ্রহণমূলক ÿুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩) নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। নির্বাচিত এই তিনটি প্রকল্পকে সম্মাননা হিসেবে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। অন্যদিকে, সফল ৯ (নয়) জন আত্মনির্ভরশীল নারী যাদেরকে সম্মাননা হিসেবে ১০,০০০/=(দশ হাজার) টাকাসহ সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়, তাদের তথ্যাদি নিম্নের সারণীতে প্রদর্শিত করা হলো-

পল্লী উন্নয়ন সেক্টরের

ক্রমিক নং	নাম	স্থান অধিকারী	উপজেলা ও জেলা	সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নাম
১	মোছাঃ রেজিয়া খাতুন	প্রথম	সদর, নেত্রকোনা	iæরাল এমcøয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-II
২	মোছাঃ মনোয়ারা বেগম	দ্বিতীয়	তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
৩	মোছাঃ খোদেজা বেগম	তৃতীয়	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	iæরাল সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের

ক্রমিক নং	নাম	স্থান অধিকারী	উপজেলা ও জেলা	সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নাম
১	মোসাঃ নুরজাহান সুলতানা	প্রথম	মধুখালী, ফরিদপুর	ÿুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (জাইকা অর্থায়নে)
২	মকলুদা খাতুন (সোমা)	দ্বিতীয়	সদর, সুনামগঞ্জ	হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
৩	মোছাঃ ইসমত আরা শিল্পি	তৃতীয়	আক্কেলপুর, জয়পুরহাট	অংশগ্রহণমূলক ÿুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (এডিবি অর্থায়নে)

নগর উন্নয়ন সেক্টরের

ক্রমিক নং	নাম	স্থান অধিকারী	উপজেলা ও জেলা	সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নাম
১	মোসাঃ শামসুন্নাহার	প্রথম	বরগুনা পৌরসভা	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প-II
২	মেহেiæনিকা	দ্বিতীয়	চাঁদপুর পৌরসভা	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প-II
৩	আনজুমান আরা বেগম	তৃতীয়	কক্সবাজার পৌরসভা	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প-II

সম্মাননা, সনদ ও ক্রেস্ট প্রাপ্ত সফল আত্মনির্ভরশীল নারীদের একাংশ

এ ছাড়াও কর্মপরিকল্পনার আরেকটি গুiæত্বপূর্ণ কর্মÿেত্র হলো ফোরামের কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক এলজিইডি'র মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সেক্টরের কার্যক্রম পরিদর্শন । পরিদর্শনের লÿ্যণীয় বিষয়গুলি হলো-

কাজের উপযুক্ত পরিবেশ অর্থাৎ তা জেন্ডার সংবেদনশীল কিনা (নির্মাণ সাইটে নারী শ্রমিকদের জন্য পৃথক লেবার শেড, নিরাপদ পানি পানের ব্যবস্থা, পৃথক টয়লেট, প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য Fast Aid Box এবং প্রযোজ্য ÿেত্রে অস্থায়ী শিশু দিবা-যত্ন সহায়ক সুবিধা ইত্যাদি উপযুক্ত কিনা) । ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং অন্যান্য কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিকগণকে মজুরী সঠিক সময়ে এবং একই প্রকৃতির সম-পরিমান কাজের জন্য সম-মজুরী পরিশোধ করা হয় কিনা । শ্রমিক হিসেবে নারী ও পyiæষের সংখ্যা আলাদাভাবে নিরূপিত হয় কিনা এবং 'Women' কর্তৃক Women Market Section পরিচালিত হয় কিনা । জেলা পর্যায়ে 'জেন্ডার কমিটি' গঠন এবং কমিটির সভা নিয়মিত অর্থাৎ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হয় কিনা । জেলা জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের বিষয়াদি পর্যবেÿণ করা এবং জেলার মাসিক সভায় 'জেন্ডার বিষয়' এজেন্ডাভুক্ত হয় কিনা । প্রতি ছয় মাস অšÍর জেলা থেকে পjøী উন্নয়ন সেক্টর এবং ÿzদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের প্রতিবেদন 'জেন্ডার মনিটরিং ফরমেট' এর আলোকে জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম এ প্রেরণ করা হয় কিনা । অপরদিকে, নগর সেক্টরের আওতায় পৌরসভা থেকে 'জেন্ডার সংক্রাšÍ কার্যক্রম প্রতিবেদন' সংkøষ্ট প্রকল্প পরিচালক দপ্তরের মাধ্যমে মনিটরিং ইউনিট অথবা জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম এ প্রেরণ করা হয় কিনা । উপরোক্ত লÿ্যণীয় বিষয়গুলিকে বিবেচনায় রেখে ইতিপূর্বে কিছু জেলা পরিদর্শন করা হলেও এ কার্যক্রমে আরো গতি আনার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে । এজন্য ৬৪টি জেলাসহ পৌরসভাগুলিতে যখন এলজিইডি'র ভৌত কার্যক্রম পরিদর্শন টিম কর্তৃক ফলোআপ করা হয়ে থাকে, ঠিক তখনই একই সাথে জেন্ডার সংক্রাšÍ উপরে বর্ণিত কার্যক্রম ফলোআপ করার বিষয়টি অšÍর্ভুক্ত করে পরিদর্শন টিমের সম্মানিত আহবায়কগণের নজরে আনা হয়েছে ।

"কাইজেন" কার্যক্রম

"কাইজেন" একটি জাপানী শব্দ। এর বাংলা অর্থ হচ্ছে "অব্যাহত উন্নয়ন"। অতি উচ্চ পর্যায়ের অনুমোদন বা আর্থিক সংশ্লিষ্টতা ব্যতিরেকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও জ্ঞানের প্রয়োগ এবং প্রাপ্ত সম্পদ সুষ্ঠু ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্নয়ন করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে"কাইজেন"।

'কাইজেন' এর বৈশিষ্ট্যসমূহ হলোঃ ১) জনগণ এবং সেবা সংশ্লিষ্ট কাজ করা। ২) নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং সাধারন জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা ৩) অফিসের প্রত্যেক কর্মকর্তা বা কর্মচারীর মতামত নিয়ে টিম-এ কাজ করা ৪) সীমিত সম্পদ ও জনবল ব্যবহার করেই উন্নয়ন করা।

'কাইজেন' প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ হলো- ১) ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, ২) কর্মক্ষেত্রে কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ৩) সফলতা বৃদ্ধি প্রাপ্তির সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের থেকে মর্যাদাকর মতামত প্রাপ্তি হয়। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়নের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকমর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে সর্বপ্রথম টাঙ্গাইল জেলায় "কাইজেন" কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা অনুসরণে ক্রমান্বয়ে তা ধারাবাহিক ভাবে সম্প্রসারিত হয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ৭টি জেলার ৫০ টি উপজেলায় ৫০টি ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এই কার্যক্রমের অগ্রগতি ৭০%। 'কাইজেন' বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে গাজীপুর জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীকে পুরস্কৃত করে জাপানে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরন করা হয়েছে। উপজেলায় অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ সড়ক মার্কিং ও স্পিড ব্রেকার মার্কিং, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রক্ষনাবেক্ষণ, উপজেলায় অবস্থিত পাবলিক টয়লেট ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টয়লেট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও রক্ষনাবেক্ষণ করা, অফিসের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বর্ধণ, অফিস চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা ও পুরাতন নথিগুলিকে গুছিয়ে আলাদাকরণের কাজ চলমান রাখা যার ফলে কর্মস্থল কর্মপোযোগী হয়, গ্রোথ সেন্টারগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ করা এই কার্যক্রমে গৃহীত স্কিমগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এলজিইডি জাইকার সহায়তায় ৫টি সিটি কর্পোরেশনে (নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, রংপুর, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম) সিটি গভারনেন্স প্রকল্পে (CGP) সিটি কর্পোরেশনের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য "কাইযেন" কার্যক্রম অর্ন্তভুক্ত করেছে।

সরকারী সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BPATC) ও জাইকার যৌথ উদ্যোগে টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (TQM) প্রকল্পের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে চলছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে তাদের নিজ নিজ সেবার মানোন্নয়নের একটি কাঠামো গড়ে তোলা।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র অংশগ্রহণ

১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে মহান বিজয় দিবসে এলজিইডি'র পক্ষ থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী এবং এলজিইডি'র অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ধানমন্ডি-৩২ নম্বর সড়কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়াও, বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে এলজিইডি'র সদর দপ্তরের নিজস্ব চত্বরে বিজয় মেলা ২০১৫-এর আয়োজন করা হয়। মেলায় অংশগ্রহণকারী এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্প তাদের প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত ষ্টলসমূহে প্রদর্শিত বিভিন্ন কর্মকান্ডের ভিত্তিতে এক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ মহান বিজয় দিবসে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ, প্রকল্প পরিচালকগণ, নির্বাহী প্রকৌশলীগণ ও এলজিইডির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, পরামর্শক ও কর্মচারীবৃন্দ।

১৭ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ বিজয় মেলা উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবদুল মালেক, সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) নাসরিন আক্তার এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী খালেদা আহসান ।

১৭ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিজয় মেলায় স্টল পরিদর্শন করছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবদুল মালেক ও এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে এলজিইডি'র উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গোপালগঞ্জ জেলার টুংগীপাড়া পৌরসভায় "শেখ রাসেল পৌর শিশু পার্ক" নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলার টুংগীপাড়া পৌরসভায় "শেখ রাসেল পৌর শিশু পার্ক" নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। পার্কটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। "শেখ রাসেল পৌর শিশু পার্ক" নির্মাণের ফলে শিশুদের স্বাস্থ্য উন্নয়ন, সুস্থ বিনোদন ও মানসিক বিকাশের সুযোগের পাশাপাশি টুংগীপাড়াবাসী এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ পরিদর্শনে আগত দর্শনার্থীদের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের সাতরাস্তা মোড় থেকে এফডিসি মোড়, মগবাজার মোড় হয়ে হলিফ্যামিলি পর্যন্ত অংশের শুভ উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০ মার্চ ২০১৬ তারিখে মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের সাতরাস্তা মোড় থেকে এফডিসি মোড়, মগবাজার মোড় হয়ে হলিফ্যামিলি পর্যন্ত অংশের শুভ উদ্বোধন করেন। এলজিইডি'র উদ্যোগে ঢাকা মহানগরীর যানজট ও জনদুর্ভোগ নিরসনের লক্ষ্যে মগবাজার, মৌচাক, মালিবাগ এলাকায় ৪ লেন বিশিষ্ট ৮.৭০ কিঃমিঃ মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ফ্লাইওভারটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে উক্ত এলাকা যানজট মুক্ত থাকবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় গোপালগঞ্জ-সিংগাতি রাস্তায় মধুমতি নদীর ওপর চাপাইল ঘাটে ৫৮৮.৬৫ মিটার দীর্ঘ প্রিস্ট্রেসড কংক্রীট গার্ডার সেতুর শুভ উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় গোপালগঞ্জ-সিংগাতি রাস্তায় মধুমতি নদীর ওপর চাপাইল ঘাটে ৫৮৮.৬৫ মিটার দীর্ঘ প্রিস্ট্রেসড কংক্রীট গার্ডার সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন। সেতুটির নির্মাণ ব্যয় ৬০ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। সেতুটি নির্মাণের ফলে গোপালগঞ্জ জেলার সাথে নড়াইল, খুলনা এবং বাগেরহাট জেলার সরাসরি সড়ক যোগযোগ নেটওয়ার্ক সৃষ্টি হয়েছে। এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়ন ও জাতীয় অর্থনীতিতে ব্রিজটি ব্যাপক ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক রাজধানীর পূর্বাংশ থেকে কেন্দ্রস্থলে যান চলাচলের সুবিধার্থে খিলগাঁও ফ্লাইওভারের সায়েদাবাদ প্রান্তের নবনির্মিত লুপটির ফলোক উন্মোচন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ জুন ২০১৬ তারিখে রাজধানীর পূর্বাংশ থেকে কেন্দ্রস্থলে যান চলাচলের সুবিধার্থে খিলগাঁও ফ্লাইওভারের সায়েদাবাদ প্রান্তের নবনির্মিত লুপটির ফলোক উন্মোচন করেন। উক্ত লুপ নির্মাণের ফলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রগতি সরনি ও ঢাকা শহরের পূর্বাঞ্চল (মাদারটেক, বাদামতলী, বাসাবো, সিপাহীবাগ) হতে আগত বিপুল সংখ্যক যানবাহন সরাসরি মতিঝিল/রাজারবাগ যাতায়াতে খিলগাঁও ফ্লাইওভার ব্যবহার করতে পারছে। এছাড়া খিলগাঁও এলাকায় রেল এবং রোড ইন্টারসেকশনের যানজট নিরসন ও যাতায়াত সময় হ্রাস এবং ফ্লাইওভারের যানবাহন ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলায় বংশাই নদীর ওপর নির্মিত ৩০০মিটার দীর্ঘ সেতু এবং লৌহজং নদীর ওপর নির্মিত ৪০০ মিটার দীর্ঘ সেতর শুভ উদ্বোধন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন ২৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলায় প্রায় ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে বংশাই নদীর ওপর নির্মিত ৩০০মিটার দীর্ঘ সেতু এবং ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে লৌহজং নদীর ওপর নির্মিত ৪০০ মিটার দীর্ঘ সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন। এলজিডি'র ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ শীর্ষক প্রকল্প থেকে বংশাই নদীর উপর এবং পল্লী উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাট-বাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) (২য় খন্ড) শীর্ষক প্রকল্প থেকে লৌহজং নদীর ওপর সেতুটি নির্মিত হয়।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক স্বাক্ষরিত উল্লেখযোগ্য চুক্তিসমূহ

স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে এবং সুশাসন সংহত করতে একটি কার্যকর, দক্ষ ও গতিশীল উন্নয়ন-প্রশাসনিক ব্যবস্থা অপরিহার্য। এর প্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) এর প্রচলন করেছে। প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে কেবিনেট সচিবের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ সময় এলজিইডি'র সাথে সরাসরি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে এ জাতীয় কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত না হলেও স্থানীয় সরকার বিভাগের সর্বোচ্চ বাজেট বাস্তবায়নকারী দপ্তর হিসাবে এলজিইডি বাস্তবায়ন অগ্রগতি বা অর্জিত সাফল্য স্থানীয় সরকার বিভাগের চুক্তিবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যাপক সহায়ক হয়।

পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বার্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় গত ১৩ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভগের পক্ষে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের পক্ষে প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি'র মধ্যে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি ২০১৫-১৬ স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তিতে এলজিইডি'র রূপকল্প (ভিশন), অভিলক্ষ (মিশন), কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যাবলী সাম্প্রতিক অর্জন, সমস্যা-চ্যালেঞ্জসমূহ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছাড়াও এলজিইডি'র আওতায় উক্ত অর্থবছরে গ্রামীণ, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টরে অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। অর্থবছরের সামগ্রিক কর্মকান্ড চুক্তিপত্রের লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে চিহ্নিত করার ফলে এলজিইডি'র চলমান কার্যাবলীর উপর এর ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। সরকারের প্রবর্তিত নতুন এই ব্যবস্থাপনায় চুক্তিবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পরিবীক্ষনের জন্য ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং বৎসরান্তে বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে ইতিবাচক প্রভাবের সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। বৎসরান্তে মূল্যায়নে চুক্তিপত্রের পাঁচটি কৌশলগত উদ্দেশ্যের এবং পাঁচটি আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় সবগুলি লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হয়েছে। আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মধ্যে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি ইতিমধ্যে ২৮ জুন ২০১৬ তারিখে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়েছে। আশা করা যায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সফলতার ধারাবাহিকতা অবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে।

এলজিআরডি'র মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মসিউর রহমান রাঙ্গা এমপির উপস্থিতিতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করছেন, এলজিডি সচিব জনাব আবদুল মালেক এবং এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব এম এ কাদের সরকার।

বাংলাদেশ এবং ডেনমার্ক সরকারের মধ্যে অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর

গত ৯ জুন ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ ও ডেনমার্ক সরকারের মধ্যে "বাংলাদেশ কান্ট্রি প্রোগ্রাম" শীর্ষক একটি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত প্রোগ্রামের আওতায় ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। যার মধ্যে এলজিইডি'র Climate Resilient Rural Infrastructure Project (CRRIP) অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ডেনমার্ক সরকার ৮৫০ লক্ষ ড্যানিশ ক্রোনার অনুদান প্রদান করবে। বাংলাদেশের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন, জ্যেষ্ঠ সচিব (ইআরডি), এবং ডেনমার্কের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন হেনে ফুগাল স্কেজার, মান্যবর ডেনমার্কের রাষ্টদূত।

গত ৯ জুন ২০১৬ বাংলাদেশ কান্ট্রি প্রোগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করেন জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন, জ্যেষ্ঠ সচিব, (ইআরডি) ও হেনে ফুগাল স্কেজার, মান্যবর ডেনমার্কের রাষ্ট্রদুত।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে এলজিইডি'র অর্জন/প্রাপ্ত প্রশংসা

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট এর নিকট থেকে "শ্রেষ্ঠ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা" ক্যাটাগরীতে সম্মাননা সদন প্রাপ্তি

গত ১৪ জানুয়ারী ২০১৬, ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১৬ উপলক্ষে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট থেকে জনাব স্বপন কান্তি পাল, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিলেট "শ্রেষ্ঠ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা" ক্যাটাগরীতে সম্মাননা সনদ প্রদান করেন ।

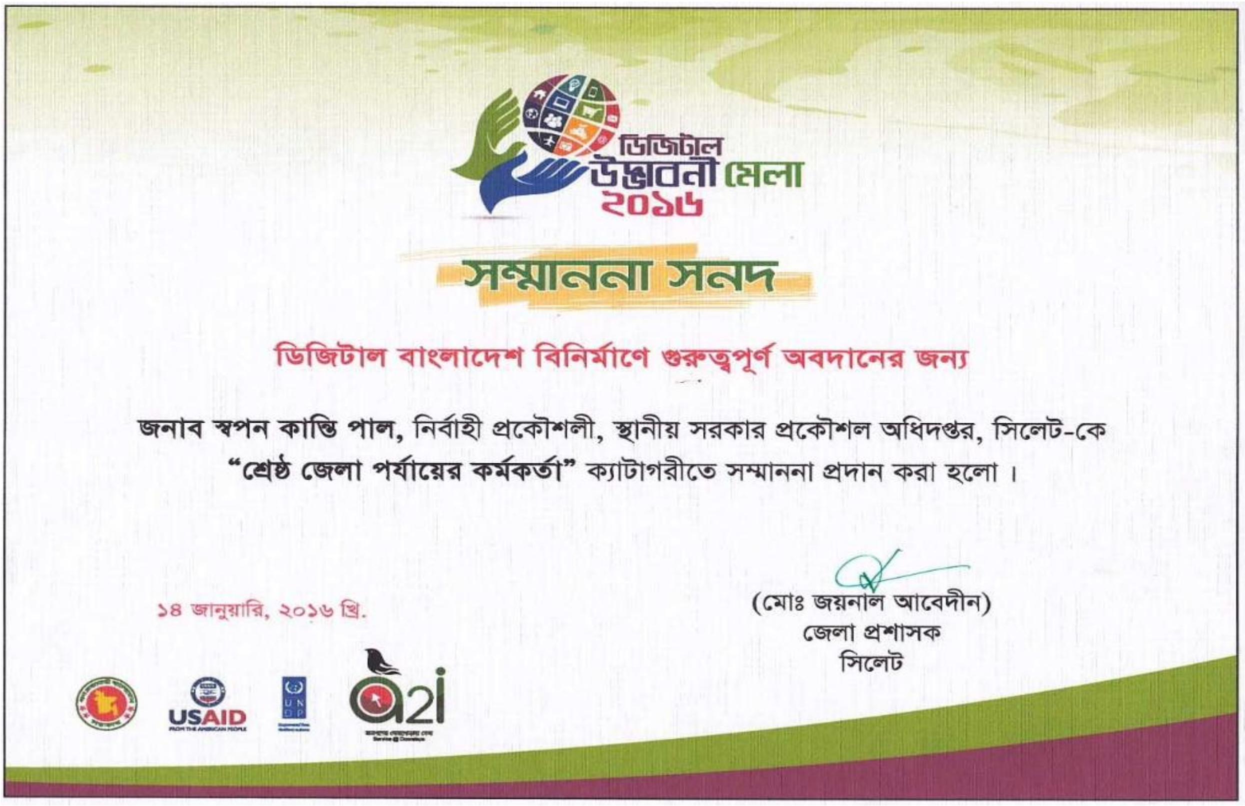

"শ্রেষ্ঠ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা" সম্মাননা সনদ, সিলেট ।

বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ এর নিকট থেকে "শ্রেষ্ঠ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা" সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন জনাব স্বপন কান্তি পাল, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিলেট ।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) থেকে ‘Annual Performance Recognition Award 2015’ প্রাপ্তি

গত ১৮ মে ২০১৬, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ আবাসিক মিশন এক অনুষ্ঠানে এ্যানুয়াল পারফরমেন্স রিকগনিশন এ্যাওয়ার্ড ২০১৫ ঘোষণা করে। প্রকল্প বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য ২০১৫ সালের এ পুরষ্কার লাভ করে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-২) ও (ইউজিআইআইপি-৩)। দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে এ পুরষ্কার অর্জন করে নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি) ও সাসটেইনেবল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুফমেন্ট প্রজেক্ট (এসআরআইআইপি)। দক্ষ ব্যবস্থাপনা, লক্ষ অর্জনে সফলতা, আর্থিক স্বচ্ছতা, টিম ওয়ার্ক ও যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে প্রকল্পভূক্ত পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা গড়ে তোলার পাশাপাশি উন্নত নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত প্রকল্পসমূহ দক্ষতার সংগে পরিচালনা করায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রকল্প পরিচালক ও তার দলকে এ পুরষ্কার প্রদান করে। উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত এ ধরনের পুরষ্কার সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার স্বাক্ষর বহন করে। উল্লেখ্য ইউজিআইআইপি-২ ইতোপূর্বে ২০১১ ও ২০১৩ সালে এবং City Region Develop Project (CRDP) ও Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP) ২০১৪ সালে এডিবি কর্তৃক বেস্ট প্রজেক্ট টিম স্বীকৃতি লাভ করে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য ১৮ মে ২০১৬ তারিখে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর এর কাছ থেকে এ্যানুয়াল পারফরম্যান্স রিকগনিশন এ্যাওয়ার্ড ২০১৫ গ্রহণ করছেন প্রকল্প পরিচালকগণ।

ইফাদ ঘোষিত 'আউটস্ট্যান্ডিং প্রোজেক্ট ইন বাংলাদেশ' ২০১৫ অর্জন করলো সিসিআরআইপি

২ জুন ২০১৬ তারিখ এলজিইডি সদর দপ্তরে সিসিআরআইপি প্রকল্প বাস্তবায়নে সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর হাতে International Fund for Agricultural Development (IFAD) এর 'আউটস্ট্যান্ডিং প্রোজেক্ট ইন বাংলাদেশ' ২০১৫ সনদ তুলে দিচ্ছেন ইফাদ এর কান্ট্রি প্রোগ্রাম অফিসার নিকোলাস সাঈদ।

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ ঃ

১) জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি ।
ফোন ঃ ৮১১৪৮০৫, ৮১১৬৮১৭ ; ই-মেইলঃ ce@lged.gov.bd

২) জনাব নূর মোহাম্মদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি ।
ফোন ঃ ৮১৪৪৪৬৫; ই-মেইলঃ se.pme@lged.gov.bd

৩) জনাব প্রভাস চন্দ্র বিশ্বাস, নির্বাহী প্রকৌশলী, (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি ।
ফোন ঃ ৯১১৬৯৩৬; ই-মেইলঃ pme@lged.gov.bd

৪) জনাব কাজী সাইফুল কবীর, নির্বাহী প্রকৌশলী, (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি ।
ফোন ঃ ৯১১৯৮৪৩; ই-মেইলঃ pme@lged.gov.bd

৫) জনাব সোহানা পারভীন, সহকারী প্রকৌশলী, (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি ।
ফোন ঃ ৯১২৬৫৬৮; ই-মেইলঃ pme@lged.gov.bd

সম্পাদনা ও প্রকাশনায়
প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট
এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা ।